ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 October 2022 ■ আগরতলা ২০ অক্টোবর, ২০২২ ইং ■ ২ কার্তিক ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মল্লিকার্জুন খাড়গে জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত

।। **অভিজিৎ রায়চৌধুরী ।। নয়াদিল্লী, ১৯ অক্টোবর ।।** জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন মল্লিকার্জুন খার্গে। এআইসিসির তরফ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। প্রকাশিত ফলাফলে দেখা গিয়েছে মল্লিকার্জুন পেয়েছেন ৭৮৯৭টি ভোট। একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি ডঃ শশী থারুর পেয়েছেন ১০৭২টি ভোট। তাছাড়া অবৈধ ভোট পড়েছে ৪১৬টি। মোট ভোটার ছিলেন ৯ হাজার ৩৮৫ জন। বুধবার ভোট গণনা হয়। বুধবার নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করে অভিনন্দন জানালেন বিদায়ী কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অভিনন্দন জানালেন বিদায়ী কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় মল্লিকার্জুনকে এদিন সকলেই অভিনন্দন জানান। বিদায়ী কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন মল্লিকার্জুন খার্গকে। রাহুল বলেন, কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় মল্লিকার্জুন খার্গকে অভিনন্দন। কংগ্রেস সভাপতির পদটি ভারতের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের সময় খাড়গের বিশাল অভিজ্ঞতা এবং আদর্শিক প্রতিশ্রুতি দলের উন্নতিতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। রাহুল বর্তমানে কর্ণাটকে ভারত জোড়ো যাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, মল্লিকার্জুন খাড়গে নির্বাচনী রাজনীতিতে ৫০ বছর পূর্ণ করেছেন। তিনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে এবং রাজ্যে ও কেন্দ্রে মন্ত্রী হিসেবে গৌরব অর্জন করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে তাঁর বিজয় সেই শক্তিগুলির জন্য একটি বিজয় যা আদর্শিক প্রতিশ্রুতিকে ব্যক্তিগত গুরুত্বের উর্ধ্বে রাখে। লাইমলাইটে থাকার পরিবর্তে তিনি সর্বদা কংগ্রেস দলের স্বার্থে কাজ করেছেন।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খুঁটি থেকে পড়ে মৃত্যু বিদ্যুৎকর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি,১৯ অক্টোবর ।। বিদ্যুতের তার সারাই করতে গিয়ে মৃত্যু এক বিদ্যুৎ কর্মীর। ঘটনা ধর্মনগর পূর্ব থানারোড এলাকায়।

মৃত বিদ্যুৎ কর্মীর নাম সিদ্ধার্থ দাস(৫৮)। বাড়ি ধর্মনগর আলগাপুর এলাকায়। জানা যায় বিদ্যুৎ তার সারাইয়ের সময় বিদ্যুতের খুঁটি থেকে পরে তার মৃত্যু হয়। জানা গেছে কাজ করার সময় বিদ্যুতের খুঁটি থেকে নিচে পড়ে গেলে সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা করা যায়নি। তার মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

দূর্ঘটনায় বাইক চালকের মর্মান্তিক মৃত্যু সেকেরকোটে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ অক্টোবর ।। সাত সকালে পথের বলি হল এক বাইক চালক। ঘটনা আমতলী থানাধীন সেকেরকোট দারোগাবাড়ি এলাকায়। জানা যায় মৃত বাইক চালকের নাম সঞ্জয় ভৌমিক।

বাড়ি উদয়পুর হুলাখেত এলাকায়। নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে দূর্ঘটনা। বুধবার সকালে আমতলী থানার সেকেরকোট দারোগা বাড়ি এলাকায় একটি দ্রুতগামী গাড়ি ধাক্কায় বাইক নিয়ে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারায় এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম সঞ্জয় ভৌমিক। বাড়ি উদয়পুরের খোলাখেত এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় সঞ্জয় ভৌমিক নামে এক যুবক বাইক নিয়ে যাচ্ছিল। সেকেরকোট দারোগা বাড়ি এলাকায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্য অতিথিশালায় বিজেপির নির্বাচন প্রভারী মহেন্দ্র সিংকে স্বাগত জানান প্রদেশ সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য।

রাজ্যে এলেন বিজেপির নির্বাচন প্রভারী

লক্ষ্য তেইশ, সংগঠনকে চাঙ্গা করতে মহকুমা স্তরে তৎপর গেরুয়া শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ চুরাইবাড়ি, ১৯ অক্টোবর ।। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যজুড়ে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড জোরদার করেছে। কংগ্রেস এবং সিপিআইএম-এর মতো বিরোধীরা এখনও জোট বাঁধবেন কি না তা নিয়ে ভাবছেন। বিজেপির শীর্ষ নেতারা রাজ্যে আসতে শুরু করেছেন সংগঠনকে চাঙ্গা করতে। বিজেপি নেতা এবং উত্তর পূর্ব সমন্বয়কারী ডঃ সম্বিত পাত্রা রাজ্যে দুই দিনের জন্য নির্ধারিত কয়েকটি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য এখানে এসেছেন। শ্রী পাত্রা গ্রামীণ এলাকায় ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছেন।

অন্যদিকে, ত্রিপুরার জন্য নবনিযুক্ত নির্বাচন ইনচার্জ মহেন্দ্র সিংও রাজ্যে এসেছেন। আগরতলায় এমবিবি বিমানবন্দরে শ্রী সিংকে স্বাগত জানান বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি অমিত রক্ষিত এবং সাধারণ সম্পাদক টিঙ্কু রায়। পরে সন্ধ্যায় বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য রাজ্য গেস্ট হাউসে শ্রী সিংয়ের সঙ্গে দেখা করেন।

এদিকে, সম্বিত পাত্রা একটি সাংগঠনিক সভায় সভাপতিত্ব করতে ধর্মনগর হেলিপ্যাডে অবতরণ করেন এবং পরে একটি রাজনৈতিক সমাবেশে ভাষণ দিতে পবিয়াছড়া যাত্রা করেন। সমাবেশে ভাষণ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিখোঁজ মাকে খুঁজতে শিলচর থেকে মধুপুরে এসে জনতার হাতে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর ।। এক তান্ত্রিকের খপ্পরে পড়ে নিখোঁজ মহিলার পুত্র মাকে খুঁজতে বুধবার গভীর রাতে আসেন ত্রিপুরার সিপাহীজলা জেলার মধুপুরের কসবা এলাকায়। শিলচরের এক মহিলা গত কয়েকদিন ধরেই নিখোঁজ। সন্দেহবশত স্থানীয় লোকজনরা ওই যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন। নিখোঁজ মাকে খুঁজে পেতে পুত্র বুধবার রাত ৩টায় শিলচর থেকে ছুটে আসেন মধুপুর কসবা এলাকায় ।

সে ছেলেকে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকাবাসী। জানা যায় শিলচর জানিগঞ্জ পিএস সদর থানা কাছার এলাকার রাকেশ দাসের স্ত্রী ইন্দ্র মুনি দাস বিগত এক সপ্তাহ ধরে নিখোঁজ। পরিবারের পক্ষ থেকে স্থানীয় থানায় মামলা দায়ের করা হয়। পরবর্তী সময়ে কুসংস্কারে আবদ্ধ হয়ে ইন্দু মুনির ছেলে প্রসেনজিৎ দাস কোন এক তান্ত্রিকের কাছে চলে যান।

উনি বলেছেন যে প্রসেনজিৎ দাস এর মাকে মধুপুর কসবা মায়ের মন্দিরে গেলে পাওয়া যাবে। সেই তান্ত্রিকের কথায় বিশ্বাস করে প্রসেনজিৎ দাস ছুটে আসেন শিলচর থেকে নিখোঁজ মাকে খোঁজে পেতে কসবা এলাকায়। এলাকার লোকজনদের মধ্যে ছেলেটির প্রতি সন্দেহ হওয়াতে তাকে তুলে দেওয়া হয় মধুপুর থানার পুলিশের হাতে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহর প্রকল্পে ত্রিপুরা পুরস্কৃত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর ।। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহর প্রকল্পে সর্বভারতীয়স্তরে পুরস্কৃত হলো ত্রিপুরা। আজ গুজরাটের রাজকোটে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরার নগর উন্নয়ন দফতরের সচিব কিরণ গিত্যের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন।

উল্লেখ্য, রাজ্যের ২০টি পুর এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনা-শহর প্রকল্পে ছয়টি ডিপিআর অনুসারে মোট ৮৭, ২২৬টি বাড়ি নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়। এরমধ্যে ৭০,৬৪০টি বাড়ির নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৫৩,৩০২টি বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৩,৯২৪টি বাড়ি নির্মাণের কাজ ৩১ মার্চ, ২০২৩ এর মধ্যে শেষ হবে।

রাজ্যের পুর এলাকায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহর প্রকল্পে বাড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই সাফল্যের জন্য ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগর বিষয়ক উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা-শহর প্রকল্পে সেরা বাস্তবায়নকারী রাজ্য হিসাবে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে পিএম শ্রী প্রকল্পে ১৫৬টি স্কুলকে মডেল হিসেবে চিহ্নিত করা হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর ।। কেন্দ্রীয় সরকারের পিএম শ্রী প্রকল্পে সারা রাজ্যে ১৫৬টি স্কুলকে মডেল স্কুল হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আজ সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা জানান। শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের ৫৮টি ব্লক এবং ২০টি আরবান লোকাল বডি থেকে দুটি করে স্কুল এই প্রকল্পে চিহ্নিত করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে কেন্দ্রীয় মোট বাজেট রয়েছে ২৭ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। সারা দেশ থেকে মোট ১৪ হাজার ৫০০টি স্কুলকে এই প্রকল্পে মডেল স্কুল হিসেবে বাছাই করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, খুব শীঘ্রই রাজ্যে এই স্কুলগুলি চিহ্নিতকরণের কাজ শেষ করা হবে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে ছাত্রছাত্রীদের গুণগত শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষন পরিবেশের মান আরও বাড়বে বলে শিক্ষামন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, রাজ্যের আরও ৩৬টি বিদ্যালয়ে চাকমা ভাষা চালু করা হবে। এরমধ্যে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ২টি, বুনিয়াদি বিদ্যালয় ৬টি এবং নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় ২৬টি। তিনি জানান, আগে ৮৭টি বিদ্যালয়ে চাকমা ভাষা চালু ছিল। এখন আরও ৩৬টি বিদ্যালয়ে চালু করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আজ সারা রাজ্যের স্কুলগুলি মিলিয়ে আরও ১৭৯ জন শিক্ষককে স্নাতকোত্তর শিক্ষক হিসেবে পোস্টিং দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির দাবীতে উপমুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ এসটিজিটি পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর ।। বুধবার এস টি জি টি পরীক্ষার্থীরা নিয়োগের দাবিতে অর্থমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মার সঙ্গে দেখা করেন। উত্তীর্ণ সকলকে একসঙ্গে নিয়োগের দাবিতে তারা উপ মুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এস টি জি টি উত্তীর্ণদের একসাথে নিয়োগের দাবিতে বুধবার অর্থমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন চাকুরী প্রার্থীরা। অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চাকরিপ্রার্থীরা জানান তারা শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করে তাদেরকে একসাথে নিয়োগের জন্য দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী চাকুরী প্রার্থীদের বলেছেন অর্থ দপ্তর থেকে আর্থিক মঞ্জুরী দিলে তাদেরকে একসাথে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে।

এজন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুমোদন চেয়ে ফাইল পাঠানো হবে বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানান। সে কারণেই চাকরিপ্রার্থীরা বুধবার অর্থমন্ত্রীর সরকারি বাসভবনে গিয়ে অর্থমন্ত্রী সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। অর্থমন্ত্রী চাকরিপ্রার্থীদের আশ্বস্ত করে বলেছেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাইজলবাড়িতে জনজাতি মোর্চার কর্মীদের উপর মথার দুস্কৃতিদের হামলা, থানায় অভিযোগ দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/শান্তিরবাজার/তেলিয়ামুড়া, ১৯ অক্টোবর ।। বাইজলবাড়িতে দুই রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা। এই উত্তেজনার মধ্যেই মথা দলের দুষ্কৃতীরা ইট পাটকেল ও লাঠি নিয়ে আক্রমণ চালায় বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকদের উপর।

ঘটনা বুধবার বেলা আড়াইটা নাগাদ বাইজাল বাড়ি সাব জোনাল অফিসের সামনে। মথা দুষ্কৃতীদের ছোড়া ইটের আঘাতে আহত হন ষষ্ঠ ব্যাটেলিয়ানের এক টিএসআর জওয়ান। আহত জওয়ানের নাম উত্তম দত্ত। বয়স (৪২) তার বাড়ি বিলোনিয়ার ঋষ্যমুখ এলাকায়। বিজেপি ও তিপ্রা মথার সংঘর্ষে উত্তপ্ত রাজ্য। বিজেপি জনজাতি মোর্চার বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করতে যায় জনজাতি মোর্চা। তখনি জনজাতি মোর্চার কর্মীদের উপর আক্রমণ চালায় একদল দুষ্কৃতী। তাতে বিজেপির জনজাতি মোর্চার বেশ কয়েকজন কর্মী আক্রান্ত হয় বলে অভিযোগ। বিজেপির জনজাতি মোর্চার কর্মীদের অভিযোগ দুর্বৃত্তরা তীপরা মথা দলের সমর্থক। ঘটনার পরেই আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এদিকে আগরতলা পশ্চিম থানায় অভিযুক্তদের নামধাম দিয়ে এক অভিযোগপত্র দায়ের করা হয়। ঘটনায় উত্তপ্ত এলাকা।

জোলাইবাড়িতে এডিসির জোনাল অফিসে বিজেপি জনজাতি মোর্চার ডেপুটেশন। ছবি নিজস্ব।

বজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে সারা রাজ্যব্যাপী এডিসির প্রতিটি জোনাল অফিসে এডিসির শাসক দল তিপ্রা মথার স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। তারই অঙ্গ হিসেবে বুধবার এডিসি- র মোহনভোগ জোনাল অফিসে জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসারের নিকট বিভিন্ন দাবি নিয়ে ডেপুটেশন প্রদান করে জনজাতি মোর্চা।

উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, ধনপুর মণ্ডলের মণ্ডল সভাপতি বিন্দু দেবনাথ, জেলার সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ ঘোষ সহ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশের আমরণ অনশণ ঘিরে মতবিরোধ চরমে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর ।। বুধবার চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটা অংশের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে স্পষ্ট করে দিলেন কনভেনার ডালিয়া দাস। চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা ডালিয়া দাস জানান, গত ২৬ সেপ্টেম্বর বিধানসভা অভিযান ঘিরে লাঠিপেটা খেতে হয়েছিল চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের। তারপর মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করার সুযোগ পায় চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রী সাথে দেখা করে আশ্বাস পেয়েছিলেন দুর্গাপূজার পর আইনজীবীদের সাথে কথা বলে আসন্ন দীপাবলি উৎসবের মধ্যে কি সিদ্ধান্ত হয়েছে সে বিষয়ে জানানো হবে।

কিন্তু দীপাবলির অপেক্ষা না করে একটা অংশ চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকা আগামী ২০ অক্টোবর থেকে আমরণ অনশনে বসতে চলেছে। কিন্তু যারা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তারা গত কয়েক বছরে চাকরিচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকাদের আন্দোলনে ছিলেন না। আন্দোলনের ছিলেন তারা নিজেরা বলে বুধবার সিটি সেন্টারে সাংবাদিক সম্মেলন করে দাবী করেন ডালিয়া দাস।

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৯ ◻ সংখ্যা১৪ ◻ ২০ অক্টোবর ২০২২ইং ◻২ কার্তিক ◻বৃহস্পতিবার ◻১৪২৯ বঙ্গাব্দ

বেসরকারি লগ্নির গুরুত্ব অপরিসীম

অর্থনীতিতে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল বা বেসরকারি লগ্নি পুঁজির গুরুত্ব অপরিসীম। যে সমস্ত সংস্থা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করিতেছে, বা যে সংস্থাগুলো আমাদের ভবিষ্যতের গতিপ্রকৃতি স্থির করিয়া দিতেছে, তাহার প্রায় সবই গড়িয়া উঠিয়াছে বেসরকারি পুঁজির মাধ্যমে। অ্যাপল হোক বা ফেসবুক, উবের হোক বা জোমাটো, বেসরকারি পুঁজি ছাড়া কোনও সংস্থাই টিকিয়া থাকিতে পারিবে না। বোঝা যায়, এই মডেলে স্বভাবতই ভেঞ্চার ক্যাপিটাল সংস্থাগুলোর কর্তাদের কী প্রবল প্রতাপ! তাঁহাদের বিনিয়োগ সিদ্ধান্তের নির্দেশে শুধু আজকের পৃথিবী চলিতেছে না, আগামী পৃথিবীও চলিবে।' বেসরকারি পুঁজি পাইয়া উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের যে সমস্ত সংস্থা সাম্প্রতিক অতীতে জনসাধারণের জন্য শেয়ার ছাড়তে পারিয়াছে, তাহাদের সামগ্রিক মূল্য আজ পঞ্চাশ হাজার কোটি ডলারেরও বেশি। সংখ্যাটা তাক লাগাইবার মতোই। কিন্তু, কোন ক্ষেত্রগুলিতে এই বেসরকারি পুঁজির রমরমা? গবেষণা দেখাইতেছে, মোট বেসরকারি পুঁজির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ যাইতেছে কনজিউমার গুডস এবং সফটওয়্যার শিল্পে। আর কোন ক্ষেত্রগুলি প্রায় কিছুই পাইতেছে না? শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, উষ্ণায়ন প্রতিরোধ ইত্যাদি। অর্থাৎ, পৃথিবীর বুকে মানবসভ্যতাকে সুস্থায়ী রাখিতে হইলে, এই গ্রহের বাসযোগ্যতার মেয়াদ আরও কিছু দিন বাড়াইতে হইলে যে যে ক্ষেত্রের গুরুত্ব অপরিসীম, সেখানে বেসরকারি পুঁজির ভূমিকা যৎসামান্য। তাৎক্ষণিক মুনাফার আশায় বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা বারংবার অদূরদর্শিতা দেখাইয়া চলিতেছেন।

এই যে অদূরদর্শিতা, এ অবশ্য শুধু বেসরকারি ক্ষেত্রেরই রোগ নয়। খোদ রাষ্ট্রের দিকেই অভিযোগের আঙুল তোলা যায়। কোভিড-পরবর্তী দুনিয়ায় ঘুরিয়া দাঁড়াইবার জন্য অবস্থা কতটা অনুকূল, তাহা খতিয়ে দেখিতে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত তিপ্পান্নটি দেশের মধ্যে ভারত ৩৭তম স্থানে, ব্রাজিল ৪১, দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৯, চিন ৫১, আর রাশিয়া রহিয়াছে ৫২তম স্থানে। একুশ শতকের শুরুতে এই পাঁচটি দেশকে চিহ্নিত করিয়া বলা হইয়াছিল যে, আগামী পৃথিবীর প্রগতির চাবিকাঠি রহিয়াছে তাহাদের হাতেই। যাহাদের একত্রে বলা হয় 'ব্রিকস'। অথচ, এই পাঁচটি দেশে অর্থনৈতিক অসাম্য তো বটেই, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যজনিত অসাম্যও ক্রমেই বাড়িয়াছে গত দু'দশক ধরিয়া। কোভিড-পরবর্তী পৃথিবীতে এই দেশগুলিকে যে ঘোর প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়িতে হইতেছে, তাহা বিনা কারণে নয়। মানব উন্নয়নে সামগ্রিক অসাম্যের সঙ্গে আর্থিক বিপর্যয় থেকে ঘুরিয়া দাঁড়াইবার পথে প্রতিবন্ধকতার কী কার্যকারণ সম্পর্ক, তাহা নিয়া আরও গবেষণার প্রয়োজন কিন্তু সম্পর্ক যে রহিয়াছে, সে কথা অনস্বীকার্য। আর্থিক অসাম্য একুশ শতকে বিশ্ব উষ্ণায়নের মতোই একটি ঘোরতর সমস্যা।কিন্তু সে কথা আমাদের রাষ্ট্রনেতারা এখনও বুঝিতেছেন বলিয়া মনে হয় না।

ক্ষমতাই হইল মূল কথা। যে কারণে ফেসবুকের মাধ্যমে 'হেট স্পিচ' দেশে দেশে ছড়াইয়া পড়িলেও ফেসবুক নড়ে বসে না; বাণিজ্যিক যুক্তি না থাকিলেও ইলন মাস্ক টুইটার কেনার জন্য এক বিশাল অঙ্কের টাকার প্রস্তাব দিয়া বসেন; বা অ্যামাজনের কর্মচারীরা ন্যূনতম মজুরিতে প্রাণপাত করিলেও বেজোস মহাকাশ সফরে যান। তাহাদের সংস্থাগুলিতে সমষ্টিগত মালিকানার পরিমাণ আরও বেশি হইলে এই যথেচ্ছাচার ঘটত কি? ব্যক্তিবিশেষের এই ক্ষমতায়নের উদাহরণ এখনও হাতে গোনা, কিন্তু সেই কয়েকজনের হাতে যে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে, তাহা মানব ইতিহাসে বিরল।আজ বিশ্ব জুড়িয়া মূল্যবৃদ্ধির যে আতঙ্কজনক আবহ, তাহার পিছনে শুধু চাহিদা-জোগানের অসাম্য নাই। রহিয়াছে আরও এক কারণ। বহু বছর ধরিয়া উন্নত দেশগুলি মূল্যবৃদ্ধির উপর ভরসা রাখিয়া একই সঙ্গে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও রাষ্ট্রীয় ঋণশোধ হাসিল করিতে চাহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় ঋণের বোঝা লাঘব করিবার প্রকৃষ্টতম পথটি হইল বেসরকারি পুঁজির উপর যথাযথ শুল্ক আরোপ। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই স্পষ্ট পথে পা রাখিতে প্রায় প্রতিটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের নেতারই সমান অনীহা।

গত বছরেই আমাদের দেশে প্রথম বারের জন্য আদায়কৃত কর্পোরেট ট্যাক্সের পরিমাণ নন-কর্পোরেট ট্যাক্সের চেয়ে কমিয়া যায়। কিন্তু এ কোনও ব্যতিক্রমী খবর নয় শেষ ন'বছরে মোট আদায়ে কর্পোরেট করের পরিমাণ কমিয়াছে তেরো শতাংশেরও বেশি। অনাদায়ি করের জন্য দায়ী যথাযথ পরিকাঠামো না থাকা। বছরের পর বছর ধরিয়া সেই পরিকাঠামো না তৈরি হওয়ার কারণ হয় অদূরদর্শিতা ও দুর্নীতির সহাবস্থান। এই অদূরদর্শী ও বিকৃত অর্থব্যবস্থা থেকে আশু পরিত্রাণের কোনও পথই নাই। কিন্তু হাল ছাড়িয়া না দিয়া প্রশ্ন তোলা দরকার, নইলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুখ বা স্বস্তি কোনওটাই রাখিয়ি যাওয়া যাইবে না।

প্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষা দফতরের পদস্থ আধিকারিক করিমগঞ্জের ফুলেন দাস

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : চলে গেলেন শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত পদস্থ আধিকারিক করিমগঞ্জের ফুলেনচন্দ্র দাস। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। করিমগঞ্জের বেতাইল গ্রামে তাঁর নিজস্ব বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ফুলেন দাস। মৃত্যুর সময় রেখে গেছেন তিন ছেলে, দুই মেয়ে এবং সহধর্মিণীকে।

গত কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন তিনি। সোমবার হঠাৎ করে শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। আর এতেই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি দিয়েছেন ফুলেনচন্দ্র দাস। শিক্ষা বিভাগের পদস্থ আধিকারিক হিসেবে নাগাল্যাদন্ডের কোহিমায় কর্মরত ছিলেন তিনি। নাগাল্যা ন্ড বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনের জয়েন্ট ডিরেক্টর ছিলেন ফুলেনচন্দ্র। ফুলেনচন্দ্র দাসের মৃত্যুতে সংশ্লিষ্ট এলাকা এবং তাঁর পরিচিত মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। লঙ্গাইঘাট শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্যছ সম্পন্ন হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / স্নিগ্ধা / সমীপ

মল্লিকার্জুন খাড়গে সভাপতি হলেও কংগ্রেস আর কোনওদিন ক্ষমতায় আসবে না, বলেছেন কিরেন রিজিজু

বঙাইগাঁও (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : মল্লিকার্জুন খাড়গে সভাপতি হলেও কংগ্রেস আর কোনওদিন ক্ষমতায় আসবে না, এটা নিশ্চিত। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হওয়ার পর দেশের উন্নয়ন দ্রুতগতিতে হচ্ছে, আজ বুধবার নিম্ন অসমের বঙাইগাঁওয়ে এসে বলেছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের পর এবার তিন দিনের কার্যসূচি নিয়ে আরও এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু এসেছেন নিম্ন অসমের বঙাইগাঁওয়ে। অন্যান্য কার্যসূচি ছাড়াও জেলার বিজেপি কার্যকর্তাগণ সহ বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন রিজিজু।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে প্রথমবারের মতো বঙাইগাঁওয়ে এসে আগামী ২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বরপেটা আসন দখলের রণনীতি তৈরি করবেন কিরেন, জানা গেছে দলীয় এক সূত্রে। এদিকে বঙাইগাঁওয়ে এসে তাঁর খুব ভালো লাগছে বলে নিজের অনুভব ব্যক্ত করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তৃণমূল স্তর থেকে দলকে মজবুত করার লক্ষ্য নিয়ে জেলার তিনটি বিধানসভা এলাকার বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকদের সঙ্গে তাঁর মতবিনিময় করার কথা। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন রিজিজু এক প্রতিক্রিয়ায় বলেন, এবার বরপেটা লোকসভা আসন দখল করার চেষ্টা করবে বিজেপি।

অসমের আঞ্চলিক দল জোটশরিক অগপর সঙ্গে মিত্রতা সম্পর্কে সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে রিজিজু বলেন, অগপর সঙ্গে বিজেপির জোট থাকবেই। বঙাইগাঁওয়ে বিজেপিকে মজুবুত করার লক্ষ্য নিয়েই তিনি এসেছেন, জানান কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরেন।

কালো জাদুর অন্ধকার ইতিহাস বহু পুরনো

বিশেষ প্রতিবেদন।। "আমাদের ভিতরে আলো ও অন্ধকার দুই-ই রয়েছে। শেষ পর্যন্ত কোনটাকে আমরা বেছে নিই সেটাই আসল। সেটাই বুঝিয়ে দেয় আমরা আসলে কী।" 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য প্রিজনার অফ আজকাবান' গ্রন্থে জে কে রাউলিং সিরিয়াস ব্ল্যাক নামের এক চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়ে নিয়েছিলেন এই সার সত্য। আর সেই সত্যই যেন চিহ্নিত করে দেয় ব্ল্যাক ম্যাজিক তথা কালো জাদুর উদ্ভবের দিকটি। ভুলে গেলে চলবে না একে 'ডার্ক' তথা অন্ধকার জাদুও বলা হচ্ছে। যার প্রয়োগের পিছনে রয়েছে অন্ধকারকে বেছে নেওয়ার দুরভিসন্ধি।

যেতে যেতে সভ্যতা অনেকটা পথ চলে এসেছে। তবু আজও কালো জাদু খবরের শিরোনামে। সম্প্রতি যৌবন এবং ভাগ্য ফেরানোর জন্য কেরলে দুই প্রৌঢ়ার খুনের ঘটনায় ব্ল্যাক ম্যাজিকের তত্ত্ব উঠে এসেছে। আবার গুজরাটে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে 'ভূতে ধরেছে' এই সন্দেহে কিশোরী মেয়েকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। তিনিও নাকি কালো জাদু প্রয়োগ করে ভূত তাড়ানোর চেষ্টা করছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে তথাকথিত 'রেনসাঁ'র আগে পৃথিবীতে ছেয়ে গিয়েছিল এই ধরনের জাদুর চর্চা। এত বছর পেরিয়েও সেই ব্যাধিকে হারানো যায়নি।

পৃথিবীর সব দেশেই কালো জাদুর চর্চার ইতিহাস রয়েছে। কীভাবে জন্ম হয়েছিল এর? রবার্ট এম প্লেসের বিখ্যাত বই 'বুক, ম্যাজিক অ্যান্ড অ্যালকেমি'তে বলা হয়েছে আত্মার আদিম, আচারিক উপাসনাই জন্ম দিয়েছিল সাদা ও কালো দুই জাদুরই। সেখান থেকেই বইতে বইতে আধুনিক সময়েও প্রবেশ করে কালো জাদু। এর পিছনে অন্যতম উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে আত্মাকে (অথবা অন্য লোকের বাসিন্দা অপশক্তিকে) বন্দি করে তার সাহায্যে অন্যের ক্ষতিসাধন করা কিংবা নিজের কোনও হিতসাধন। সাধারণ ভাবে সাদা জাদুকে উঁচু শ্রেণির জাদু ধরা হয়। একই ভাবে কালো জাদুকে নিচু শ্রেণির জাদু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দুই জাদুর উদ্দেশ্যগত ফারাকের কারণেই এই শ্রেণিবিভাগ। যদিও এই বিভাজন এতই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, যে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে এদের আটকে রাখা মুশকিল। বিশেষ করে ভাল উদ্দেশ্যে যে জাদুর জন্ম, সেই জাদুকেই খারাপ কাজে ব্যবহার করার উদাহরণ কম নেই।

'কালো জাদু'র কথা বলতে বসলেই উঠে আসে উইচক্র্যাফট তথা ডাকিনীবিদ্যা কিংবা স্যাটানিজম অর্থাৎ শয়তানের উপাসনার প্রসঙ্গ। মধ্যযুগে ইউরোপ জুড়ে বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়েছিল, মহামারী ও অন্যান্য দুর্যোগের মূলে আসলে শয়তানরা। আর তাই ক্যাথলিক চার্চ শুরু করে 'উইচ হান্ট'। ধরে ধরে 'ডাইনি' তথা ডাইনি বিদ্যা চর্চাকারীদের খুঁজে বের করে তাঁদের হত্যা করা। বহু নিরপরাধ মানুষের প্রাণ

> পৃথিবীর সব দেশেই কালো জাদুর চর্চার ইতিহাস রয়েছে। কীভাবে জন্ম হয়েছিল এর? রবার্ট এম প্লেসের বিখ্যাত বই 'বুক, ম্যাজিক অ্যান্ড অ্যালকেমি'তে বলা হয়েছে আত্মার আদিম, আচারিক উপাসনাই জন্ম দিয়েছিল সাদা ও কালো দুই জাদুরই।

গিয়েছিল ইনকুইজিশনের নিষ্ঠুর রক্তচক্ষুর কবলে পড়ে। এই সংক্ষিপ্ত লেখায় খুব বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব নয়। তবু একবার উঁকি দেওয়া যেতেই পারে স্যাটানিজমের দিকে। এই শয়তানবাদের প্রচারকদের পূজ্য যে শয়তান তা বলাই বাহুল্য। খ্রিস্টান ধর্ম তো বটেই, ইসলামেও উল্লেখ রয়েছে শয়তানের। আব্রাহামিক ধর্মে শয়তানকে বিপথগামী দেবদূত হিসেবে দেখানো হয়েছে। তার কাজই মানুষকে পাপের উসকানি দেওয়া। শয়তানের ভক্তরা মনে করে তার উপাসনা করলে কালো জাদুর শক্তি অর্জন করে অমিত বলশালী হওয়া যায়। এই মতবাদকে থেইস্টিক স্যাটানিজম বলে। এপ্রসঙ্গে মনে পড়তেই পারে 'রোজমেরিস বেবি' (১৯৬৮) অথবা হিন্দি ছবি 'পরি'র (২০১৮) কথা। সেখানে শয়তানের ঔরসে নারীর অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। এর পাশাপাশি রয়েছে অ্যাথেইস্টিক স্যাটানিজম। এটা আবার সেই অর্থে কোনও ধরনের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নয়। এই মতবাদীদের বিশ্বাস, শয়তান আসলে মানুষেরই সুপ্ত প্রবৃত্তিরই প্রতিফলন। ১৯৬৯ সালে লেখা 'স্যাটানিক বাইবেল' নামের বইয়ে বিখ্যাত শয়তানবিদ অ্যান্টন লাভে লিখছেন, 'সাদা জাদু ব্যবহৃত হয় ভাল তথা স্বার্থহীন উদ্দেশ্যে। এবং কালো জাদু, আমরা বলে থাকি, খারাপ উদ্দেশ্যে। শয়তানবাদে এমন কোনও সীমারেখা নেই। জাদু শেষ পর্যন্ত জাদুই। সেটা কাউকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারে কিংবা কাউকে রুখতে। একজন শয়তানবাদী, জাদুকর হিসেবে, সিদ্ধান্ত নেবে সে জাদুশক্তিকে কীভাবে ব্যবহার করবে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে।' কালো জাদুর কথা বলতে বসলে সাধারণ ভাবে যে ছবিগুলো ভেসে ওঠে, সেখানে ভুডু থাকবেই। পপুলার কালচারে ব্ল্যাক ম্যাজিকের অন্যতম প্রতিনিধি ভুডু। ভুডুর অবশ্য স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। যার সঙ্গে উইচক্র্যাফটের সম্পর্ক সামান্যই। কিন্তু কালো জাদুর সঙ্গে এই বিদ্যা ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে। পশ্চিম আফ্রিকার এক ছোট দেশ বেনিনে এই ভুডুর জন্ম। পাশাপাশি নাইজেরিয়া, টোগোর মতো দেশেও জীবনযাত্রা, সাংস্কৃতিক ও আচারগত বিশ্বাসের সঙ্গে মিশে রয়েছে ভুডু। এই বিদ্যার চর্চা যেমন দুর্বোধ্য, তেমনই রহস্যময়। সূচ বেঁধানো ভুডু পুতুলের ছবি আমাদের চেনা। খারাপ আত্মাকে ওই পুতুলের মধ্যে বন্দি করা কিংবা কারও ক্ষতি করতে তার প্রতিভূ হিসেবে পুতুলটির ক্ষতি করার অনুশীলনের কথা আমরা জানি। যদিও বলা হয়, পশ্চিমি দেশগুলি ভুডুকে এভাবেই বাকি বিশ্বের কাছে তুলে ধরলেও আসলে ভুডুচর্চায় ভাল আত্মাকে ডেকে এনে জীবনকে মঙ্গলময় করে তুলতে চাওয়াই মূল লক্ষ্য। ভুডু বলতেই এই ছবি ভেসে ওঠে মনে এভাবেই এত হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবী নানা আলোছায়ার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চললেও কালো জাদু রয়ে গিয়েছে। সেই আদিম কাল থেকেই জাদুর কারসাজিতে নানা 'অলৌকিকে'র দাবি করে বহু মানুষকে ঠকিয়ে এসেছে বুজরুকরা। আজও যে সেই সময় থেকে আমরা খুব বেশি এগতে পারিনি তার প্রমাণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলি। চাঁদের মাটিতে পা রাখার পাঁচ দশক পেরিয়ে এসেও খবরের শিরোনামে উঠে আসছে যৌবন এবং ভাগ্য ফেরাতে অন্যের জীবন বিপন্ন করার ভয়ংকর প্রবণতা ও অন্ধ বিশ্বাসের কাহিনি। কবে এই জট থেকে মুক্তি পাবে সভ্যতা? প্রশ্নটা যতই সহজ হোক উত্তর আজও অজানাই।

মোবাইল ব্যবহারে খরচ বাড়বে?

৫জি সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য

১লা আক্টোবর-- দুর্গাপুজোর বোধনের দিনেই আমাদের দেশে টেলিকম প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ৫জি পরিষেবার আনুষ্ঠানিক বোধন হল। ১৯৯৯ সালে ১জি (অ্যানালগ) থেকে ২জি পরিষেবার উত্তরণ ঘটে ডিজিটাল প্রযুক্তিতে। প্রায় ১৭ বছর পরে ২০০৮-এ আসে ৩জি। ২০১০ সালে ৪জি। ৪জি থেকে ৫জি-তে পৌঁছতে সময় লাগল ১২ বছর।

গ্লোবাল সিস্টেমস ফর মোবাইল অ্যাসোসিয়েশনের (৯৯৪) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদন অনুসারে, ২০২০ সাল পর্যন্ত ৫জি'র পরিষেবা চালু ছিল ৩৮টি দেশে, ২০২২এ এই পরিষেবা পাওয়া যাচ্ছে প্রায় ৭০টি দেশে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, ২০১৯- এর ৩ এপ্রিল দক্ষিণ কোরিয়াতে প্রথম ৫জি পরিষেবা চালু হয়েছিল। তবে এদেশেও সব জায়গায় এই পরিষেবা এখনও মেলে না। আশা করা হচ্ছে ২০২৫-এর মধ্যে ৬০ শতাংশ মোবাইল সংযোগ এই পরিষেবার আওতায় চলে আসবে। মোবাইল পরিষেবা যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লবের শুরু ২জি চালু হবার পর। ইন্টারনেট, ডেটা নির্ভর পরিষেবায় আসে আরও পরিবর্তন। আর জি চালুর সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে তা প্রায় নিশ্চিত।

৫জি কী? কেন এত হৈ চৈ। এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। ১জি, ২জি, ৩জি, ৪জি, ৫জির বিষয়টি প্রযুক্তিগত। আমরা প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনায় যাব না। খুব সহজভাবে বললে ৫জি হল পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক। ১ থেকে ৪জি নেটওয়ার্কের পর এটি একটি নতুন গ্লোবাল ওয়্যারলেস, স্ট্যান্ডার্ড। ৩জি এনেছিল মোবাইল ডেটা, ৪জি সূচনা করেছিল মোবাইল ব্রডব্যান্ডের। ৫জি হল ইউনিফাইড আরও বেশি গতিসম্পন্ন সংযোগকারী। প্রযুক্তির এই আলোচনায় আর না গিয়ে আসব আনতে পারে সেই প্রসঙ্গে। তবে এই প্রসঙ্গে যাবার আগে ৫জি"র সুবিধাগুলি উল্লেখ করলে কেন এই প্রযুক্তি নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলতেপারে তা সহজে ধরা পড়বে। গতিতে ৪জি পরিষেবাকে অনেকটাই টেকা দেবে ৫জি। ৪জির চেয়ে ৫জি-এর গতি দশগুণ বেশি হবে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে এখন কোনও কিছু ডাউনলোড করতে যত সময় লাগে ৫জি-এর পরিষেবায় সেই সময় অনেকটা কমে যাবে। পূর্ণ দৈর্ঘ্যের এইচডি একটি ছবি ডাউনলোড করতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। ৮ কিঃ একটি সিনেমা ডাউনলোড হবে ৪জির চেয়ে ৫০০ দ্রুত।বর্তমানে অর্থনৈতিক কাজকর্মে রিয়েল টাইমে" তথ্য বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৫জি-এর পরিষেবা চালু হলে দ্রুত তথ্য আদানপ্রদান করার ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তা বিচার-বিশ্লেষণ করার সুবিধা অনেকগুণ বৃদ্ধি পাবে। মোবাইলে কল করা সময় বা মেসেজপাঠানোর ক্ষেত্রে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হয়ে যাবে। এই পরিষেবা ব্যবহারকারীদের অপেক্ষা করার প্রয়োজন হবে না। এছাড়াও নতুন এই পরিষেবায় নেটওয়ার্কের সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গ্যাজেট সংযোগ করা সম্ভব হবে। স্মার্ট টিভি, ফ্যান ইত্যাদির মতো স্মার্ট বৈদ্যুতিন গ্যাজেটের পরিষেবা মিলবে দ্রুততার সঙ্গে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ঘটনা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে জরুরি পরিষেবা পৌঁছে দিতে ৫জি বড় এখ হাতিয়ারহয়ে উঠবে আগামী দিনে। রিয়েল টাইমে দুর্যোগ, দুর্ঘটনার সঠিক লোকেশন বা জায়গা জানা যাবে জি পরিষেবায়। শহর থেকে গ্রামাঞ্চলে সকলেই একই গতি বা স্পিডে পরিষেবা পাবেন।

এই আলোচনার প্রেক্ষাপটে অর্থনৈতিক দুনিয়াতে ৫জি পরিষেবা অগ্রগতির কোন বার্তা নিয়ে আসছে তা দেখে নেওয়া যেতে পারে। সরকার নিযুক্ত প্যানেলের অভিমত অনুসারে ২০৩৫ সালের মধ্যে ৫জি-র পরিষেবা ভারতে এক ট্রিলিয়ন ডলারের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রভাব তৈরি করবে। এরিকসনের (টেলিকম নির্মাতা) সমীক্ষায় প্রকাশ, আগামী চার বছরের মধ্যে ভারতে জি সক্ষম ডিজিটালাইজেশনের আয়ের সম্ভাবনা ২৭ বিলিয়ন ডলারের উপরে হবে। বিশ্বব্যাপী টেলিকম শিল্প ভারতে জি পরিষেবা সম্পর্কে পূর্বাভাসে জানিয়েছে যে, ২০২৫-এর মধ্যে আমাদের দেশে ৭০০ লক্ষ ৫জি সংযোগ থাকবে।

অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, ভারতে যদি সুষ্ঠুভাবে ৫জি পরিষেবা প্রদান করা যায় তবে আগামী দিনে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ত্রাঞ্চত হবেই। এই ৫জি-র পরিষেবা দেশে চালু করার মাধ্যমে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ৫জি-এর পরিষেবা শুধুমাত্র টেলিকম ক্ষেত্রে বা টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভাব ফেলবে তা নয়, শিল্প, পরিবহণ, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিক্ষা, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, টেলিমেডিসিন, নেটের মাধ্যমে শিলী- প্রায় সব ক্ষেত্রেই ৫জি-এর পরিষেবা নতুন দিশা দেখাতে পারে।

অভিজ্ঞমহলের আশা, ৫জি পরিষেবা কর্মপ্রাীদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরিতে সদর্থক ভূমিকা নেবে। নিয়োগের দরজা সামান্য হলেও খুলতে পারে। টেলিকম সেক্টর স্কিল কাউন্সিল মনে করছেন যে শুধুমাত্র টেলিকম সেক্টরেই নিয়োগ দ্বিগুণ বাড়বে। জির পরিষেবা সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আগামী তিন বছরে প্রায় আড়াই কোটি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর প্রয়োজন হবে, যা নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে। ৫জি পরিষেবা পরিবহণ ব্যবস্থায় পরিকাঠামো আরও উন্নত করে তুলতে পারবে এবংতা হবে আধুনিক ও স্মার্ট। এছাড়া ৫জি র পরিষেবার মাধ্যমে গাড়ি থেকে গাড়ি এবং গাড়ি থেকে পরিকাঠামোর সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব হবে, আর এই ব্যবস্থায় চালকহীন গাড়ির স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবার পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হতে পারে। প্রযুক্তিবিদরা মনে করছেন যে আগামী দিনের নতুন টেকনোলজি, যেমন ইন্টারনেট অফ থিঙ্কস, মেশিন থেকে মেশিনের যোগাযোগ উদ্ভাবনে ৫জি হবে তুরুপের তাস। ৫জির প্রাথমিক অ্যাপ্রিকেশন অন্যতম হল সেন্সর এম্বেডেড নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক রিয়েল টাইমে ম্যানুফ্যাকচারিং, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে তথ্য আদানপ্রদানে সহায়ক হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ৫জি নিয়ে আসতে পারে স্বাস্থ্য পরিষেবার বিসতির সুযোগ। শহর থেকে দূরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার যোগসুত্র। প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে বিশেবজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগের সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। ডিজিটাল হেলথ রেকর্ড পাওয়া সহজ হবে। ৫জির হাত ধরে স্বাস্থ্য পরিষেবার গুণগত মানবৃদ্ধি সম্ভব বলে চিকিৎসক মহলের অভিমত।

আর শুধু স্বাস্থ্য পরিষেবা নয়, শিক্ষাক্ষেত্রেও প্রত্যন্ত এলাকার পড়ুয়ারা বিশ্বের শিক্ষা অঙ্গনের যাবতীয় পঠনপাঠনের সুযোগ পেতে পারেন ৫জির মাধ্যমে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইন্টারনেট এখন একান্ত জরুরি। কিন্তু ইন্টারনেটের স্পিড বা গতি এক বড় সমস্যা। ৫ জির পরিষেবার গতি সেই সমস্যা অনেকটা দূর করবে। আর ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্নপূরণে ৫জি হবে অন্যতম হাতিয়ার লে বিশেষজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। আগামীদিনে এই হাইস্পিডের পরিষেবাই হবে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। ৫জির পরিষেবা চালু হলে আর্থিক ক্ষেত্র সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত খুলবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই দিগন্ত কতটা খুলবে তা নিয়ে রয়েছে অনেক প্রশ্ন, অনেক সমস্যা। আন্তর্জাতিক টেলিকম অপারেটরদের তুলনায় ভারতীয় অপারেটরদের স্পেকট্রাম অপেক্ষাকৃত কম। ভারতীয় টেলিকম অপারেটররা তাদের উচ্চ লগর কত রিটার্নপাবেন সে সম্পর্কে তারা অনিশ্চিত। আমাদের টেলিকম শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অপারেটররা ঋণের ভারে ভারাক্রান্ত। আর এই সমস্যায় আগামীদিনে ৫জি পরিষেবা পরিব্যপ্তিতে তারা কীভাবে নতুন লগ্নি করবেন তা নিয়ে অনেকের আশঙ্কা রয়েছে। নতুন প্রযুক্তিতে লগির ব্যাপারে সরকারের রাজস্ব নীতি নিয়েও কোনও কোনও মহলের প্রশ্ন রয়েছে। তাদের প্রশ্ন, সরকার ৫জি-র পরিষেবা যদি প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দিতে সত্যিই আগ্রহী হন তবে টেলিকম সেক্টরের করে বিষয়টি অনেক উদারভাবে ভাবতে হবে। বর্তমান হার নয়া লগ্নির পথে বড় বাধা। লগ ছাড়াও ৫জি-এর পরিষেবা বৃদ্ধির পথে প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। তবে প্রযুক্তির এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারলে কর্মসংস্থানের অনেক সুযোগ তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকে বলছেন যে ৫জি পরিষেবার নতুন ব্যবহারিক প্রয়োগ আগামী দিনে কত সম্ভাবনার সুযোগ নিয়ে আসতে পারে তা এখনও অজানা, ভবিষ্যত তা বলবে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, জি পরিষেবা প্রসারে স্টার্ট-আপ সংস্থাগুলিকে আগ্রহী করতে সরকারি নীতির আমূল সংস্কার প্রয়োজন। সরকার কি সেই চ্যালেঞ্জ নিতে পারবে, প্রশ্ন অনেকের। আজকের আলোচনা শেষ করার আগে আর দুটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা আবশ্যিক, যে দুটি বিষয় সাধারণের মনে ঘুরপাক খাচ্ছে। ৫জি-র পরিষেবা এখন কি আমাদের দেশের সর্বত্র পাওয়া যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এই পরিষেবা এক্ষুনি সারা দেশ জুড়ে পাওয়া যাবে না। পর্যায়ক্রমে এই পরিষেবা চালু হবে। বর্তমানে শুধুমাত্র ১৩টি শহরে এই পরিষেবা মিলবে। এই শহরের তালিকায় রয়েছে কলকাতা, পুণে, মুম্বই, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, চন্ডিশগড়ের মতো শহর। ১লা অক্টোবর জি-এর পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের দিনে এ রাজ্যের শিলিগুড়িতে কিছু এলাকায় এই পরিষেবা চালু হয়েছে। দেশজুড়ে এই পরিষেবা পেতে অপেক্ষা করতে হবে দুই থেকে তিন বছর জি পরিষেবা পেতে কি নতুন 'সিম' নিতে হবে? কিনতে হবে নতুন স্মার্ট ফোন? এই দুটি প্রশ্নের উত্তর পেতে জানতে হবে আপনার স্মার্ট ফোন ৫জি-র প্রযুক্তি সহায়ক কিনা। জি প্রযুক্তির সহায়ক মোবাইলে সিম কার্ড পরিবর্তনের দরকার হবে না। আর আপনার মোবাইল জি প্রযুক্তি সহায়ক হলে নতুন ফোন কেনারও প্রয়োজন হবে না। কিন্তু মোবাইল নতুন প্রযুক্তি সহায়ক না হলে নতুন ফোন কেনার প্রয়োজন হবে। বর্তমান বাজারে চালু অধিকাংশ স্মার্ট ফোনই ৫জি-র সহায়ক হলেও শিল্পমহলের ধারণা এই পরিষেবা চালুর সঙ্গে সঙ্গে বাজারে ৫জি সহায়ক নতুন নতুন উন্নত স্মার্ট ফোন বাজারে আসবে। ৫জি-র আগমনে কি ৪জি-র পরিষেবা বন্ধ হবে? না, সেরকম সম্ভাবনা নেই অন্ততপক্ষে কয়েক বছরে। দুই পরিষেবাই মিলবে, তবে গতির জন্য অনেকে ৫জির জন্য আগ্রহী হবেন। এখন যেমন ৩জি (কিছুটা সীমিত হলেও) ৪জির পরিষেবা একই সঙ্গে মেলে, জির ক্ষেত্রেও সেরকম হবে। ৫জি-র পরিষেবা পেতে কতটা বাড়তি খরচ হবে, এ চিন্তা এখন অনেকের মনেই। এই ভাবনার সঠিক উত্তর দেওয়া এখনই সম্ভব নয়। তবে টেলিকম ক্ষেত্রের বিভিন্ন সংস্থার মার্কেটিং স্ট্যাটেজির ওপর নির্ভর করবে ৫জি- এর জন্য কত আর্থিক চাপ আসবে। অনেকে মনে করছেন যে ৫জি-এর পরিষেবা পেতে খরচ এক ধাক্কায় ২৫-৩০ শতাংশ বাড়তে পারে। একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার সমীক্ষা অনুসারে, টেলিকম সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাগুলি তাদের সব গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ৪- ৫ শতাংশ বাড়তি চার্জ করতে পারে। আবার তা না করে ১.৫ জিঝি/প্রতিদিন /৪জি প্ল্যানের ক্ষেত্রে ৩০-৩৫ শতাংশ বাড়তি চার্জ নিতে পারে। কোনও কোনও মহল আবার মনে করছেন যে সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাগুলি গ্রাহকদের টানতে ৪জির বিভিন্ন প্যাকের দাম বাড়াতে পারে। আবার টেলিকম সংস্থাগুলি ৪জি এবং ৫জির জন্য একটাই স্ট্যান্ডার্ড প্যাক রাখতে পারে। দামও হবে এক। কিন্তু ৫জি-এর গতি বেশি হবার জন্য বেশি ডেটার প্রয়োজন হবে। আর এর ফলে গ্রাহকদের ঝুঁকতে হবে বেশি দামের আনলিমিটেড প্যাকের দিকে। এক্ষেত্রে খরচ অবশ্যই বাড়বে। তবে সবকিছু নির্ভর করবে মোবাইল ব্যবহারকারীরা ৫জির দিকে কীভাবে ঝুঁকবেন তার ওপরে। বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষা বলছে যে স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের প্রায় ৯০ শতাংশ ৫জি-র পরিষেবা পেতে আগ্রহী হবেন। তবে সময়ই সব প্রশ্নের উত্তর দেবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> ৫জি কী? কেন এত হৈ চৈ। এই প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক। ১জি, ২জি, ৩জি, ৪জি, ৫জির বিষয়টি প্রযুক্তিগত। আমরা প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়ে আলোচনায় যাব না। খুব সহজভাবে বললে ৫জি হল পঞ্চম প্রজন্মের মোবাইল নেটওয়ার্ক। ১ থেকে ৪জি নেটওয়ার্কের পর এটি একটি নতুন গ্লোবাল ওয়্যারলেস, স্ট্যান্ডার্ড। ৩জি এনেছিল মোবাইল ডেটা, ৪জি সূচনা করেছিল মোবাইল ব্রডব্যান্ডের। ৫জি হল ইউনিফাইড আরও বেশি গতিসম্পন্ন সংযোগকারী।

সম্পাদকীয় পাতায় প্কাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

হিমাচল প্রদেশ নির্বাচন: ৬২টি আসনের জন্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা বিজেপির, বাদ পড়লেন ১১জন বিধায়ক

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : কংগ্রেসের পরে এবার বিজেপিও হিমাচল বিধানসভা নির্বাচনের জন্য ৬২ প্রার্থীর প্রথম তালিকা প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোর্ডের সভায় অনুমোদনের পর বুধবার সকালে বিজেপি ৬৮ জনের মধ্যে ৬২ জনের নাম ঘোষণা করে। এখন ছয় প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করা বাকি। এর মধ্যে রয়েছে এমন আসন, যেগুলোতে প্রার্থী নির্ধারণ নিয়ে তোলপাড় চলছে। দল একজন মন্ত্রী এবং ১০ জন বর্তমান বিধায়কের টিকিট কেটেছে। তাদের জায়গায় আনা হয়েছে নতুন মুখ। দুই মন্ত্রীর বিধানসভা কেন্দ্রও বদল করেছে বিজেপি হাইকমান্ড। নগরোন্নয়ন মন্ত্রী সুরেশ ভরদ্বাজকে সিমলা আরবান থেকে কুসুম্পতিতে পাঠানো হয়েছে। একইভাবে, নুরপুর থেকে বনমন্ত্রী রাকেশ পাঠানিয়া এখন ফতেপুর থেকে বিজেপি প্রার্থী হয়েছেন। বিজেপি প্রার্থীদের প্রথম তালিকায় পাঁচজন মহিলা টিকিট পেয়েছেন। চাম্বা থেকে ইন্দিরা কাপুর, ইন্দোরা থেকে রীতা ধীমান, শাহপুর থেকে সারভিন চৌধুরী, পাছাদ থেকে রীনা কাশ্যপ এবং রোহরু থেকে শশী বালা। তবে ভোরাজ বিধায়ক কমলেশ কুমারীকে এবার সুযোগ দেওয়া হয়নি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রেম কুমার ধুমালের বিধানসভা কেন্দ্র সুজনপুর থেকে ক্যাপ্টেন অবসরপ্রাপ্ত রঞ্জিত সিংকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। এর পাশাপাশি প্রাক্তন দুই প্রয়াত মন্ত্রীর ছেলেকেও টিকিট দিয়েছে দল। জয়রাম সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাধর মন্ত্রী মহেন্দ্র সিং ঠাকুরের জায়গায় তার ছেলে রজত ঠাকুরকে প্রার্থী করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার কংগ্রেসও তাদের ৪৬ প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে।

গুজরাটে দুদিনের সফরে প্রধানমন্ত্রী, গান্ধীনগরে ডিফেন্স এক্সপোর উদ্বোধন করবেন

গান্ধীনগর, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : গুজরাটের রাজধানী গান্ধীনগরে বুধবার থেকে শুরু হবে প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীর ১২তম সংস্করণ। এটি ভারতের সবচেয়ে বড় ডিফেন্স এক্সপো। এর থিম ''পাথ টু প্রাইড''। উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

জানা গিয়েছে, ১৯ ও ২০ অক্টোবর গুজরাট সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সেখানে ১৫ হাজার ৬৭০ কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হবে। বুধবার তিনি গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে ডেফএক্সপো ২০২২-র উদ্বোধন করবেন। এরপর মিশন স্কুলস অব এক্সিলেন্সের উদ্বোধনও করবেন তিনি। জুনাগড়ে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী। রাজকোটেও একাধিক প্রকল্পের সূচনা ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন তিনি। ২০ তারিখে তিনি গুজরাট থেকেই সূচনা করবেন মিশন লাইফের। এরপর কেভাদিয়ায় একটি সম্মেলনে যোগদান ও ভ্যারায় একাধিক প্রকল্পের সূচনা করবেন তিনি। গুজরাটের পরই ২১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী যাবেন উত্তরাখণ্ড সফরে। সেখানে কেদারনাথ, বদ্রীনাথ মন্দির আরতি-দর্শনের পাশাপাশি সড়ক পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনও করবেন তিনি। ২২ অক্টোবর উত্তরাখণ্ড সফর সেরে ফিরে আসবেন প্রধানমন্ত্রী। ২৩ অক্টোবর থেকে শুরু হবে উত্তর প্রদেশ সফর। অযোধ্যার রামলালার দর্শন ও পুজোপাঠ সেরে রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শন ও দীপাবলির উতটবে যোগদান করবেন মোদী। দীপাবলির দিনই অযোধ্যার শ্রীরামের রাজ্য-অভিষেক হবে। এই অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সরায়ূ নদীতে আরতি দেখে, উত্তর প্রদেশে আয়োজিত বিশাল দীপোৎসবেও অংশ নেবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অভিনন্দন জানালেন বিদায়ী কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) :বুধবার নবনির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করে অভিনন্দন জানালেন বিদায়ী কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।

কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় মল্লিকার্জুনকে এদিন সকলেই অভিনন্দন জানান। বিদায়ী কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান।

প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীও টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন মল্লিকার্জুন খার্গকে। রাহুল বলেন, কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় মল্লিকার্জুন খার্গকে অভিনন্দন। কংগ্রেস সভাপতির পদটি ভারতের গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের সময় খাড়গের বিশাল অভিজ্ঞতা এবং আদর্শিক প্রতিশ্রুতি দলের উন্নতিতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। রাহুল বর্তমানে কর্ণাটকে ভারত জোড়ো যাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ বলেন, মল্লিকার্জুন খাড়গে নির্বাচনী রাজনীতিতে ৫০ বছর পূর্ণ করেছেন। তিনি জনপ্রতিনিধি হিসেবে এবং রাজ্যে ও কেন্দ্রে মন্ত্রী হিসেবে গৌরব অর্জন করেছেন। কংগ্রেস সভাপতি পদের নির্বাচনে তাঁর বিজয় সেই শক্তিগুলির জন্য একটি বিজয় যা আদর্শিক প্রতিশ্রুতিকে ব্যক্তিগত গুরুত্বের ঊর্ধ্বে রাখে। লাইমলাইটে থাকার পরিবর্তে তিনি সর্বদা কংগ্রেস দলের স্বার্থে কাজ করেছেন।

জুনাগড়ে ৩৫৮০ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প উপহার দিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার জুনাগড়ে ৩৫৮০ কোটি টাকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এই উপলক্ষে জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, বিজেপির ডাবল ইঞ্জিন সরকারের প্রচেষ্টার কারণে গুজরাট দ্রুত গতিতে বিকাশ করছে। গুজরাট উন্নতির নতুন উচ্চতা অতিক্রম করেছে। তিনি আরও বলেন, আজ বিভিন্ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে যা আগামীদিনে লাখ লাখ নাগরিক উপকৃত হবেন। মোদী বলেন, সরকারের জোর মানুষের জীবন সহজ করার ওপর।

তিনি বলেন, জুনাগড়ের জাফরানের মিষ্টি সারা বিশ্বে বিখ্যাত। জুনাগড়, গির সোমনাথ এবং পোরবন্দর গুজরাটের পর্যটন ক্ষেত্রের শক্তি।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী মিসিং লিংক নির্মাণের পাশাপাশি উপকূলীয় মহাসড়কের উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পের প্রথম ধাপে ১৩টি জেলায় মোট ২৭০ কিলোমিটারের বেশি দৈর্ঘ্যের মহাসড়ক তৈরি করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী জুনাগড়ে দুটি জল সরবরাহ প্রকল্প এবং কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য একটি গোডাউন কমপ্লেক্স নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রধানমন্ত্রী পোরবন্দরের মাধবপুরের শ্রী কৃষ্ণ রুকমণি মন্দিরের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এছাড়াও পোরবন্দর ফিশারী হারবারে পয়ঃ নিষ্কাশন ও জল সরবরাহ প্রকল্প এবং রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিংয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। তিনি গির সোমনাথে দুটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

''পুলিশও তৃণমূলকে বাঁচাতে পারবে না'', হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স)। ''পুলিশও তৃণমূলকে বাঁচাতে পারবে না।'' বুধবার কাঁথিতে বিজয়া সম্মিলনীতে এসে এই ভাষাতেই শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকেই তৃণমূলের ''বিদায়ঘণ্টা'' বাজানোর ডাক দেন শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্যে নিয়োগ-দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোট নিয়ে শুভেন্দুবাবুর হুঁশিয়ারি, 'ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে লড়াই হবে।' এদিন কাঁথি সাংগঠনিক জেলা বিজেপি-র উদ্যোগে কাঁথিতে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। শুভেন্দুবাবু সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বক্তৃতার শুরু থেকেই রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়ান।

নিয়োগ-দুর্নীতি নিয়ে তোপ দেগে তৃণমূল সরকারকে উৎখাতের ডাক দেন। আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, 'আপনার প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। আপনাদের বয়স ৪০ পেরিয়ে গিয়েছে। আপনারা আর সরকারি চাকরি পাবেন না। আপনার পরের প্রজন্ম যাতে ধ্বংস না হয় তার জন্য প্রথম কাজ হচ্ছে তোলামূল-মুক্ত পশ্চিমবঙ্গ গড়তে হবে।'

এপ্রসঙ্গে পুলিশকে ''দলদাস'' আখ্যা দিয়ে রীতিমতো হুঁশিয়ারির সুরে বিরোধী দলনেতা বলেন, 'পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে। পুলিশই এই দলটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে। কিন্তু, বাঁচিয়ে রাখতে পারবে না। পুলিশ এই দলকে টিকিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা গুছিয়ে নিয়ে এসেছি। কিছুদিনের মধ্যেই এই পার্টি চলে যাবে।'

মালবাজারের উদ্ধারকারীদের চাকরি দেওয়ার প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তীব্র কটাক্ষ করেন শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগের সুরে তিনি বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী দ্বিচারিতা করছেন। কোথাও তিনি সরকারি স্থায়ী চাকরি আবার কোথাও অস্থায়ী সিভিক ভলান্টিয়ারের চাকরি দিচ্ছেন। এটা মানুষ মেনে নেবে না।'

"মিথ্যায় একেবারে ডিলিট করেছেন, ঘটনাক্রমে তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী", তোপ সুজনের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি স)। তিনি নন, টাটাকে সিপিএম তাড়িয়েছে। তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই মন্তব্য করার পরই শোরগোল পড়ে গিয়েছে বাংলার রাজনীতিতে। একযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরব হয়েছে সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেস।

সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী তীব্র কটাক্ষ করেন মমতাকে। তিনি বলেন, 'মিথ্যায় একেবারে ডিলিট করেছেন, ঘটনাক্রমে তিনি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। উনি যেটা বলেননি এখনও, তা হল, সিঙ্গুর থেকে টাটাকে তাড়ানোর জন্য ধর্নায় বসেছিলেন বুদ্ধবাবু। দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে বন্ধ করে দেন, যাতে কোনও ভাবেই সিঙ্গুরে কারখানা গড়তে না পারে টাটা। তার জন্য বুদ্ধবাবুর নেতৃত্বে রাজ্যের বামপন্থীরা, সাধারণ মানুষ ভাঙচুর চালান।' সিঙ্গুর থেকে বিদায় নেওয়ার সময় টাটার স্বগতোক্তিও মমতাকে স্মরণ করিয়ে দেন সুজন। তিনি বলেন, 'টাটা শুধু ভুল করে ফেলেছিল যে, ''কপালে বন্দুক ঠেকালে কী করব!'' সেটা যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কেই বলেছিল, তা বোধহয় মনে নেই ওঁর। এত প্রখর স্মৃতিশক্তি, তাও মনে নেই। এত মিথ্যা কথা বলা কারও পক্ষে সমীচীন নয়, একজন মহিলার পক্ষে তো নয়ই, যিনি আবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। বাংলার সর্বনাশ করেছেন উনি। বাংলার যুব সমাজের ভবিষ্যৎ ছিল টাটার ওই কারখানা।' প্রসঙ্গত, বুধবার শিলিগুড়িতে দবের বিজয়া সম্মিলনী অনুষ্ঠানে শিল্পায়নের প্রশ্নে সিঙ্গুর প্রসঙ্গের কথা উঠে আসে মমতার মুখে। তিনি বলেন, 'কেউ কেউ বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছেন যে আমি টাটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, এখন টাটা চাকরি দিচ্ছে। টাটাকে আমি তাড়াইনি। সিপিএম তাড়িয়েছে। আপনারা জোর করে জমি দখল করতে গিয়েছিলেন। আমরা জমি ফেরত দিয়েছি।'

বুদবুদে নালার জলে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : সড়কের পাশে নালার জলে মোটরবাইক সহ যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হল। বুধবার ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল বুদবুদের তিলডাঙা এলাকায়। পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম অচিন্ত্য বাগদী (২৫), গলসীর কাশপুরের বাসিন্দা। বুধবার সকালে তিলডাঙা- কসবা সজনীকান্ত সরনির পাশে নালার জলে পড়ে থাকতে দেখে পথচলতি মানুষ। নালার জলে ডুবে ছিল শরীর, পাশেই ছিল তার মোটরবাইকটি পড়ে। মোটরবাইকে ঝোলানো মাংসর প্যাকেট। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান রাত্রে বাজার করে বাড়ী ফিরছিল।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন এসএফআই রাজ্য নেতৃত্বরা। ছবি নিজস্ব।

বদ্রীনাথ ধামের ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি

বদ্রীনাথ, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২১ অক্টোবর বদ্রীনাথ ধামে পৌঁছেছেন।তার আগে বুধবার সকালে বদ্রিনাথ ধামে পৌঁছে ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি।

এদিন তিনি বদ্রীনাথ মন্দিরে ভগবান বদ্রী বিশালের পূজা-অর্চনা করে রাজ্যের সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি বদ্রীনাথ ধামে মাস্টার প্ল্যানের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের সাইট পরিদর্শন করার পর কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দেন। এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বদ্রী কেদার মন্দির কমিটির সভাপতি অজেন্দ্র অজয়, সহ-সভাপতি কিশোর পানওয়ার, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিমাংশু খুরানা, সিডিও ডক্টর ললিত নারায়ণ মিশ্র, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডক্টর অভিষেক ত্রিপাঠি, এসডিএম কুমকুম জোশী, বিজেপির জোশীমঠ ও বদ্রীনাথের আধিকারিকরা।

রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত, মুখ্যমন্ত্রী প্যাটেল স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী মোদীকে

আহমেদাবাদ, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার দুদিনের গুজরাটে সফরে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেল, প্রতিমন্ত্রী জগদীশ বিশ্বকর্মা, সাংসদ সিআর পাটিল এবং আহমেদাবাদের মেয়র কিরীট পারমার এদিন সকালে আহমেদাবাদ বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য প্রধান সচিব কে কৈলাশনাথন, মুখ্য সচিব পঙ্কজ কুমার, আহমেদাবাদের জেলা কালেক্টর ধবল প্যাটেল, রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক আশিস ভাটিয়া, সিনিয়র সচিব এবং আধিকারিকরাও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী ১৯-২০ অক্টোবর তার গুজরাট সফরের সময় প্রায় ১৫,৬৭০ কোটি টাকার প্রকল্পগুলির উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

টাকার দামে সর্বকালীন পতন, প্রতি ডলারে ৮৩.০২, আরও নিচে যাওয়ার আশঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি স)। দীপাবলির আগে টাকার দামে ফের রেকর্ড পতন। বুধবার প্রতি ডলারে টাকার দাম ৮৩.০২-এ গিয়ে ঠেকেছে। তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখছেন অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। দীপাবলির আগে মুদ্রাস্ফীতি আরও চরম আকার ধারণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলি চড়া হারেই সুদ সংগ্রহ চালিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।মঙ্গলবারের তুলনায় এ দিন আরও ৬৬ পয়সা পতন চোখে পড়ল টাকার দামে। কারণ মঙ্গলবার বাজার বন্ধের সময় টাকার দর ছিল ৮২.৩৬। বুধবার বাজার খোলার সময়ই টাকার দাম ৮২.৩০৬২-এ গিয়ে ঠেকে। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও নেমে হয় ৮২.৮৯৩৮। বাজার বন্ধের আগে তারও নেমে ৮২.৯৪৫০-এ এসে ঠেকে। শেষমেশ ৮৩.০২-তে গিয়ে বাজার বন্ধ হয়।

টাকার দামে লাগাতার পতন ঘটে চললেও, এতদিন টাকার দর যাতে ৮৩-তে না নামে, তার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্কও। ৮২.৪০ পর্যন্ত টাকার দাম পর্যন্ত নামলেও নামতে পারে ভেবে এগনো হচ্ছিল। তাতে ডলার কেনায় প্রভাব পড়ে। তাতেই টাকার দাম আরও দ্রুত গতিতে পড়তে থাকে। ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, দুই বেসরকারি সংস্থা অত্যধিক ডলারের দাবি করছিল। তাতেই টাকার দাম আরও পড়ে যায়।

করিমগঞ্জের ভাঙ্গায় উদ্ধার ১২ কেজি ওজনের আট ফুট দীর্ঘ অজগর

বদরপুর (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর থানাধীন ভাঙ্গায় উদ্ধার হয়েছে প্রায় ১২ কেজি ওজনের আট ফুট দীর্ঘ একটি অজগর সাপ। অজগর উদ্ধারের খবরে এলাকায় চাঞ্চল্য ও কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। আজ বুধবার সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ করে জাতীয় সড়কে ৮ ফুট দীর্ঘ অজগর সাপটি শুয়ে রয়েছে দেখতে পান জনৈক পথচারী। রাস্তার এ-পাশ-ও-পাশ জুড়ে শুয়ে ছিল বিশাল এক অজগর। কাছে যাওয়ার সাহস হচ্ছিল না কারোর। তবে অনেকেই দূর থেকে মোবাইল বের করে ছবি তুলতে থাকেন সেই অজগরের। মুহূর্তের মধ্যে খবরটি ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। শয়ে শয়ে মানুষ তাকে দেখতে জমায়েত হতে থাকেন। স্থানীয়রা খবর দেন বন বিভাগে। কিছুক্ষণের মধ্যে করিমগঞ্জ বন দফতরের বিট অফিসার ফারুক আহমেদ দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে স্থানীয়দের সাহায্যে উদ্ধার করেন অজগর সাপটি।

স্থানীয়রা জানান, জাতীয় সড়কে সাপটিকে প্রথমে শুয়ে থাকতে দেখা যায়। পরে গাড়ির শব্দ এবং রাস্তায় ঝাঁকুনির ফলে ধীরে ধীরে সড়ক থেকে লাগোয়া ঝোপের দিকে এগিয়ে যায় অজগরটি। কিন্তু কিছুটা গিয়ে ফের দাঁড়িয়ে পড়ে সাপটি। গাড়িচালক থেকে যাত্রী, কেউই সাপটিকে মারার চেষ্টা করেননি। বিট অফিসার ফারুক আহমেদ বলেন, স্থানীয়দের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে কতিপয় যুবকের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে সাপটিকে। গভীর জঙ্গল এলাকায় অজগর সাপটিকে ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটিতে সোনার নৌকা ও বিস্কুট বাজেয়াপ্ত, গ্রেফতার মহিলা

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটিতে মহানগর পুলিশের অভিযানে বাজেয়াপ্ত হয়েছে সোনার নৌকা এবং সোনার বিস্কুট। গড়চুক পুলিশ মহানগরের দাতালপাড়ায় অভিযান চালিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে জনৈক মহিলাকে।গুয়াহাটি মেট্রোর ডিসিপি দেবাশিস বরার নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে দাতালপাড়ার একটি ভাড়াঘর থেকে সোনার নৌকা ও বিস্কুটের সঙ্গে এক মহিলাকে আটক করা হয়। মহিলাটি লখিমপুর থেকে গুয়াহাটিতে বিক্রি করতে সোনাগুলি এনেছিলেন বলে পুলিশ সূত্রের খবর। ধৃত মহিলাকে গরচুক থানায় আটকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে পুলিশের সূত্রটি।

ভোটে কারচুপি! ফল ঘোষণার আগে অভিযোগ শশীর এজেন্টের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : এবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনেও কারচুপি এবং অনিয়মের অভিযোগ উঠল। ভোটের ফল প্রকাশের ঠিক আগে এই অভিযোগ তুললেন শশী থারুরের নির্বাচনী এজেন্ট সলমন সোজ। বুধবার এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন শশীর নির্বাচনী এজেন্ট। সলমন সোজ বলেন, 'কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমরা কোনও প্রেমপত্র পাঠাই না। তাছাড়া, এটি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই এ নিয়ে বেশি কথাও বলতে চাই না। কিন্তু, আমরা আমাদের উদ্বেগের বিষয়টি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।'

সূত্রের খবর, সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার একাধিক বিষয় নিয়ে আপত্তি তুলেছেন শশী থারুর। তাঁর অভিযোগ, দুই প্রার্থীকে ভোটে লড়ার জন্য সমান ক্ষেত্র দেওয়া হয়নি। প্রার্থীদের প্রচারে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের বাধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কয়েকটি জায়গায় এই আধিকারিকরাই প্রকাশ্যে মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সমর্থন করেছেন। আর তাতেই আপত্তি রয়েছে শশী থারুরের।

প্রসঙ্গত, সভাপতি নির্বাচনের ফল ঘোষিত হলেই নতুন নেতা পাবে কংগ্রেস। গত প্রায় দু''দশকে এই প্রথমবার গান্ধী পরিবারের বাইরের কোনও ব্যক্তি দলের সর্বোচ্চ নেতার পদে বসবেন। নিয়ম অনুসারে, ভোট গণনার আগেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যালট বাক্স নিয়ে এসে সেগুলি খুলে ফেলা হবে। সমস্ত রাজ্যের ভোট মিশিয়ে ফেলা হবে। তারপর গণনা সেরে ভোটের ফল প্রকাশ্যে আনা হবে।

নিয়ন্ত্রণে সংক্রমণ, ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২ হাজার

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : প্রতিদিনই নতুন করে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকে। তবে সেই সংখ্যাটা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন প্রায় ২ হাজার জন। যার মধ্যে বাংলায় সংক্রমিত হয়েছেন শতাধিক।

দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে কোভিড পজিটিভ হয়েছেন ১৯৪৬ জন। মঙ্গলবার যা ছিল দেড় হাজার। একদিনে মহামারীর কবল থেকে সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৪১৭ জন। শতকরা হিসেবে ৯৮.৭৬ু। আর অ্যাকটিভ কেস কমে দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৬ হাজারে কম। মঙ্গলবার ২৬ হাজারের বেশি ছিল এই সংখ্যা। দেশে এই মুহূর্তে পজিটিভিটি রেট ০.৭৫ শতাংশ। মহামারীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে টিকাকরণ চলছে জোরকদমে। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখান অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত দেশে ২১৯ কোটি ৪১ লক্ষের বেশি টিকার ডোজ দেওয়া হয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টাতেই ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৮৭ ডোজ পেয়েছেন দেশবাসী। এদিকে বাংলায় নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ১১৬ জন। ফলে রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২১ লক্ষ ১৭ হাজার ২০৬ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৯৩ জন। রাজ্যে সুস্থতার হার দাঁড়িয়েছে ৯৮.৯২ শতাংশ। মহামারী প্রাণ কেড়েছে ২১ হাজার ৫২৪ জনের। যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে ১ জনের। এ মুহূর্তে বাংলার পজিটিভিটি রেট ১.৭৫ শতাংশ।

অসম পুলিশের চাকরিতে ভুয়ো কম্পিউটার সার্টিফিকেট, গ্রেফতার ১১ জন প্রার্থী

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : অসম পুলিশের নিযুক্তিতে কম্পিউটারের ভুয়ো সার্টিফিকেট দাখিল করার অভিযোগে গ্রেফতারের সংখ্যা এ পর্যন্ত বেড়ে হয়েছে ১১। গতকাল মঙ্গলবার এই মামলায় পুলিশ আট চাকরিপ্রার্থীকে গ্রেফতার করেছিল। আজ বুধবার আরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

আজ যাদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাদের মুস্তাফিজুর রহমান, আতিকুর রহমান এবং অলিউল্লাহ বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

উল্লেখ্য, অতি সম্প্রতি রাজ্য পুলিশের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কম্পিউটারের ভুয়ো সার্টিফিকেট দাখিল করেছিল ওই সব চাকরিপ্রার্থী। প্রার্থীদের নথিপত্র যাচাই করতে গিয়ে বিষয়টি নজরে আসে নিয়োগ কর্তৃপক্ষের। এর পর রাজ্য পুলিশ মামলাটি সিআইডিকে হস্তান্তর করে। মামলা হাতে নিয়ে ধরপাকড় শুরু হয়। সিআইডির দল ধুবড়ি, বরপেটা, নলবাড়ি, কোকরাঝাড়, বঙাইগাঁও, কাছাড়, হাইলাকান্দি, করিমগঞ্জ, লখিমপুর, শোণিতপুর, ডিব্রুগড় প্রভৃতি জেলায় ইতিমধ্যে বিভিন্ন কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে অভিযান চালিয়েছে। অভিযুক্ত চাকরিপ্রার্থীরা যে সব ইনস্টিটিউট থেকে সার্টিফিকেট সংগ্রহ করেছে, সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউটের ইনচার্জ বা দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর সই ইত্যাদি পরীক্ষা করে সেগুলো ফরেনসিক লেবরেটরিতে পাঠিয়েছে সিআইডি। ফরেনসিক লেবরেটরির রিপোর্ট হাতে আসার পর আরও বহু ভুয়ো কম্পিউটার সার্টিফিকেট দাখিলকারীর গ্রেফতার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

দরপুরে ট্রিপার-অটো সংঘর্ষ, আহত চার, সংকটজনক এক

বদরপুর (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বদরপুরে সংঘটিত এক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন চার যাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে আজ বুধবার দুপুরে। বদরপুরের শাহ আদম খাকি রোড কোণাপাড়ায় দুর্ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, আজ দুপুরে বদরপুর থেকে এএস ১১ ওসি ৭৬৫৫ নম্বরের একটি ট্রিপার (ডাম্পার) করিমগঞ্জ অভিমুখে যাচ্ছিল। কিন্তু শাহ আদম খাকি রোডে বাগোয়া থেকে আগত এএস ১০ এ ৭০৯৭ নম্বরের এক যাত্রীবাহী অটো রিকশার সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় ট্রিপারের। এতে গুরুতর আহত হন অটো রিকশার চালক সহ তিন যাত্রী। এর মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটজনক বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরাদুর্ঘটনার সঙ্গে আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যান নিকটবর্তী শ্রীগৌরী হাসপাতালে। ইত্যবসরে খবর পেয়ে অকুস্থলে ছুটে আসে বদরপুর থানার পুলিশ। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়ি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। হিন্দুস্থান সমাচার / স্নিগ্ধা / সমীপ

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দৌড়ের সময় হার্ট অ্যাটাকের কারণ এবং করণীয়

শারীরিক অনুশীলনের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি অভ্যস্ত যেটিতে সেটি হচ্ছে দৌড়। একদম ছোট থেকে শুরু করে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই ব্যায়াম বলতে দৌড়ানোকেই বুঝে থাকেন। প্রতিদিন সকাল এবং সন্ধ্যায় উদ্যানগুলোতে তাই তাদের ব্যস্ত দেখা যায় এ অনুশীলনটিতে। বিশেষজ্ঞরাও এ ব্যাপারে ইতিবাচক পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

কিন্তু এই দৌড়ের সময় দেহের ভেতর যে কার্যকলাপ ঘটে তার উপকারিতার পাশাপাশি রয়েছে ভয়ানক কিছু অপকারিতাও। বিশেষত দৌড়ের সময় তরুণ, মধ্য বয়স্ক ও বার্ধক্য-পীড়িত লোকের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থাকে। আজকের ফিচারটিতে তার কারণের পাশাপাশি জানা যাবে এই ঝুঁকি কমাতে করণীয়গুলো সম্পর্কে।

দৌড়ের সময় দেহের অভ্যন্তরে ঘটিত কার্যকলাপ

দৌড়ের সময় মস্তিষ্ক ও দেহের পেশিগুলোতে অক্সিজেন পাঠানোর উদ্দেশ্যে শরীরের মাধ্যমে রক্ত দ্রুত পাম্প করার সঙ্গে সঙ্গে হৃদস্পন্দনের গতি বাড়তে থাকে।

গতির সর্বোচ্চ অবস্থায় শরীর এন্ডোরফিন নামক এক ধরনের হরমোন নিঃসরণ করে। এন্ডোরফিন দৌড়ের সময় পেশিগুলোতে ব্যথা হতে দেয় না এবং মেজাজ উন্নত রাখে।

দৌড়ানোর সময় শুধু পা নয়; কাজ করে গোটা শরীর। প্রথম পদক্ষেপ ফেলার মুহূর্তে দেহের কোয়াড্রিসেপ অর্থাতউরুর সামনের বড় পেশিগুলো সবচেয়ে বেশি কাজ করে। শরীর এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোয়াড্রিসেপ থেকে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশিতে স্থানান্তরিত হয়। পায়ের গোড়ালি থেকে ওপরের দিকে এবং হাঁটুর পেছন থেকে একটু নিচের অংশ যাকে পায়ের গুল বলা হয়। এই গুলের চামড়ার নিচেই থাকে গ্যাস্ট্রোকনেমিয়াস পেশি।

দৌড়ের সময় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকির কারণ

দৌড়বিদদের প্রায় ২৫ শতাংশের কার্ডিওমায়োপ্যাথির ঝুঁকিতে থাকতে পারে, যা মূলত হৃতিণ্ডের পেশির একটি রোগ। এর ফলে হৃদপিণ্ডের জন্য শরীরের বাকি অংশে রক্ত পাঠানো কঠিন হয়ে যায় এবং যার চূড়ান্ত ফল হার্টফেল।

এ ধরনের দৌড়বাজদের ক্ষেত্রে ডান অলিন্দ এবং ডান ভেন্টিকল প্রসারিত হয়। হৃদপিণ্ডের ট্রোপোনিন পেশীর সক্রিয়তা এবং হৃদপিণ্ড নিঃসৃত বি-টাইপ নেট্রিউরেটিক পেপটাইড পদার্থের বৃদ্ধি সেই প্রসারিত কুঠুরিতে একটি অস্থায়ী আঘাতের কারণ হয়। টানা ৩ থেকে ৫ ঘণ্টা দৌড়ে সেই পেপটাইডের পরিমাণ পাতলা কুঠুরির তুলনায় অতিরিক্ত হয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে এই ক্ষতির পুনরাবৃত্তি ঘটলে হৃদপিণ্ডের পেশিতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়, যা আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এ ছাড়া রেসিংয়ের উত্তেজনা এবং চাপ হৃদযন্ত্রে সঞ্চালিত হয়। দৌড়বিদ যখন তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা অতিক্রম করেন এবং ভারসাম্যপূর্ণ হার্ট-রেট ছাড়িয়ে যান, তক্ষুণি চাপ পড়ে হৃদযন্ত্রে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় হৃদস্পন্দন, যা ক্রমাগত কার্ডিয়াক অ্যারেস্টের দিকে নিয়ে যায়।

দৌড়ের সময় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমাতে করণীয়

রেসের আগে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ নেওয়া

পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছাড়া দৌড়ানো সবচেয়ে বড় ভুল। প্রথমেই চিকিতকের কাছ থেকে দৌড়ের জন্য শারীরিক যোগ্যতার পরীক্ষা করে নিতে হবে। ছাড়পত্র পেলে তবেই একজন যোগ্য প্রশিক্ষকের সঙ্গে দৌড়বিদদের দলে যোগ দেওয়া যেতে পারে। শুরুটা হতে হবে অবশ্যই ধীরে ধীরে। দৌড়ের সময় বুকে ব্যথা বা শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হলে সেখানেই সেদিনের জন্য প্রশিক্ষণ থামিয়ে দিতে হবে। প্রশিক্ষণের শুরু থেকেই প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা যাবে না। প্রশিক্ষণে সহনশীলতা এবং অধ্যাবসায় দীর্ঘমেয়াদে হার্ট অ্যাটাক হওয়ার সামগ্রিক ঝুঁকির মাত্রা কমাতে সাহায্য করবে। রেসে যাওয়ার আগ মুহূর্তে ওয়ার্ম-আপ ও কিছু টেস্ট

চূড়ান্ত রেসে যাওয়ার আগে, ট্রেডমিলে বা অন্য জায়গায় হাল্কা ওয়ার্ম-আপ করে নেওয়া উচিত। স্ট্রেস, কার্ডিওলজি, ইকোকার্ডিওগ্রাফি এবং আলট্রাসাউন্ড টেস্টগুলো করে নিতে হবে। এগুলো বিশদ স্বাস্থ্য মূল্যায়ন যেমন রক্তে শর্করার মাত্রা, রক্তচাপ, কার্ডিয়াক চেক-আপ, লিপিড নম্বর প্রভৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া যাবে। রেসের জন্য আরামদায়ক পোশাক পরা আবশ্যক। ছোট শারীরিক সমস্যাকেও গুরুত্ব সহকারে নেওয়া দৌড়ানোর সময় বুকে অস্বস্তি, মাথা ঘোরা, ব্যথা বা শ্বাসকষ্ট স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড় বন্ধ করে দিয়ে চিকিতা নিতে হবে। প্রাথমিক সতর্কতা যে কোনো খারাপ দিকে মোড় নেওয়া থেকে রক্ষা করতে পারে। অপরদিকে এই ধরনের উপসর্গ থাকা সত্ত্বেও রেসে যোগ দেওয়াটা জীবনের জন্য হুমকি হতে পারে।

শরীরকে জল শূন্যতা থেকে দূরে রাখা

দৌড়বিদকে অতিরিক্ত গরম বা হাইপারথার্মিয়া এড়াতে পর্যাপ্ত জল পান করা উচিত। মাঝে মাঝে মাথা ও সারা শরীরে জল ঢালা উত্তম। ডিহাইড্রেশন এবং লবণের ক্ষতি এড়াতে দৌড়ানোর সময় উপযুক্ত তরল এবং লবণ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর অন্তর কিছু না কিছু খাওয়া উচিত। দৌড়ের আগে অবশ্যই চর্বি ও কোলেস্টেরল যুক্ত খাবার পরিহার করা উচিত। গলা যেন শুকিয়ে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। শীতকালে জল শূন্যতার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

দৌড়ের আদর্শ মান

প্রতি সপ্তাহে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক লোকে দৌড়ের জন্য আদর্শ দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ১৫ থেকে ২০ মাইল। আর ধৈর্য ধরে পুরোটা পথ এক টানা দৌড়ানোর চেয়ে গতি পরিবর্তন করে করে দৌড়ানো হৃদপিণ্ডের জন্য স্বাস্থ্যকর।

দৌড় পরবর্তী প্রয়োজনীয় চেক-আপ কার্ডিওমায়োপ্যাথির সঙ্গে দৌড়বাজের বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক অবস্থা বা দৌড়ের গতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। তাই ঝুঁকির মাত্রার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার একমাত্র উপায় কার্ডিয়াক এমআরআই করা এবং দৌড়ের শেষে রক্ত পরীক্ষা করা।

শেষাংশ

ভারসাম্যপূর্ণভাবে পরিমিত পরিমাণে দৌড়ের অনুশীলন দৌড়ের সময় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে। মূলত এটি প্রতিটি ব্যায়ামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পরিমিত পরিমাণে সঠিক সুষম খাদ্য গ্রহণ যেমন দেহের জন্য উপকারী ঠিক তেমনি অতিরিক্ত ও অনিয়মিত দৌড়াদৌড়িতে হীতে বিপরীত হতে পারে। দিন দিন পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে খাদ্যে ভেজাল বৃদ্ধির কারণে স্বাস্থ্যের প্রতি আলাদাভাবে সতর্ক হতে হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, তা করতে গিয়ে যেন স্বাস্থ্যের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দেওয়া না হয়।

ডায়াবেটিসের রোগী, এ দিকে রোজ নিয়ম করে বিয়ার না খেলে ঘুম হয় না?

বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান ডায়াবেটিস। নিঃশব্দ ঘাতকের মতোই তা থাবা বসাচ্ছে সমাজের অন্দরে। প্রতিদিন নতুন করে প্রচুর মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। সেই তালিকায় যেমন ছোটরা রয়েছে তেমনই রয়েছে যুবরাও। তবে ডায়াবেটিসের কোনও স্থায়ী নিরাময় নেই। এমনকী এইরোগের সঠিক কারণও এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। ডায়াবেটিসের কোনও স্থায়ী নিরাময় নেই।

ওষুধ, ডায়েট ইত্যাদির মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায় মাত্র। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন হরমোন তৈরি হয়। যখন এই হরমোন প্রয়োজনের তুলনায় কম উতন্ন হয় তখনই রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়। ডায়াবেটিসের জন্য অনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা আর অতিরিক্ত ফাস্টফুড খাওয়াকেই দায়ী করছেন চিকিতকেরা। সেই সঙ্গে শারীরিক কোনও পরিশ্রম নেই। যে পরিমাণ ক্যালোরির খাবার খাওয়া হয় তার পুরোটাই জমা হয়ে যায় শরীরে। আর তাই একমাত্র ডায়েটই পারে সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে।

আর তাই ডায়াবেটিস আক্রান্তদের খাবার ও পানীয়ের প্রতি বিশেষ যত্ন নিতে হয়। ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য বিয়ার বা অ্যালকোহল আদৌ কি স্বাস্থ্যকর?

ডায়াবেটিসে ডায়েট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যালকোহলে সুগার বাড়ে। বলা ভাল হাইসুগারের সম্ভাবনাই বেশি থাকে। অ্যালকোহল যে শুধুমাত্র সুগার বাড়ায় তাই নয়, সেই সঙ্গে ওজনও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। কারণ বিয়ারের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ ক্যালোরি থাকে।

যাঁদের পারিবারিক ইতিহাসে ডায়াবেটিসের রয়েছে তাঁদের টাইপ ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্তের সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি। এছাড়াও যাঁদের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় বেশি তাদের ক্ষেত্রেও থেকে যায় ডায়াবেটিসের সম্ভাবনা। আর তাই অ্যালকোহল খেলেও পরিমাণ ঠিক রেখে খান। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে ১৪ ইউনিটের বেশি বিয়ার খাওয়া একেবারেই ঠিক নয়। পুরুষ এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে এই একই নিয়মই প্রযোজ সপ্তাহে তিনদিন বিয়ার খেলে প্রতিদিন ১ ক্যানের বেশি একেবারেই নয়।

অ্যালকোহল এবং হাইপোগ্লাইসেমিয়া

সুগার নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইনসুলিন বা নির্দিষ্ট ডায়াবেটিসের ওষুধ যেমন সালফোনাইলুরাস ব্যবহার করলে হাইপোগ্লাইসেমিয়া হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আর তাই যাঁদের রকিতে শর্করার মাত্রা কম থাকে হঠাতঅ্যালকোহল খেলে সেই মাত্রা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেই সঙ্গে অ্যালকোহল লিভারের কার্যকারিতাকে বাধা দেয়। আর তাই চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া অ্যালকোহল একেবারেই খাবেন না। এতে বাড়তে পারে বিপদ। সুগার যদি বাড়ার দিকে থাকে তাহলে তো একেবারেই নয়।

খালি পেটে অ্যালকোহল আরও ক্ষতিকারক

খালি পেটে বিয়ার বা অ্যালকোহল খেলে হুড়মুড়িয়ে বাড়তে থাকে সুগারের মাত্রা। আর তাই ভুলেও খালি পেটে অ্যালকোল নয়। প্রয়োজনে কিছু খাবার খেয়ে তারপর খান। খালি পেটে বিয়ার খেলে ২৪ ঘন্টা ধরে বাড়তে পারে সুগার। তাই এই ভুল একেবারেই নয়। সেই সঙ্গে আসতে পারে ওবেসিটির সমস্যাও।

মাথা ব্যথায় ঘন ঘন অ্যাসপিরিন খাচ্ছেন কি

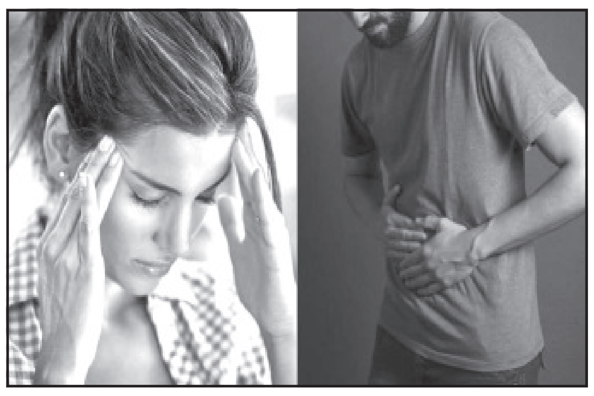

মাইগ্রেন, সাইনাস, জ্বর-সর্দি-কাশি নানা কারণে মাথা ব্যথার সমস্যা দেখা যায়। অনেক সময় মানসিক চাপও মাথার যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়াও রক্তচাপের সমস্যা কিংবা অন্যান্য শারীরিক জটিলতার কারণে মাথাব্যথার উপসর্গ দেখা দেয়। কিন্তু পেটের সমস্যার জন্য মাথার যন্ত্রণা হতে পারে-এটা কখনও ভেবে দেখেছেন?

বিশেষজ্ঞদের মতে, পেটের সমস্যা (ছন্ঠদ্রদ্বথত্বজ্ঞন্দ্রত্ননত্রদ্ব) এবং মাথা ব্যথার মধ্যে যোগসূত্র রয়েছে। মাইগ্রেনের সমস্যায় বমি বমি ভাব এবং বমি হওয়া খুব সাধারণ লক্ষণ। একই ভাবে, গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যায় মাথা ব্যথার উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বিশেষত দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকলে কিংবা পেটে গ্যাস বা অ্যাসিডিটি তৈরি হলে মাথা ব্যথার সমস্যা দেখা দিতে পারে। পেটের সমস্যা দেখা দিলে তখন শরীরের বিভিন্ন জায়গায় প্রদাহ তৈরি হয়। একইভাবে, দীর্ঘক্ষণ পেট খালি থাকলে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। অনেকেই খিদের কারণে মাথা ধরে যাওয়া, মাথা টিপ টিপ করার মতো উপসর্গ অনুভূত করেন। দীর্ঘক্ষণ খালি পেটে থাকলে পেটে অ্যাসিডিটি বা গ্যাস তৈরি হয়। এর কারণে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। গবেষণায় দেখা গিয়েছে, যাঁরা নিয়মিত অ্যাসিড রিফ্লাক্স, ডায়ারিয়া, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং বমি বমি ভাবের সমস্যার সম্মুখীন হন, তাঁদের মধ্যে মাথার যন্ত্রণার সমস্যা বেশি দেখা যায়।

গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা থেকে মাথা ব্যথা ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম, সিলিয়াক ডিজিজ, ইনফ্লেমটরি বাওয়েল সিনড্রোম, ডিসপেপসিয়ার মতো একাধিক সমস্যা ডেকে আনে। যদিও এই গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা এবং মাথার যন্ত্রণার পিছনে আমাদের দৈনন্দিন কিছু অভ্যাস দায়ী। দীর্ঘক্ষণ পেট খালি রাখার পাশাপাশি অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া, শরীরচর্চা না করা, দীর্ঘক্ষণ এক জায়গায় বসে কাজ করা, পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমের অভাব, খাবার চিবিয়ে না খাওয়া ইত্যাদি সরাসরি হজম স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলে। এখান থেকেই তৈরি হয় গ্যাস্ট্রোইনটেস্টাইনাল সমস্যা এবং মাথার যন্ত্রণা।

অনেক সময় আবার শরীরে হরমোনের ভারসাম্যহীনতাও পেটের হজমের সমস্যা তৈরি করে। হিস্টামিন ও সেরেটোনিন হরমোনের তারতম্য ঘটলে গ্যাসের সমস্যা দেখা দেয় যা সরাসরি মাথা ব্যথা তৈরি করে। আবার মানসিক চাপ হজমের সমস্যা এবং মাথা ব্যথা দুটোই তৈরি করে। অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘক্ষণ পেটে খালি রাখলে রক্তে শর্করার মাত্রা কমে যায়, যা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য মারাত্মক। এই অবস্থাতেও মাথার যন্ত্রণা দেখা দিতে পারে। সুতরাং, মাথা ধরেছে বলেই মুঠো মুঠো অ্যাসপিরিন খাওয়ার কোনও অর্থ দাঁড়ায় না। এর চেয়ে ঠিক কোন কারণে ঘন ঘন মাথা ব্যথা হচ্ছে সেই দিকে খেয়াল রাখা জরুরি। দীর্ঘক্ষণ পেট খালি রাখবেন না। বদহজমের সমস্যা এড়াতে সুষম আহার করুন। আর যদি অন্য কোনও কারণে ঘন ঘন মাথা ব্যথা দেখা দেয় তাহলে দ্রুত চিকিতকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

লোভে ম্যারেজ নাকি অর্ধাঙ্গে ম্যারেজ ! কোন বিয়েতে বেশি সুখী

অজানা-অচেনা মানুষকে হুট করে বিয়ে করতে নারাজ থাকেন অনেকেই। আবার দীর্ঘদিনের চেনা মানুষটির সঙ্গেও বিয়ের পর বিবাহবিচ্ছেদ হতে পারে।

এমনও জুটি আছেন, যাদের রীতিমতো সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে কিন্তু তারা আগে হয়তো একে অন্যকে চিনতেন না। তবে বিয়ের পর সম্পর্কে কোনোদিন ভাঙন ধরেনি!

আসলে দাম্পত্য জীবন নিয়ে আগে থেকেই কোনো ধারণা করা উচিত নয়। সবাই সুখী হতে চায়, কেউ সুখী হয়; কেউ হয় না। তবে লাভ ম্যারেজ হওয়ার পর দাম্পত্য কলহ বা বিচ্ছেদের বিষয়টি সবারই নজর কাড়ে।

এজন্য গুরুজনেরা বলে থাকেন, প্রেমের বিয়ে টিকবে না! কেউ কিন্তু বলে না অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ টিকবে না! বরং গুরুজনেরাই উপদেশ দিয়ে থাকেন, সম্বন্ধের বিয়ে স্থায়ী হয়। অনেকেই ভেবে থাকেন, তাহলে কোন বিয়েতে সুখী হওয়া যায় লাভ না-কি অ্যারেঞ্জ?

যেভাবেই বিয়ে হোক না কেন সুখী দাম্পত্য জীবন উপভোগ করতে মেনে চলতে হবে কয়েকটি টিপস-সম্বন্ধ করে বিয়ে ঠিক হলেও আগে কয়েক বছর চুটিয়ে প্রেম করুন। এতেই বুঝতে ও চিনতে পারবেন পরস্পরকে। এর ধারণা পাবেন, বিয়ের পরে আপনাদের সম্পর্কটা কেমন হবে।

দু’’জন আলাদা মানুষ যখন একসঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন; তখন পরস্পরের পছন্দ-অপছন্দ মেনে নিয়ে চলতে হবে। একে অন্যের সঙ্গে ভালোভাবে মিশে বিয়ে করলেও মনে রাখা জরুরি, আপনি যেমন আপনার সঙ্গী তেমন নাও হতে পারেন!

লাভ ম্যারেজের ক্ষেত্রে একটি বিষয় মাথায় রাখুন, বিয়ের আগে ও পরে কিন্তু পরিস্থিতি বদলায়। বিয়ের আগে যদি প্রেমিক আপনাকে সারাদিন ফোন করত কিন্তু বিয়ের পর যখন সে দিনে ২ বার ফোন করবে; তখন বিষয়গুলো মানিয়ে না নিলেই কলহ হবে।

প্রেমের সময় অনেকেই সঙ্গীকে নানাভাবে সুখী করার স্বপ্ন দেখায়। লাভ ম্যারেজের পর দেখা যায় সেসব আর ঘটে না; তখন সঙ্গী সেগুলো মনে করিয়ে দিয়ে কলহ সৃষ্টি হতে পারে। তাই লাভ ম্যারেজ করার আগে বিষয়গুলো নিয়ে একবার ভেবে দেখবেন।

শাহরুখ না থাকলে মুক্তিই পেত না ‘কভি হা কভি না’!

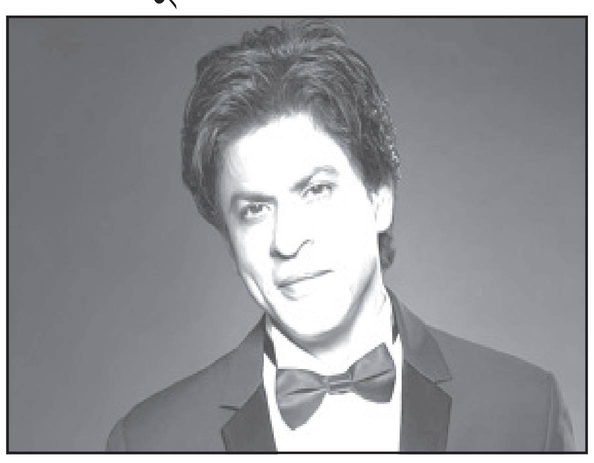

শাহরুখ খান অভিনীত ‘কভি হা কভি না’ ছবিটি মুক্তি পায় ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। শাহরুখ ছাড়াও এই ছবিতে নাসিরুদ্দিন শাহ, জুহি চাওলা, সতীশ শাহ-সহ একাধিক তারকাকে দেখেছিল দর্শক। বিশেষত এই ছবির গান বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। ছবি মুক্তির পর পরিচালক কুন্দন শাহ দর্শকের নজর কাড়লেও পথ ততটাও মসৃণ ছিল না। জানেন কি শাহরুখ না থাকলে মুক্তিই পেত না এই ছবিটি? নানা বাধা পেরিয়ে শ্যুটিং হওয়ার পর ছবির মুক্তি নিয়ে বেজায় সমস্যায় পড়েছিলেন পরিচালক। তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন কিং খান। এক সাক্ষাতারে ছবি মুক্তির সেই গল্পই বলেছেন পরিচালক। তিনি বলেন, শাহরুখ নিজে কিনেছিলেন ছবিটি। তার পর মুক্তি পায় ‘কভি হা কভি না’। এটা একটা অন্য ধরনের যাত্রা ছিল। প্রতি দিন অনিশ্চয়তায় কাটত। ছবি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত টাকা পর্যন্ত ছিল না। তিনি আরও যোগ করেন, নতুনদের নিয়ে এমন একটা যুদ্ধ জয় করা সত্যিই খুব কঠিন ছিল। ২৮ বছর হয়ে গেল মুক্তি পেয়েছে এই ছবি। এখনও এই ছবি ভোলেননি দর্শক। শাহরুখ না কিনলে যেমন এই ছবি মুক্তি পেত না। তেমনই এই ছবির জন্য খরচ হওয়া কোটি টাকা আবার ফিরে পেতে কিং খানের সময় লেগেছিল প্রায় ১০ বছর।

কাদামাটিতে খেলতে দিন আপনার শিশুকে

আমরা যতই নিজেদের শিশুকে কাদামাটি থেকে দূরে রাখি না কেন, তাতে কিন্তু আখেরে তাদেরই ক্ষতি করছি আমরা। শিশুদের চুম্বকের মতো আকৃষ্ট করা কাদায় রয়েছে তাদের সুস্থ রাখার গুণাগুণ। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কাদামাটিতে খেললে পোশাকের জাতকূল অক্ষুণ না থাকলেও ক্ষেত-খামারে দৌড়ে বেড়ানো, গাছে চড়া কিংবা খোলা পরিবেশে খেলাধুলা শিশুর জন্য আশীর্বাদ।

বাইরের ময়লা শরীরের প্রয়োজনীয় অণুজীবের সঙ্গে মিশে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিতে পারে। এমনকি অ্যালার্জি, হাঁপানি, বিষণতা ও উদ্বেগসহ বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে দেয়াল তৈরি করে। আমাদের মস্তিস্ক প্রাকৃতিক পরিবেশে বিকশিত হয় সবচেয়ে বেশি। কেননা মানুষের মনোজগতের বড় অংশ প্রকৃতি দখল করে থাকে। প্রাকৃতিক দৃশ্য মানসিক প্রশান্তিতে সাহায্য ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত মস্তিস্ককে সহজেই রিচার্জ করে। এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মনোযোগ-ঘাটতির (এডিএইচডি) শিকার শিশুরা পার্কে ২০ মিনিটের হাঁটার পরে দ্রুত মনোনিবেশ করতে পারছে। শহরের রাস্তায় ২০ মিনিট হাঁটার চেয়ে ঘাস ও গাছের সান্নিধ্যে থাকাটা তাদের মনে দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। এমন শিশুকে সুস্থ করতে নিরাপদ ও সহজলভ্য এই জাতীয় প্রকৃতির ডোজ ব্যবহার করার পরামর্শ দেন গবেষকরা। ইতালির পালের্মো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক ফ্রান্সেস্কো ভিত্রানো বলেন, কাদা বা বালির মতো উপকরণ দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির খেলনা তৈরির চেষ্টা শিশুদের মস্তিস্কের কার্যকারিতা বিকাশে সাহায্য করে। এ ছাড়া আউটডোর গেম এক ধরনের ব্যায়াম। আর বড় খোলা জায়গায় বিচরণ করলে শক্তি ও সহনশীলতা তৈরি হয়।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের একাংশ ক্ষোভ প্রকাশ করছেন একটি অংশের আমরণ অনশন আন্দোলন নিয়ে। ছবি নিজস্ব।

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়েছে ভারতের ট্রানজিট কনটেইনারবাহী জাহাজ

মনির হোসেন,ঢাকা,১৯ অক্টোবর।। ভারতের মেঘালয় থেকে বাংলাদেশের সড়ক পথে আসা ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রানজিট কন্টেইনার নিয়ে এমভি ট্রান্স সামুদেরা জাহাজ চট্টগ্রামবন্দর ছেড়েছে।

বুধবার সকালে জাহাজটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য আসামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে। এর আগে গত ৭ সেপ্টেম্বর জাহাজটি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছায়। দুই দেশের মধ্যে চুক্তির কারণে ভারতের উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলোতে পণ্যের ট্রানজিট/ট্রান্সশিপমেন্ট পরিবহনের খরচ এবং সময় উভয়ই কমবে। এটি বাংলাদেশের লজিস্টিকস এবং সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রির (বিমা, পরিবহন এবং ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি) জন্য অর্থনৈতিক লাভও সৃষ্টি করবে। কেননা, ট্রান্সশিপমেন্টের জন্য শুধুমাত্র বাংলাদেশের ট্রাক ব্যবহার করা হবে।

ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন জানায়, কার্গোর এ চলাচল ২০১৮ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত পণ্য পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম এবং মোংলাবন্দর ব্যবহার করার চুক্তিটি কার্যকর করার জন্য ট্রায়াল রানের অংশ। এ ট্রায়াল রান টাটা স্টিল এবং সিজে ডার্কল লজিস্টিকস লিমিটেড ডাউকি-তামাবিল-চট্টগ্রাম রুটে পরিচালনা করছে। ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরের সময় চুক্তিটি কার্যকর করার জন্য একটি 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি)' সই হয়েছিল। এই চুক্তির অধীনে চট্টগ্রাম-আখাউড়া-আগরতলা রুটে প্রথম ট্রায়াল রান ২০২০ সালের জুলাই মাসে সফলভাবে পরিচালিত হয়েছিল। তখন চারটি কন্টেইনার, দুটি টিএমটি স্টিল এবং শস্যদানা, কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে আইসিপি আগরতলায় পাঠানো হয়েছিল। চুক্তির অধীনে পণ্য পরিবহনের জন্য আটটি অনুমোদিত রুট রয়েছে। এগুলো হলো চট্টগ্রাম ও মোংলাবন্দর থেকে আখাউড়া হয়ে আগরতলা, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে তামাবিল হয়ে ডাউকি, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে শেওলা হয়ে সুতারকান্দি, চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর থেকে বিবিরবাজার হয়ে শ্রীমন্তপুর এবং এর বিপরীতে চারটি রুটে।

এ ট্রায়াল রানটি চুক্তির অধীনে সব অনুমোদিত রুটে সব ট্রায়াল রানের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে। মোংলা-তামাবিল-ডাউকি, মোংলা-বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর এবং চট্টগ্রাম-শেওলা-সুতারকান্দি রুটে ট্রায়াল রানগুলো পরিচালিত হয়। ট্রায়াল রানের এই সমাপ্তির পরে, চুক্তির অধীনে পণ্যের নিয়মিত চলাচলকে কার্যকর করার জন্য বাংলাদেশ সরকার এখন প্রয়োজনীয় স্থায়ী আদেশ ও বিজ্ঞপ্তি জারি করবে। গত সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে যে প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছিল, তা বাস্তবায়নে এটি একটি অগ্রসর পদক্ষেপ বলেও উল্লেখ করেছে ভারতীয় হাইকমিশন।

বৃহস্পতিবার উদ্বোধন 'এক দীপ রাষ্ট্র কে নাম' তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এ বছর ১৫ আগস্ট লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে "পঞ্চ পণ" সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষিক সংবাদ সংস্থা এটিকে স্মরণে রেখে ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টসের সঙ্গে "দীপোৎসব: পঞ্চ পণ" অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আগামীকাল ২০ অক্টোবর বৃহস্পতিবার এটি উদ্বোধন করা হবে। বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও বিচারক এস. গুরুমূর্তি অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন এবং উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টসের সভাপতি তথা হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষিক সংবাদ সংস্থার গ্রুপ এডিটর পদ্মশ্রী রাম বাহাদুর রাই। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানটি ২২ অক্টোবর শেষ হবে।

কেরলের গভর্নর আরিফ মহম্মদ খান ২১ অক্টোবর শুক্রবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। প্রখ্যাত কথক অতুল কৃষ্ণ ভরদ্বাজ, মহামণ্ডলেশ্বর অনন্ত শ্রী মা যোগেশ্বরী ইয়েতি জি (শ্রী পঞ্চ দশনম জুনা আখড়া), চিন্ময় মিশন ট্রাস্টের আচার্য প্রকাশানন্দ এবং জম্মু ও কাশ্মীর ক্লাস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডঃ বেচন লাল জয়সওয়াল সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকবেন।

আগামী ২২ অক্টোবর অনুষ্ঠানের তৃতীয় তথা শেষ দিনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ প্রবীণ নেতা ইন্দ্রেশ কুমার প্রধান অতিথি এবং রাজ্যসভার সাংসদ পদ্মবিভূষণ ডক্টর সোনাল মানসিংহ অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রধান সুনীল আম্বেকর।

"পঞ্চ পণ" নিয়ে রাজধানী দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী ন্যাশনাল সেন্টার ফর আর্টসে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে প্রতিদিন ৭,৫০০টি প্রদীপ জ্বালানো হবে। অনুষ্ঠানের মূলমন্ত্র হল "এক দীপ রাষ্ট্র কে নাম"। এই কর্মসূচিতে প্রতিদিন অনেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, সাংসদ, বিভিন্ন দলের বরিষ্ঠ নেতারা উপস্থিত থাকবেন এবং রাষ্ট্রের নামে প্রদীপ জ্বালবেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে কারিগরদের বাড়ি, লোকগান, গোবর দিয়ে তৈরি ল্যাম্প স্টল, গোয়ার লোক ঐতিহ্যে প্রদীপ নৃত্য পরিবেশন, পঞ্চ পণের চিত্রাঙ্কন, রঙ্গোলি ও কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন হবে। তবে পঞ্চ পণের প্রদর্শনী হবে আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্র।

বঙাইগাঁও জেলার যোগীঘোপা থানার লকআপে আত্মহত্যা অভিযুক্তের, বরখাস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত কনস্টেবল

বঙাইগাঁও (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : বঙাইগাঁও জেলার অন্তর্গত যোগীঘোপা থানায় পুলিশি হেফাজতে জনৈক অভিযুক্তের আত্মহত্যার ঘটনায় কর্তব্যে গাফলতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে দায়িত্বপ্রাপ্ত কনস্টেবল মকিমুল হক পাটগিরিকে।

বঙাইগাঁওয়ের পুলিশ সুপার আজ এ খবর দিয়ে জানান, গতকাল (১৮ অক্টোবর) জেলার যোগীঘোপা থানার লকআপের বাথরুমে আব্দুল জাফর নামের এক অভিযুক্ত বিকেল সাড়ে ৩-টার দিকে আত্মহত্যা করেছেন। অভয়পুরী কুশবাড়ির বাসিন্দা আব্দুল জাফরকে গরু চুরির অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। আব্দুল যখন আত্মহত্যা করেন, তখন ডিউটিতে ছিলেন কনস্টেবল মকিমুল হক পাটগিরি। পুলিশ সুপার জানান, আজ ১৯ অক্টোবর ভোররাত প্রায় ৩-টা নাগাদ লকআপের বাথরুমে আব্দুল জাফরের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। তিনি একটি কাপড় দিয়ে গলায় ফাঁস জড়িয়ে ভেন্টিলেটরে ঝুলে আত্মহত্যা করেছেন। তিনি জানান, পদস্থ পুলিশ অফিসারকে দিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতাল

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : ফের সংবাদ শিরোনামে করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতাল। 'চিকিৎসায় গাফিলতির দরুন প্রাণ হারাতে হয়েছে' করিমগঞ্জের এক রোগীর। এ নিয়ে হাসপাতালে উত্তেজনা দেখা দেয় মঙ্গলবার রাতে। তবে উত্তপ্ত পরিস্থিতির খবর পেয়ে মুহূর্তের মধ্যে দলবল নিয়ে ছুটে আসেন করিমগঞ্জ সদর থানার ওসি ভবেশ দিহিঙ্গিয়া। ফলে জল আর বেশি দূর গড়ায়নি।

ঘটনা মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১০.৩০ মিনিট নাগাদ সংঘটিত হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসার জন্য করিমগঞ্জ শহরের লঙ্গাইরোড এলাকার জনৈক বিশ্বজিৎ দে নামের রোগীকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছিল গতকাল বিকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। কিন্তু হাসপাতালে ভরতি হওয়ায় পর তাঁর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি ঘটতে থাকে। রাত ১০টা নাগাদ হাসপাতালের বেডেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন লঙ্গাই রোডের বিশ্বজিৎ দে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় হাসপাতালে। দাবানলের মতো বিশ্বজিতের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে হাসপাতালে জড়ো হতে থাকেন তার নিকটাত্মীয় এবং প্রতিবেশীরা। জবাবদিহি করা হয় দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসকদের। রোগীর পরিবারের অভিযোগ, উন্নত চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা নেই করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে। মৃত ব্যক্তির কন্যার অভিযোগ, হাসপাতালে ভরতি হওয়ার পর তাঁর বাবার শারীরিক অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকে যেতে থাকে। বার বার এ কথা কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্সদের জানানো হয়। কিন্তু তাদের কেউ তাঁর কোনও কথায় কান দেননি, কোনও পদক্ষেপও নেননি। এমন-কি এখান থেকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতেল স্থানান্তরিত করার অনুরোধ করলেও কানে তুলেননি কর্তব্যরত ডাক্তার। যার ফলে বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারাতে হয়েছে তাঁর বাবার।

খাড়গেকে অভিনন্দন জানালেন শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কেরলেতিরুবনন্তপুরমের লোকসভা সাংসদ শশী থারুর বুধবার কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

থারুর টুইট করেছেন, 'কংগ্রেস পার্টির সভাপতি হওয়া একটি বিশাল সম্মান এবং একটি বড় দায়িত্ব। আমি এই কাজে খাড়গে জির সাফল্য কামনা করি। এক হাজারেরও বেশি ভোটে সমর্থন পাওয়া এবং ভারত জুড়ে কংগ্রেসের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীদের আশা ও আকাঙ্খাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।"

কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য ১৭ অক্টোবর বিভিন্ন রাজ্যে বুথ করে ভোটগ্রহণ হয়। কংগ্রেসের নির্বাচন কর্তারা দাবি করেন ৯৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। আজ কংগ্রেস অফিসে গণনা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সমস্ত রাজ্যের ব্যালট পেপার একসাথে মিশিয়ে ভোট গণনা করা হয়েছে। ২৪ বছর পর গান্ধী পরিবারের বাইরের একজন নেতা দেশের সবচেয়ে পুরনো দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেস পার্টির ১৩৭ বছরের ইতিহাসে ষষ্ঠবারের মতো সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ভাটপাড়ায় গুলিবিদ্ধ যুবক, থমথমে এলাকা

ভাটপাড়া, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : উত্তর ২৪ পরগণার ভাটপাড়া পুরসভা এলাকার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের ছকুসাউ গলিতে প্রকাশ্যে চলল গুলি। মঙ্গলবার রাতে গুলি চলে। ঘটনায় এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ওই যুবকের নাম গৌরব প্রসাদ। বুধবার সকাল থেকে থমথমে এলাকা।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে একদল দুষ্কৃতী বাইকে চেপে এসে খুব কাছ থেকে ওই যুবককে গুলি করে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে যুবক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই যুবককে কলকাতার বেসকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে। ঘটনার পর থেকে থমথমে গোটা এলাকা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের খোঁজ চালাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা, যদিও এখনও পর্যন্ত ওই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

ঘটনার পর গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে স্থানীয় থানার পুলিশকর্মীরা। ওই এলাকায় কোথায় কোথায় সিসিটিভি রয়েছে, এবং সেই সিসিটিভি ফুটেজ দেখে কোনওভাবে দুষ্কৃতীদের নাগাল পাওয়া যায় কি না, সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন পুলিশকর্মীরা। স্থানীয় এক প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন, গুলিবিদ্ধ ওই যুবক তৃণমূলের সমর্থক। ঘটনার কিছু সময় আগেই ওই ব্যক্তি স্থানীয় পার্টি অফিসের ভিতরেই ছিল বলে জানান ওই প্রত্যক্ষদর্শী। দলীয় কার্যালয় থেকে বেরোতেই তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ।

নেপালে ৫.৯ মাত্রার ভূমিকম্প

কাঠমাণ্ডু, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : বুধবার নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডু ও পার্শবর্তী অঞ্চলে ৫.৯-মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ভূ-কম্পন অনুভূত হতেই অনেক লোককে নিরাপত্তার জন্য তাদের বাড়িঘর থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল সিন্ধুপালচক জেলার নেপাল-চিন সীমান্তে।

বুধবার বিকেল ৩টা ০৭ মিনিটে কাঠমান্ডু উপত্যকা এবং পার্শবর্তী জেলাগুলোতে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত, ২০১৫ সালের এপ্রিলে ৭.৮-মাত্রার একটি বিধ্বংসী ভূমিকম্প নেপালে কেঁপে উঠেছিল। প্রায় ৯০০০ মানুষ মারা যায় এবং প্রায় ২২ হাজার জন আহত হয়। ৮ লক্ষেরও বেশি ঘরবাড়ি এবং স্কুল ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
গন্ডাছড়া আইটিআই-তে শূন্য আসনে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

গন্ডাছড়া আইটিআই-তে ২০২২ইং সালে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর এখনো কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনগুলিতে Walk-In/Spot Admission আহ্বান করা হচ্ছে। ভর্তি FIRST COME FIRST SERVE-এর basis-এ নেওয়া হবে।
শূন্য আসন সম্পর্কিত বিস্তৃত তালিকা নিম্নে দেওয়া হল ঃ-

ক্রমিক নং	ট্রেডের নাম এবং প্রশিক্ষণের সময়কাল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	শূন্য আসন সংখ্যা			
			UR	SC	ST	মোট আসন
1	Desktop Publishing Operator - (1 year)	মাধ্যমিক উত্তীর্ণ	13	05	11 (01 Ex-serviceman)	29
2	Dress Making – (1 year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	21	07	10	38
3	Welder - (1 year)	অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ	18 (01 Ex-serviceman)	04	13	35

**ভর্তির সময় প্রার্থীদের সশরীরে নিম্নলিখিত সমস্ত Original Certificate সহকারে উপস্থিত থাকতে হবে এবং প্রার্থীদের সেইদিনেই Caution Money ১০০০ টাকা (নগদ), ২ কপি photo ও নিম্নলিখিত সমস্ত সার্টিফিকেটের self attested photocopy আইটিআই-এ জমা করতে হবে।

1. Aadhaar & Ration Card, 2. Mark sheet and Certificate (TBSE অনুমোদিত বোর্ডের / স্কুলের), 3. Caste Certificate, 4. Permanent Resident Certificate, 5. Bank Account details, 6. Birth Certificate/Madhyamik Admit (Age proof). 7. Certificate of Person with Disability (PWD) and Certificate of Ex-Serviceman.

** ভর্তির পর সকল প্রশিক্ষণার্থীদের আইটিআই-এর নিয়মাবলি মেনে চলা বাধ্যতামূলক।
** ড্রপ আউট প্রশিক্ষণার্থীদের Caution Money ফেরত দেওয়া হবে না।
** মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবে না।
ভর্তি ঃ ২৬/১০/২০২২ ইং তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

স্বাঃ দেবাশিস দাস
অধ্যক্ষ
আইটিআই, গন্ডাছড়া, ধলাই ত্রিপুরা।
ICA/D/1257/22

Government of Tripura
Film & Television Institute (TFIT)
নজরুল কলাক্ষেত্র, আগরতলা

ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI), কলকাতা এবং ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

No.F.75 (63)ICS/2022/CUL/TFTI তারিখ, আগরতলা, ১৮ অক্টোবর,২০২২

সংশোধিত ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

ভারত সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রকের অধীন কলকাতাস্থিত সত্যজিৎ রায় ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (SRFTI) এবং ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত ত্রিপুরা ফিল্ম এন্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউট (TFTI)-এর নিম্নলিখিত চারটি কোর্সের ১ম ব্যাচ-এ ভর্তির জন্য সম্প্রতি আবেদনপত্রের আহ্বান করা হয়েছিল। এতে নিম্নলিখিত সংশোধনী আনা হয়েছে।

ক্রমিক নং	কোর্সের নাম ও মেয়াদ	পূর্ববর্তী বয়সীমা ছিল	সংশোধিত বয়সীমা
১	ফিল্ম এপ্রেসিয়েশন কোর্স (৪ সপ্তাহ)	১৮-৩৫ বছর	১৮-৩৭ বছর
২	স্ক্রিন অ্যাক্টিং (৮ সপ্তাহ)	১৮-৩৫ বছর	১৮-৪৫ বছর
৩	প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট (৪ সপ্তাহ)	১৮-৩৫ বছর	১৮-৪৫ বছর
৪	নিউজ এনকোরিং, রিপোর্টিং এন্ড নিউজরুম অটোমেশন (৪ সপ্তাহ)	১৮-৩৫ বছর	১৮-৩৭ বছর

এছাড়াও আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ২৫ অক্টোবর,২০২২ পর্যন্ত করা হয়েছে। আবেদনপত্র জমা দিতে হবে গান্ধীঘাটে অবস্থিত তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ে (অফিস চলাকালীন সময়ে) রিসিভ সেকশনে অথবা, ই-মেইলে (**tfti.ica@gmail.com**)। আবেদনপত্রের ফরম্যাট **www.ica.tripura.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। অন্যান্য বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে ওয়েবসাইটে। বিজ্ঞাপনের অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত রয়েছে।

অধিকর্তা
তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার
ICA-D-1252/22

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা 2022-24 ইং শিক্ষাবর্ষে D.El.Ed কোর্সে ভর্তির ইচ্ছুক প্রত্যাশীদের বিশেষ অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, 18/10/2022 ও 19/10/2022 তারিখের কাউন্সিলিংয়ের পর UR এবং SC ক্যাটাগরির অন্তর্গত যথাক্রমে 220 (UR) ও 70 (SC) টি সকল সিটের কাউন্সিলিং, কমন মেরিট লিস্টের মেরিট অনুসারে শেষ হয়ে গিয়েছে।

তাই, UR ও SC ক্যাটাগরির অন্তর্গত অবশিষ্ট ভর্তির প্রত্যাশীদের আগামী 20/10/2022 অনুষ্ঠিতব্য নির্ধারিত কাউন্সিলিংয়ে উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু শুধুমাত্র, ST ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত ভর্তি প্রত্যাশীদের কাউন্সিলিং আগামী 20/10/2022-এ অনুষ্ঠিত হবে যথারীতি নির্ধারিত সূচি অনুসারে।

Sd/- (Keshab Kar)
Addl. Director
SCERT, Tripura.
ICA/D/1262/22

NOTICE INVITING e-TENDER

Directorate of Tribal Welfare, Government of Tripura invites electronic Bids through e-Procurement Portal of Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from Individual supplier/ reputed Agency/ Firm/ Institution/ Company/ Joint Venture/ Cooperative Society/ Proprietary firm/LLP (Limited Liability Partnership) for Supply and Distribution of Wooden Computer Desk to Govt. ST Hostels. Detailed tender notice, schedules and tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. Last Date of submission of the e-Tender: 05.11.2022 at 04:00 PM.

Director,
Tribal Welfare
Government of Tripura
ICA-C-2621/22

PNIET No: 53/EE/CCD/PWD/2022-23, Dated. 17/10/2022

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD (Buildings), Capital Complex, Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online. item rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm / Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/ Railway/Gov't Organization of other State & Central for the following work, Arrangement for installation of a statue of Dr. B.R. Ambedkar at New Rajbhavan at Capital Complex, Agartala.For Details visit website https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

DNIET No: 42/DNIT/EE/CCD/PWD/2022-23
Estimated Cost: *5,90,000.00 Earnest Money: 11,800.00 and Time for completion: 120 (One hundred twenty) days
Last date & time for online Bidding: 07/11/2022 upto 3:00 PM

(MANIK DEBNATH)
Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Kunjaban, Agartala, Tripura.
ICA-C-2626/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-37/EE/RD/TLM-DIV/2022-23, Dt.15.10.2022.

The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites online percentage rate e-tender in two bid system in Tripura PWD form-7 from eligible bidders up to **3.00 P.M on 29/10/2022 for 01 (One) no. Internal Electrification Work.** For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-262095/ 8731074766. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura
ICA-C-2629/22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 07/EE/AGRI/N/2022-23

Sl No	e-DNIT No	Estimate Value (Rs)	EMD (Rs)
1	e-07/EE/AGRI/N/2022-23(2nd Call)	97774/-	1955/-

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15.00 Hrs on 28/10/2022 and time and date of opening of bid at 15.30 Hrs on 28/10/2022 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura
ICA-C-2633/22

কেন নৈঃশব্দের অধিকার’ পাচ্ছি না, প্রশ্ন পরিবেশকর্মী বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : দফায় দফায় অভিযোগ-আবেদনেও কেন আমরা নৈঃশব্দের অধিকার’ পাচ্ছি না, সেই প্রশ্ন তুললেন পরিবেশ ও সমাজকর্মী তথা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রাক্তন আধিকারিক বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়।তাঁর বক্তব্য, “শব্দ ধীরে ধীরে মানুষের কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে মানুষেরই জন্য। মাইক্রোফোনের অপব্যবহার মানুষকে ‘বাধ্যতামূলক শ্রোতা’-তে পরিণত করেছে। অবাঞ্ছিত শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষ সৃষ্টি করেছে ‘শব্দদানব’। এর অত্যাচারে ঘটছে নানা অবাঞ্ছিত ঘটনা।

শব্দদানবের হাত থেকে বাঁচার তাগিদেই মানুষই আবার সৃষ্টি করেছে নানাবিধ আইন। এর সুচারু প্রয়োগের পথ প্রশস্ত হয়েছে হাইকোর্টের বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এক বিচারের বাণীর মধ্য দিয়ে। ১৯৯৬-র এপ্রিলে তিনি এক ঐতিহাসিক তথা গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন। একে কার্যকরী করা আজ অত্যন্ত জরুরি। সমাজের সকল স্তরের মানুষের দৃঢ় মানসিকতা আগামী দিনে এই রায়কে কার্যকরী করতে হবে।শব্দদূষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ন্যায়ালয়ের একের পর এক রায় কেন্দ্রীয় সরকারকে বাধ্য করে বিষয়টি নিয়ে নতুনভাবে চিন্তা করতে এবং তার ফলস্বরূপ ২০০০ সালে প্রণয়ন করা হয় শব্দদূষণ সংক্রান্ত নতুন আইন। এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য :১) উৎসবের আনন্দকে বজায় রাখতে নিয়ম মেনে সাউন্ড লিমিটার সহ মাইক্রোফোন ব্যবহার করতে হবে। ২) শব্দবর্জিত অঞ্চলে কোন প্রকার শব্দদূষণ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, আদালত ও হাসপাতালের চারদিকে ১০০ মিটার পর্যন্ত এলাকা শব্দবর্জিত অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই অঞ্চলে হর্ণ বাজানোও সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ৩) নির্ধারিত সময়সীমা এবং প্রশাসনের অনুমতি ব্যতীত মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না। রাত দশটার পর ও সকাল ছটার আগে মাইক্রোফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ। ৪) উচ্চ বিস্ফোরক শব্দ যুক্ত বাজি বা পটকার (চকলেট বোমা, দোদোমা, কালিপটকা প্রভৃতি) উৎপাদন ও ব্যবহার নিষিদ্ধ। ৫) উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ডিজেল জেনেরেটর সেট পর্ষদের পূর্ব অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করতে হবে ও শব্দ নিয়ন্ত্রক বেষ্টনী ব্যবহার করা আবশ্যিক। ৬) যানবাহনে এয়ার হর্ণ ব্যবহার, বিক্রয় এবং মজুত আইনতঃ নিষিদ্ধ। ৭) পশ্চিমবঙ্গের বনাঞ্চলগুলিতে লাউডস্পিকার বা মাইক্রোফোন ব্যবহার করা যাবে না। ৮) সার্বিক শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সজাগ থাকা দরকার।দুর্গাপূজার সাথে সাথেই আরম্ভ হয়ে যায় শারদীয়া উৎসব। উৎসবের রেশ থাকবে সরস্বতী পুজো পর্যন্ত। উচ্চস্বরে মাইক বাজবে, শব্দবাজি ব্যবহার হবে নিয়ম ভেঙে। তবু চেষ্টা করতেই হবে নৈঃশব্দের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে। বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শব্দদানবকে বোতল বন্দী করার জন্য নাগরিক আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, প্রশাসনকে সক্রিয় হবার জন্য আবেদন করেছেন। শব্দদানব যদি বোতলবন্দী না হয়, তবে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে আরও অনেক শব্দশহীদের জন্য। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৯৭ থেকে আজ পর্যন্ত ১৪ জন শব্দ শহীদ হয়েছেন, যদিও মাত্র একটি ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রেই দোষীরা কোনরকম শাস্তিও পাননি। দোষীদের দ্রুত শাস্তি ও শব্দশহীদদের ক্ষতিপুরণের জন্য হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা বিচারাধীন।“

বীরভূমে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ অবৈধ কয়লা

বীরভূম, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : আবারও বিপুল পরিমাণ অবৈধ কয়লা উদ্ধার হল বীরভূমে। মঙ্গলবারও একটি কয়লা বোঝাই ট্রাক আটক করা হয়। গ্রেফতার করা হয় সেই ট্রাকের চালক ও খালাসিকেও।এ নিয়ে দু’দিনে অভিযান চালিয়ে টন টন কয়লা বোঝাই তিনটি ট্রাক আটক করেছে বীরভূমের দুবরাজপুর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, পাচার করার উদ্দেশ্যেই ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই কয়লা।দুবরাজপুর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোম এবং মঙ্গলবার জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়ক থেকে মোট তিনটি অবৈধ কয়লা বোঝাই ট্রাক আটক করা হয়েছে। এই তিনটি ট্রাক মিলিয়ে প্রায় ৬৫ টন অবৈধ কয়লা উদ্ধার করা হয়।

অভিযান চালিয়ে এনকাউন্টারে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত ধৃত ‘হাইব্রিড’ জঙ্গি

সোপিয়ান, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : জম্মু-কাশ্মীরের সোপিয়ানে গ্রেনেড বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা দুই পরিযায়ী শ্রমিকের। বুধবার একটি যৌথ অভিযানে ওই হামলায় জড়িত ‘হাইব্রিড’ জঙ্গিকে এনকাউন্টারে খতম করল কাশ্মীর পুলিশ ও আধা সামারিক বাহিনীর সদস্যরা। এর আগে ওই জঙ্গিকে গেকরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য, ক’দিন আগে সোপিয়ানের যে এলাকায় এক কাশ্মীরি পণ্ডিতকে এক বিবৃতিতে কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার গভীর রাতে সন্ত্রাসী ইমরান বশির গনিকে গ্রেফতার করা হয়। তাকে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ তার সাথে উল্লেখিত স্থানে অভিযান চালায়। এক জায়গায় লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসীরা হঠাৎ গুলি শুরু করে। তার পরেই এনকাউন্টার শুরু হয়। এ সময় সন্ত্রাসীদের ছোড়া গুলিতে ইমরান বশির গনি নিহত হন।ওই এলাকায় এদিন অভিযান চালিয়ে সেখান থেকে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনী।

প্রসঙ্গ, কাশ্মীরের যে জেলায় কাশ্মীরি পন্ডিত হত্যা হয়েছিল সেখানেই সোমবার সন্ত্রাসবাদীদের হামলার শিকার হন দুই পরিযায়ী শ্রমিক, যাঁরা উত্তরপ্রদেশ থেকে কাজ করতে এসেছিলেন সোপিয়ান জেলায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছিল, সোমবার রাতে হামলা চালায় জঙ্গিরা। জঙ্গিদের ছোঁড়া গ্রেনেডের আঘাতে উত্তরপ্রদেশের কনৌজ থেকে আসা রাম সাগর এবং মণীশ কুমার নামে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু হয়। তখনই কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছিল, গ্রেনেড হামলাকারীদের ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। হামলাকারীররা জঙ্গি সংগঠন লস্কর-এ-তৈবার সদস্য। এই গ্রেনেড হামলাকারীদের ‘হাইব্রিড সন্ত্রাসবাদী’ বলে চিহ্নিত করে থাকে কাশ্মীর পুলিশ।

বসিরহাটে জাগ্রত গোকনা কালী মন্দিরের পুজো হয় জমিদারি আমল থেকে

উত্তর ২৪ পরগণা, ১৯ অক্টোবর (হি স)। বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়া ব্লকের যদুরআঁটি দক্ষিণ গ্রামপঞ্চায়েতের গোকনা গ্রামের জাগ্রত গোকনা কালী মন্দিরের মা ভবানী বহুজন পূজিত ও মহকুমাখ্যাত। ইতিহাসবিজড়িত এই কালীমন্দিরে জমিদারি আমল থেকে শ্যামাপুজো হয়।

এখন স্থানীয় গ্রামবাসীদের উদ্যোগেই কালীপুজোর দিন সাড়ম্বরে মা কালীর আরাধনা হয়। এই মন্দির এতই পুরোনো, এর সঙ্গে জড়িত কিছু জনশ্রুতি। টাকির জমিদারদের কাছ থেকে পত্তনি পেয়ে ৩০০ বছরেরও বেশি সময় আগে হালদাররা এখানে বসবাস শুরু করে। তারাই এখানে খড়ের গাদার তলায় থানের আকারে ছোটকালী মাতার পুজো করত। মূর্তি হত পুরোহিত কালীধন হালদারের জমি থেকে মাটি নিয়ে ইট পুড়িয়ে।

৩১৯ সালের ১৬ বৈশাখ কালীমূর্তি মা ভবানীর মন্দির পাকাপাকি নির্মাণ হয় । ১৩৮৮ সালে মন্দির সংস্কার হয়। এর অনেক বছর আগে খড়-গোলপাতার ছাউনির মন্দির ছিল আর মাটির প্রতিমার হেমন্তের কার্তিকী অমাবস্যার রাতে পুজো হত। ধান্যকুড়িয়ার জমিদার মহেন্দ্রনাথ গাইনের ছেলে মরণাপন্ন হলে স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই মন্দিরে আসেন। মায়ের আশীর্বাদে জমিদারের ছেলে পুনর্জীবন লাভ করে। এর ফলে জমিদার মহেন্দ্রনাথ গাইন পাকা গাঁথনির মন্দির করে দেন। ওইসব তথ্য বহুজন সমাদৃত।

জমিদার মন্দির পাকা করার প্রস্তাব দিলে পুরোনো থানের পাশেই পাকা গাঁথনির বড়ো মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়। আগের প্রতিমা মন্দিরের পেছনের পুকুরে বিসর্জন দেওয়া হয়। কৃষ্ণনগর থেকে দেড়শো বছর আগে জমিদার মহেন্দ্র গাইন চর্তুদোলায় চড়িয়ে প্রতিমা নিয়ে আসেন। পুরোনো থানের ঘট নতুন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তার বয়স এখন প্রায় ৫০০ বছরেরও বেশি। এই মন্দিরে মা ভবানীর সঙ্গে পঞ্চানন শিব আর নারায়ণ পূজিত হন।একময় ডাকাতরা এই মন্দিরের পেছনের পুকুরে ডুব দিয়ে মা ভবানীর পুজো দিয়ে ডাকাতি করতে যেত বলে জনশ্রুতি আছে। মন্দিরে পূজিত ৩টি শিলাখণ্ড সম্পর্কে শোনা যায়, একদা জনৈক গ্রামবাসীর জমিতে মাটিতে খোঁড়ার সময় লাঙলের ফলায় ৩টিশিলাখণ্ড গড়িয়ে চলে আসে। আর একজন গ্রামবাসী তখন গায়ের উড়নি দিয়ে সেসব শিলাখণ্ড ঢেকে দেয়। ওইসব শিলাখণ্ড মা ভবানীর সঙ্গে নিত্যপূজিত হয়। ৩টি শিলাখণ্ড হল বৈদ্যনাথ, মানেশ্বর ও পঞ্চানন।এখন হালদার বংশেরই উত্তরসূরি অরুণ হালদার পুজো করে। ঐতিহ্যবাহী এই কালী মন্দির প্রতি কালীপুজোর রাতে স্বমহিমায় সেজে ওঠে। কালীপুজোর সপ্তাহে গ্রামবাসীরা মন্দির চাতালেই মেতে থাকে। মন্দিরে পাঁঠাবলি আর কুমড়োবলির আয়োজন থাকে। অনেকে বার্ষিক নিয়মে মানসিক পূরণ করার জন্য পুজোয় মায়ের ভোগ চড়ায়। কালীপুজোয় গ্রামবাসীদের জন্য মন্দিরেই প্রসাদ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে। আশেপাশের অনেক লোক সমবেত হয়।

মোমিনপুরের অশান্তির তদন্তভার নিচ্ছে এনআইএ

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : ইকবালপুর থানার অন্তর্গত মোমিনপুর এলাকায় নবীজয়ন্তীর দিনে যে সম্প্রদায়িক হিংসার ঘটনা ঘটেছে তার তদন্তভার নিচ্ছে জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে তদন্তভার নিচ্ছে এনআইএ।

বুধবার সকালে এনআইএ টিম ইকবালপুর থানায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।এদিন ব্যা ঙ্কশাল আদালতে এই এফআইআর-এর কপি এনআইএ পেশ করতে পারে। তারই ভিত্তিতে মোমিনপুরে ফের হানা দিতে পারেন গোয়েন্দারা সেখানকার সিসিটিভির ফুটেজ ও এলাকার কিছু ভিডিও ফুটেজ এনআইএ খতিয়ে দেখবে। পুলিশের হাতে ধৃতদেরও নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করা হতে পারে বলে জানিয়েছে এনআইএ। মঙ্গলবার এই ব্যা পারে এনআইএ অভিযোগ দায়ের করে মামলা শুরু করেছে।

এসআইটি পাঁচটি পৃথক এফআইআর নথিভুক্ত করেছে, যার একটি অনুলিপি এনআইএ-কে হস্তান্তর করা হবে। মামলায় মোট ৪৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। হাইকোর্ট বলেছিল যে ঘটনার গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার এনআইএ তদন্তের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন, যার পরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তার অনুমতি দিয়েছে। জানা গিয়েছে আদালতের কাছে নিজেরা এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করে তা জমা দেবে এবং তারপর পৃথকভাবে এনআইএ তদন্ত শুরু করবে। ইতিমধ্যে হাইকোর্টের নির্দেশে মোমিনপুর কাণ্ডে গঠন হয়েছে সিট। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমের নেতৃত্বে রয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মাল্যব ও কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল। একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে কলকাতা পুলিশ।

প্রসঙ্গত, মোমিনপুরের ময়ূরভঞ্জ রোডে দুই গোষ্ঠীর অশান্তির জেরে প্রবল ইটবৃষ্টি হয়। পরের দিন দুপুরে ফের উত্তেজনা ছড়ায় ওয়াটগঞ্জ ও একবালপুর থানা এলাকায়। একবালপুর থানা ঘেরাও করে উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে পুলিশ। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিক-সহ বেশ কয়েকজন আহত হন। হাই কোর্টে এই সংক্রান্ত মামলা দায়ের হলে অশান্তি দমনে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ভর্ৎসনা করেন বিচারপতিরা। রাজ্য পুলিশের ডিজি ও কলকাতা পুলিশের কমিশনারের নেতৃত্বে সিট গঠনের নির্দেশ দেয় উচ্চ আদালত। এবার সেই মামলার দায়িত্ব ভার নিচ্ছে এনআইএ।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এরমধ্যে ইকোনমিক্সে ৪৩ জন, সোসিওলজিতে ৪৬ জন, সাইকোলজিতে ৪১ জন এবং জিওগ্রাফিতে ৪৯ জন। তিনি আরও জানান, টেট ওয়ান অস্নাতক স্তরে ২৫৬ জনকে অফার দেওয়া হয়। এরমধ্যে ১৯৬ জন অফার জমা দিয়েছে। তিনি জানান, টেট টু, স্নাতক স্তরে ২৫৮ জনকে অফার দেওয়া হয়। এরমধ্যে ২৪৭ জন অফার জমা দিয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী জানান, এছাড়াও বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে শূন্যপদ পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই টিআরবিটির মাধ্যমে ৩,১০৮টি পদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে টেট ওয়ানের জন্য রয়েছে ৭৫৭টি শূন্যপদ এবং টেট টুর জন্য রয়েছে ২,৩৫১টি শূন্যপদ। এগুলি ছাড়াও টিআরবিটি আরও ৬০টি শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়েছে।

সভাপতি নির্বাচিত

● প্রথম পাতার পর

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কেরলেতিরুবনন্ত পুরমের লোকসভা সাংসদ শশী থারুর বুধবার কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

থারুর টুইট করেছেন, ’কংগ্রেস পার্টির সভাপতি হওয়া একটি বিশাল সম্মান এবং একটি বড় দায়িত্ব। আমি এই কাজে খাড়গে জির সাফল্য কামনা করি। এক হাজারেরও বেশি ভোটে সমর্থন পাওয়া এবং ভারত জুড়ে কংগ্রেসের অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীদের আশা ও আকাঙ্খাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া একটি সৌভাগ্যের বিষয় ছিল।”

কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য ১৭ অক্টোবর বিভিন্ন রাজ্যে বুথ করে ভোটগ্রহণ হয়। কংগ্রেসের নির্বাচন কর্তারা দাবি করেন ৯৬ শতাংশ ভোট পড়েছে। আজ কংগ্রেস অফিসে গণনা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সমস্ত রাজ্যের ব্যালট পেপার একসাথে মিশিয়ে ভোট গণনা করা হয়েছে। ২৪ বছর পর গান্ধী পরিবারের বাইরের একজন নেতা দেশের সবচেয়ে পুরনো দলের সভাপতি নির্বাচিত হলেন। কংগ্রেস পার্টির ১৩৭ বছরের ইতিহাসে ষষ্ঠবারের মতো সভাপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনেও কারচুপি এবং অনিয়মের অভিযোগ উঠল। ভোটের ফল প্রকাশের ঠিক আগে এই অভিযোগ তুললেন শশী থারুরের নির্বাচনী এজেন্ট সলমন সোজ।

বুধবার এই বিষয়টি নিয়ে মুখ খোলেন শশীর নির্বাচনী এজেন্ট। সলমন সোজ বলেন, ‘কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে আমরা কোনও প্রেমপত্র পাঠাই না। তাছাড়া, এটি দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তাই এ নিয়ে বেশি কথাও বলতে চাই না। কিন্তু, আমরা আমাদের উদ্বেগের বিষয়টি কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’

সূত্রের খবর, সামগ্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার একাধিক বিষয় নিয়ে আপত্তি তুলেছেন শশী থারুর। তাঁর অভিযোগ, দুই প্রার্থীকে ভোটে লড়ার জন্য সমান ক্ষেত্র দেওয়া হয়নি। প্রার্থীদের প্রচারে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের বাধা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, কয়েকটি জায়গায় এই আধিকারিকরাই প্রকাশ্যে মল্লিকার্জুন খাড়গেকে সমর্থন করেছেন। আর তাতেই আপত্তি রয়েছে শশী থারুরের।প্রসঙ্গত, সভাপতি নির্বাচনের ফল ঘোষিত হলেই নতুন নেতা পাবে কংগ্রেস। গত প্রায় দু”দশকে এই প্রথমবার গান্ধী পরিবারের বাইরের কোনও ব্যক্তি দলের সর্বোচ্চ নেতার পদে বসবেন। নিয়ম অনুসারে, ভোট গণনার আগেই বিভিন্ন রাজ্য থেকে ব্যালট বাক্স নিয়ে এসে সেগুলি খুলে ফেলা হবে। সমস্ত রাজ্যের ভোট মিশিয়ে ফেলা হবে। তারপর গণনা সেরে ভোটের ফল প্রকাশ্যে আনা হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাইজলবাড়িতে

● প্রথম পাতার পর

অন্যান্যরা। প্রথমে মোহনভোগ দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের হয়। মোহনভোগ এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। মোহনভোগ এডিসির জোনাল অফিসের সামনে হয় সভা। বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা বলেন, এডিসির উন্নয়নের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার প্রদেয় কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি করেছে শাসকদল তিপ্রা মথা। পাহাড়ে উন্নয়নের নামে হামলা, হুজ্জতি সহ অশান্তির পরিবেশ তৈরি করে করেছে। এই জনবিরোধী শাসনের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যব্যাপী ভারতীয় জনতা পার্টির জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে গণ ডেপুটেশন প্রদান করা হচ্ছে।

৯ দফার দাবির ভিত্তিতে বিজেপি জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে দুষ্কি সাবজোনাল অফিস কার্যালয়ে এক ডেপুটেশন প্রদান করা হয় বুধবার। এই ডেপুটেশন প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি রাজ্য সহ সভানেত্রী পাতালকন্যা জমাতিয়া , বিজেপি জনজাতি মোর্চা খোয়াই জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ রূপিনী, তেলিয়ামুড়া মন্ডল সভাপতি রঞ্জিত সূত্রধর সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন মোহড়পাড়া চার্চ সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রায় এক হাজার বিজেপি কর্মী সমর্থক পায়ে হেঁটে দুষ্কি সাব-জোনাল অফিসে সামনে জড়ো হয়। পরবর্তীতে সেখান থেকে সাতজনের এক প্রতিনিধি দল সাবজোনাল আধিকারিকের নিকট মোট ৯ দফা দাবি সনদের প্রতিলিপি প্রদান করেন। গোটা রাজ্যে ৪৪ টি সাবজোনাল অফিসে সাবজোনাল আধিকারিকের নিকট দাবি সনদ তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে একই দিনে একই সময়ে বিজেপি জনজাতি মোর্চা ২৯ কৃষ্ণপুর মন্ডল এর উদ্যোগে মুঙ্গিয়াকামি সাবজোনাল অফিস কার্যালয়ে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। চাকমাঘাট মন্ডল কার্যালয়ের সামনে থেকে সুবিশাল পদযাত্রার মাধ্যমে তুই মধু স্থিত মুঙ্গিয়াকামি সাবজোনাল অফিস কার্যালয় ডেপুটেশন প্রদান করা হয় ২৯ কৃষ্ণপুর জনজাতি মোর্চার মন্ডলের উদ্যোগে। এই ডেপুটেশনে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি কৃষ্ণপুর মন্ডল সভাপতি টুটন দেব সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। এদিন ডেপুটেশন প্রদান কর্মসূচীতে কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।ভিলেজ কমিটির নির্বাচন করার দাবিতে রাজ্যের অন্যান্য ব্লক গুলির পাশাপাশি তেলিয়ামুড়া ব্লকেও ডেপুটেশন প্রদান করে তিপরা মথা। এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করতে হবে এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে গোটা রাজ্যেই বুধবার বিভিন্ন ব্লকে ডেপুটেশন প্রদান করে তিপরা মথা। তার সাথে সঙ্গতি রেখে তেলিয়ামুড়া ব্লকেও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ব্লক ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া ব্লক চত্বরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় পুলিশের তরফ থেকে। মোতায়েন করা হয় টি এস আর জোয়ান। তেলিয়ামুড়া অম্পি চৌমুহনী সংলগ্ন পুরাতন হাসপাতাল এলাকা থেকে দলীয় মিছিল শুরু করে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে তেলিয়ামুড়া ব্লকে এসে শেষ হয়।। ব্লকের সদর দরজার সামনে পুলিশ আটকে দেয় মিছিলকে। এরপর একটি প্রতিনিধি দল তিপ্রা মথা দলের কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অবজারভার গীতা দেববর্মণের নেতৃত্বে ডেপুটেশন প্রদান করে ব্লক আধিকারিক এর কাছে। তেলিয়ামুড়া ব্লকের বিডিও দেবপ্রিয়া দাস ডেপুটেশন গ্রহণ করেন।সারারাজ্যের সাথে তালমিলিয়ে বুধবার ৩৮ জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে বুধবার বিপুল পরিমানে বিজেপি কর্মীসমর্থকদের নিয়ে কলসী সাব জোনাল অফিসে ডেপুটেশ প্রদানকরাহয়। রাজ্যে এডিসি এলাকায় আঞ্চলিক পার্টি তিপ্রা মথার সরকার গঠনের পর থেকে এডিসি এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজ করাহয়নিবলে অভিযোগ। বিজেপির পক্ষথেকে অভিযোগ করাহয় এডিসি এলাকার উন্নয়নের অর্থ সরিয়ে নোওয়াহয়েছে। এডিসি এলাকার উন্নয়নের কাজের হিসাবচেয়ে এবং অবৈধ কাজের সাথে যারাযুক্ত তাদেরকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রদানে আজকে গন ডেপুটেশন প্রদানকরাহয়। বুধবার জোলাইবাড়ী বিজেপির মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীসমর্থকদের নিয়ে এক সুবিশাল রেলির মাধ্যমে ডেপুটেশন প্রদানকরাহয়। ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল বিজেপি কতৃক আয়োজিত আজকের এই রেলি ও ডেপুটেশন প্রদানে ব্যাপকহারে লোকসমাগম ঘটে। আজকের লোকসমাগম দেখে লোকগুঞ্জনে একটি কথাই চলছে আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে অজয় রিয়াং এর নেতৃত্বে জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি মনোনিত প্রার্থী বিপুল ভোটে জয়লাভ করবে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

আকাশছোঁয়া জ্বালানি গ্যাস, মুনাফা কমলেও ঐতিহ্য ধরে রাখতে হতাশ নন মানকরের কদমা শিল্পিরা

দুর্গাপুর, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : কালি পুজো মানেই মানকরের কদমার চাহিদা থাকে। করোনা আবহের লকডাউনের রেশ কাটিয়ে ছন্দে ফিরছে সামাজিক পরিবেশ। অমিল কয়লা। লাফিয়ে বাড়ছে জ্বালানি গ্যাস। মুনাফা কমেছে কদমা বিক্রিতে। মনে আক্ষেপ থাকলেও ঐতিহ্য বজায় রাখতে গিয়ে হতাশা দেখছেন না মানকরের বিখ্যাত কদমা ব্যাবসায়ীরা। জ্বালানির মুল্যবৃদ্ধিতেও জোরকদমে চলছে কদমা তৈরী কাজ।

পুর্ব বর্ধমান জেলার মানকর গ্রাম। বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে সেরা মিষ্টান্ন কদমা। আশপাশের যে কোন পুজোয় কদমা পুজোর প্রসাদে উদ্দ্যেশ্যে দেওয়া হয়। ২৫ গ্রাম থেকে একেবার ৮ কেজি পর্যন্ত তৈরী হয় কদমা। চিনি গলিয়ে রস তৈরী করা হয়। তারপর ওই রস ফুটিয়ে পাক তৈরী করা হয়। তাতে টকজল দিয়ে সাদা স্বচ্ছ করা হয়। তারপর সেই পাক থেকে থেকে কদমা কাটা হয়। এবং কাটা কদমা ২৪ ঘন্টার মত চিনির মধ্যে রাখা হয়। একটা সময় মানকরের ৩০ টির বেশী পরিবার কদমা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। পরবর্তী কালে মুল্যবৃদ্ধির কারনে সেভাবে আয় না হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে নেয় এই সুস্বাদু শিল্প থেকে। তবে এখনও ৫-৬ মিষ্টান্ন ব্যাবসায়ী এখনও কদমা তৈরী করেন। মানকর হাটতলারা হারধন কর তাদের মধ্যে একজন। গত ৩০ বছর ধরে এই মিষ্টান্ন তৈরী করছেন। হারাধনবাবু জানান,’ মানকর, বুদবুদ, আউশগ্রাম, পানাগড়, অভিরামপুর ছাড়াও আসানসোল, দুর্গাপুর ও অন্য জেলাতেও কদমার চাহিদা রয়েছে। এক দেড় কেজি ওজনের কদমা সব সময় হয়। কালিপুজোয় ৭-৮ কেজি ওজনের কদমা বিশেষ করে তৈরী করতে হয়। তবে আগাম বরাত দিলে বেশী করা হয়।’ চলতি বছর কয়লার জেগান কমেছে। তার ওপর জ্বালানি গ্যাসের দাম উর্দমুখী। খরচের বহর বেড়েছে। চাহিদা ও বিক্রি একইরকম থাকলেও মুনাফা কমেছে কদমা বিক্রিতে। হারাধন বাবু বলেন,’ মনসা পুজো, দূর্গাপুজো, লক্ষী পুজো, কালি পুজোয় কদমা প্রসাদে দেওয়ার রীতি আছে। এটা পরম্পরায় ঐতিহ্য বহন করে। চাহিদা রয়েছে। আশা রাখছি বিক্রিও ভালো হবে। কয়লার জ্বালানিতে খরচ কম হয়। এবছর কয়লা সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না। জ্বালানি গ্যাসের দাম আকাশছোঁয়া। চিনির দামও বেড়েছে।

সেকেরকোটে

● প্রথম পাতার পর

এসে পৌঁছতেই একটি দ্রুতগামি গাড়ি তাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় লোকজনরা দমকল বাহিনী এবং আমতলী থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর বাহিনী এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান গাড়িচালকের দ্রুতগামীতা ও অসাবধানতার কারণেই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। আমতলী থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পথ দুর্ঘটনায় বাইক চালক যুবকের মৃত্যুর সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

বিজ্ঞপ্তি

মহামান্য ক্রেতা সুরক্ষা আদালত, ইউনিট-৩, কলকাতা, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ, দ্বিতল, ট্রাম লাইন ভবন, আলিপুর জ্যাজেস কোর্ট, ১৮ নং জাজেস কোর্ট রোড, আলিপুর, কলকাতা- ৭০০০২৭.সি, সি, কেস নং-৬৭২/২০২১, শ্রী অনিল বসাক, ... কমপ্লেনেন্ট -বনাম- মেসার্স কমপ্যাক্ট কনস্ট্রাকশন কম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য

...বিরোধীপক্ষগণ ১৩। শ্রী উমা শঙ্কর মুখার্জী, পিতা মৃত স্বরাজ মুখার্জী, ঠিকানা- ১৯৯, উর্দ্ধাভারস সার্ভিস সেন্টার, পি অ-কুনজোবন, থানা- নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স,ডিস্ট্রিক্ট- আগরতলা,পিন ৭৯৯০০৬,ত্রিপুরা। এতদ্বারা উপরোক্ত ১৩নং প্রতিপক্ষকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত কমপ্লেনেন্ট উপরোক্ত কমপ্লেন কেসটি উপরোক্ত আদালতে আপনার বিরুদ্ধে দাখিল করিয়াছেন। আদালত আগামী ০১.১১.২০২২ তারিখে সকাল ১০.৩০ মিঃ শুনানীর দিন ধার্য করিয়াছেন। আপনি স্বয়ং অথবা প্রতিনিধি মারফত উক্ত দিবসে হাজির হইয়া আপনার জবাব (রিটেন ভারসান) দাখিল করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছে। অন্যথায় উক্ত মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানীর জন্য গ্রহণ করা হইবে। আদেশানুসারে,

বেঞ্চ ক্লার্ক
C.W.O. D.C.D.R.C. KOLKATA- UNIT III

পরীক্ষার্থীরা

● প্রথম পাতার পর

অর্থ দপ্তর থেকে আর্থিক অনুমোদনের ফাইল আসলে বিষয়টি তিনি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করে দেখবেন। অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে এ ধরনের আশ্বাস পেয়ে সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন চাকুরী প্রার্থীরা। শীঘ্রই এব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অর্থমন্ত্রীর কাছে তারা পুনরায় অনুরোধ জানিয়েছেন।

পুরস্কৃত

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরাকে অন্য চার রাজ্যের সাথে পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়। এই প্রকল্পে পুরস্কৃত অপর চারটি রাজ্য হলো গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও তামিলনাড়ু।

যুবক

● প্রথম পাতার পর

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র চঞ্চলের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ওই এলাকায় এ ধরনের কোন মহিলাকে তারা কোনদিনই দেখতে পাননি।

গেরুয়া শিবির

● প্রথম পাতার পর

দিতে গিয়ে ডাঃ পাত্র বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদি উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তিনি এই অঞ্চলটিকে অষ্টলক্ষ্মী হিসাবে কল্পনা করেছিলেন কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে উত্তর পূর্বের উন্নয়ন প্রয়োজন এবং এই অঞ্চলটিকে উপেক্ষা করে ভারত কখনই নেতৃত্ব দিতে পারে না। শ্রী পাত্রের মতে, প্রধানমন্ত্রী মোদি দায়িত্ব নেওয়ার পর বহুবার উত্তর-পূর্ব অঞ্চল সফর করেছেন।অন্যদিকে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডাঃ মনমোহন সিং যিনি উত্তর পূর্ব থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন কিন্তু তিনি খুব কমই রাজ্যগুলিতে যেতেন। আজ, উত্তর পূর্বের রাজনীতিতে একটি দৃষ্টান্ত পরিবর্তন হয়েছে। এর আগে শ্রী পাত্রা ধর্মনগরে দলীয় কর্মীদের একটি সভায় অংশগ্রহণ করেন। সূত্র জানায়, তিনি দলের সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ হতে বলেছেন। তিনি দলের কর্মীদের দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে দলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন যে উত্তর ত্রিপুরা জেলাকে একটি শক্তিশালী বার্তা দেওয়া উচিত। ডাঃ পাত্রের সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক, মন্ত্রী ভগবান দাস, বিজেপি রাজ্য সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য প্রমুখ।

াঙ্গন

মাস্টার ক্রিকেটার্স-এর উদ্যোগে সমীরণ চক্রবর্তী স্মৃতি বক্তৃতা সভা ২২শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আগামী ২২শে অক্টোবর ত্রিপুরায় ক্রিকেটের কিংবদন্তি সংগঠক প্রয়াত সমীরণ চক্রবর্তীর স্মরণে এক বক্তৃতা সভার আয়োজন করা হয়েছে। যেখানে রাজ্য ক্রিকেটের অতীত ও অগ্রগণ্য নিয়ে বক্তব্য রাখবেন রাজ্য ক্রীড়াঙ্গনের তিন ব্যক্তিত্ব। আজ আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্স-এর আহ্বায়ক হাবুল ভট্টাচার্য বলেন 'আমরা মনে করি এই রাজ্যের ক্রিকেট এই মুহূর্তে যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে সেই জায়গায় পৌঁছুতে প্রয়াত সমীরণ চক্রবর্তীর এক বিরাট ভূমিকা রয়েছে। সেটাকে সামনে রেখেই ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্স তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এই বক্তৃতা সভার আয়োজন করেছে।' আহবায়ক হাবুল ভট্টাচার্য আরও বলেন 'বর্তমান প্রজন্ম জানে না রাজ্যের ক্রিকেট যাদের জন্য এতটা এসেছে তাঁরা কারা। একে একে আমরা চেষ্টা করবো সবিস্তারে তাদের জানাতে।' সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত একসময়ের দিকপাল ক্রিকেটাররা প্রত্যেকেই বলেন, ক্রিকেট হঠাৎ করে বর্তমান জায়গায় আসেনি, অনেকের পরিশ্রম পরিকল্পনা এর পেছনে কাজ করেছে।সেটাই এই ধরনের বক্তৃতার আসরের মূল উদ্দেশ্য। এবার এই অনুষ্ঠানে তিনজন বক্তা সর্বশ্রী বিমল রায় চৌধুরী, বাদল চক্রবর্তী ও অরিন্দম গাঙ্গুলীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তাঁরা রাজিও হয়েছেন। যাঁরা রাজ্যের ক্রিকেটকে কোনও না কোনও ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন ও অগ্রগমণকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরাই বলবেন তাঁদের উপলব্ধি। সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে হাবুল ভট্টাচার্য বলেন ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্স প্রাক্তনদের সাথে বর্তমানের একটা সেতুবন্ধনের কাজ করবে।প্রাক্তনদের পাশে থেকে তাঁদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক ছাড়াও লক্ষ্য করা গেছে।প্রাক্তন ক্রিকেটার শুভাশিস বর্ধনের (হর্ষ) মৃত্যুর ঘটনার খবরের কথা উল্লেখ করে হাবুল বলেন, 'বিষয়টি আমাদের যথেষ্ট নাড়িয়ে দিয়েছিল।' তিনি বলেন, 'সেদিন থেকেই আমরা সমস্ত প্রাক্তন ক্রিকেটাররা যোগাযোগ শুরু করি।' আই টি আই মাঠে নেমে প্রথম বিদ্যুৎ নিগম রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ দিয়ে মাস্টার ক্রিকেটার্সদের যাত্রা শুরু হয়। এরপর বি টি মাঠে নিজেদের মধ্যে বয়স অনুযায়ী দল ভাগ করে ম্যাচ হয়। এবছর ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব এবং জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সঙ্গে প্রীতি ম্যাচ খেলার ব্যবস্থা করবে। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে হাবুল ভট্টাচার্য বলেন, 'টি সি এ নিজের গতিতে চলেছে, সেখানে আমাদের কোনও আগাম ভূমিকা নেই। তাঁরা যোগ্যতার সাথেই এগিয়ে যেতে সক্ষম বলে মনে করি।' একই সাথে আগামী ২২শে অক্টোবর সমীরণ স্মৃতি বক্তৃতা সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠান করার ক্ষেত্রে আগরতলা প্রেস ক্লাব যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সেজন্য ত্রিপুরা মাস্টার ক্রিকেটার্স-এর পক্ষ থেকে ক্লাব কর্তৃপক্ষের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছে।

কিল্লায় মহিলা ফুটবল জয়ী কানিকোতাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। জয়ের ধারা অব্যহত রাখলো কানিকোতাল দল। উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচে পরাজিত করলো তুলসীরাম পাড়া দলকে। নূণ্যতম গোলে। মহিলা ফুটবলে। জয়েং কামি মাঠে ৮ দলকে নিয়ে হচ্ছে আসর। বুধবার জয়েং কামি মাঠে মুখোমুখি হয় দুইদল। একঝাঁক ত্রিপুরা দলের ফুটবলারদের নিয়ে গড়া ছিলো দুই দল। ফলে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে থাকেন দুদলের ফুটবলাররা। প্রথমার্ধ গোলশূন্য ড্র ছিলো ম্যাচ। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচ আরও জমে উঠে। কিন্তু ম্যাচের শেষ দিকে তুলসীরাম পাড়ার জনৈক রক্ষণভাগের ফুটবলার বক্সে মারাত্মক ফাউল করলে রেফারি পেনাল্টির সিদ্ধান্ত দেন। স্পট কিক থেকে কানি কোতাল দলকে জয় এনে দেন পঞ্চমী দেবনাথ। খেলা পরিচালনা করেন রেফারি সুনীতা জমাতিয়া। মূলত: কিল্লা থেকে প্রতিভাবান ফুটবলার বের করে আনার লক্ষ্যেই ওই আসরের উদ্যোগ। কম দল আসরে অংশ নেওয়ায় প্রথমে লিগ ভিত্তিতে হবে খেলা। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে হবে নকআউট পর্যায়ে খেলা।

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার ওড়িশাকে হারাতে মরিয়া ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। শেষ ম্যাচে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে পরাজিত হয়ে শীর্ষ স্থান হাতছাড়া হয়েছে ত্রিপুরার। আপাতত যুগ্মভাবে রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। ওই স্থানটি ধরে রাখতে হলে বৃহস্পতিবার জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। ওই অবস্থায় আজ ওড়িশার মুখোমুখি হতে চলেছে ত্রিপুরা। সিনিয়র মহিলাদের টি-২০ ক্রিকেটে। ব্যাঙ্গালুরুর আলোর ক্রিকেট আকাদেমি মাঠে মুখোমুখি হবে দুদল। আপাতত আসরে ৫ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট ১৪ এবং ওড়িশার পয়েন্ট ১২। ১৬ পয়েন্ট নিয়ে 'এ' গ্রুপে আপাত শীর্ষে রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ। ত্রিপুরা এখন পর্যন্ত তিনটি ম্যাচে জয় পেলেও ওড়িশা জয় পেয়েছে ২ টিতে। ফলে ব্যাটে-বলের লড়াইয়ে শক্তির বিচারে কিছুটা এগিয়ে রয়েছে ত্রিপুরাই।

তবে শেষ ম্যাচে হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে পরাজয় মানসিকভাবে কিছুটা হলেও পিছিয়ে রয়েছেন অন্নপূর্ণা-রা। কিছুটা ব্যাকফুটে থাকা মৌটুসী-রা আজ ২২ গজে কতটা নিজেদের নিংড়ে দিতে পারবেন তার উপরই ত্রিপুরার সাফল্য নির্ভর করবে। বুধবার হালকা অনুশীলন সেরে নেন ত্রিপুরার ক্রিকেটাররা। শেষ ম্যাচে ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতায় হারতে হয়েছিলো ত্রিপুরাকে। ফলে এদিন অনুশীলনে ব্যাটিংয়ের উপরই বেশী জোর দেন কোচ শ্রাবণী দেবনাথ বলে জানা গেছে। কার কী ভুল হয়েছিলো তা এদিন কাগজে কলমে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কোচ। অন্নপূর্ণা-রাও আজ ঘুরে দাড়াতে বদ্ধপরিকর। পাশাপাশি গ্রুপের শীর্ষ স্থান দখলের লড়াইয়ে টিকে থাকতে ওড়িশা বধ চাইছেন ঋজু-রা। আজ পয়েন্ট হাতছাড়া হলে গ্রুপে অনেকটাই দল পিছিয়ে যাবে, তা ক্রিকেটারদের বুঝিয়েছেন টিম ম্যানেজমেন্ট। আজ টসে জয়লাভ করলে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিং নেবে এমনই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

বিশ্বকাপের দৌড়ে ব্রাজিল ও ফ্রান্সকে আগে রাখছেন মেসি

কাতার বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে ব্রাজিল এবং ফ্রান্স। বক্তার নাম? লিয়োনেল মেসি। স্পেনের এক পত্রিকাকে দেওয়া দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে মেসি জানিয়েছেন, কাপ জেতার বড় সুযোগ রয়েছে ইংল্যান্ডেরও। তা ছাড়াও চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে রয়েছে ব্রাজিল, ফ্রান্স, জার্মানি এবং স্পেন। আর্জেন্টিনীয় তারকা বলেছেন, "যে ভাবে সাউথগেট দলকে তৈরি করেছেন এবং ইংল্যান্ড যে ধরনের ফুটবল খেলছে, তাতে ওরা কাতার বিশ্বকাপে ফেভারিট হিসেবেই খেলতে নামবে বলে আমি মনে করি।" যোগ করেছেন, "বিশ্বকাপে বড় ঘরানার দেশগুলি সব সময়েই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে থাকে। সেই জায়গা থেকে দেখলে ইংল্যান্ডের সঙ্গে আমার তালিকায় থাকবে ব্রাজিল, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন। এদের দিকে সব সময়েই লোকের নজর বেশি থাকে। হয়তো আরও কিছু দেশ থাকবে, তবে তাদের নিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাবার পরিস্থিতি নেই।" কিন্তু আর্জেন্টিনা দলের অধিনায়ক হিসেবে শেষ বিশ্বকাপ খেলতে নামার আগে কোন দুটি দলকে তিনি সম্ভাব্য চ্যাম্পিয়ন হিসেবে এগিয়ে রাখবেন? অকপট প্যারিস সঁ জরমঁ তারকা বলে দেন, "আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিচার করলে বিশ্বকাপের জয়ের সবচেয়ে বড় দাবিদার ব্রাজিল এবং ফ্রান্স।" এ বার বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে লাতিন আমেরিকা গ্রুপ থেকে তাঁর দেশ আর্জেন্টিনা এবং ব্রাজিল ধারাবাহিক ভাবে দুর্দান্ত ফুটবল খেলে কাতারের ছাড়পত্র আদায় করে নিয়েছিল অনেকটা আগেই। তার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে আরও একটি মূল্যবান তথ্য যে, ৩৪ ম্যাচ পরাজিত রয়েছে আর্জেন্টিনা। তা হলে কেন নিজের দেশকে ফেভারিটের তালিকায় রাখতে চাইছেন না মেসি? তিনি বলেছেন, "দল নিঃসন্দেহে ভাল ফুটবল খেলেছে, তবে এখনও ফিটনেস সংক্রান্ত কিছু সীমাবদ্ধতা রয়ে গিয়েছে। তার উপরে দলের দুই অভিজ্ঞ সদস্য অ্যাঙ্খেল দি মারিয়া এবং পাওলো দিবালা চোট পেয়ে গিয়েছে। হাতে সময় খুবই কম রয়েছে। তার সঙ্গেই চলছে ক্লাব ফুটবল। ফলে বিশ্রাম নেওয়ার পর্যাপ্ত সময় ওরা কতটা পাবে, সেটা নিয়েও একটা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। অধিনায়ক হিসেবে সেটা আমাকে বেশি ভাবাচ্ছে।" সেখানেই শেষ নয়। মেসি মনে করেন, এ বার কাতারে এমন সময় বিশ্বকাপ হবে, যখন সমস্ত ফুটবলারই ক্লাব ফুটবলের ধকল কতটা কাটিয়ে উঠে দেশের জার্সিতে ভাল খেলতে পারবেন, সেটা নিয়ে সংশয় থাকছেই। এবং সেই সমস্যার মুখে পড়তে হবে সব দেশকেই। তিনি বলেছেন, "এই বিশ্বকাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের হতে চলেছে। বছরের এমন একটা সময় তা আয়োজিত হবে, যখন সামান্য কোনও ছন্দপতন হলে বা কেউ চোট পেলে পাল্টা ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ মিলবে না। এটা সব দলের ক্ষেত্রেই সমান ভাবে প্রযোজ্য।"

রবিবার ভারত-পাক ম্যাচ ঘিরে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা! রোহিত-বাবররা কি আদৌ নামতে পারবেন?

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে পাকিস্তানের মুখোমুখি ভারত। কিন্তু সেই খেলা হবে কি না তা নিয়ে সংশয় দেখা যাচ্ছে। রবিবার মেলবোর্নে প্রবল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। তেমনটা হলে হয়তো মাঠেই নামতে পারবেন না রোহিত শর্মা, বাবর আজমরা। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া জুড়ে লা নিনার প্রভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। রবিবার মেলবোর্নে সারা দিন ধরে বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মৌসম ভবন। জানানো হয়েছে, সে দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। ২৪ ঘণ্টায় ১০ থেকে ২৫ মিলিমিটার বৃষ্টি হতে পারে। টি-টোয়েন্টিতে দু'টি দলকে অন্তত পাঁচ ওভার করে খেলতে হয়। গ্রুপ পর্বে কোনও অতিরিক্ত দিন নেই। অর্থাৎ, যদি পাঁচ ওভার করে খেলা না হয় তা হলে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে। শুধু ভারত-পাকিস্তান নয়, শনিবার অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ড ম্যাচেও বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সে দিন সিডনিতে ৮০ শতাংশ বৃষ্টি হতে পারে বলে জানিয়েছে অস্ট্রেলিয়ার মৌসম ভবন।

সদরে যোগার নির্বাচনী শিবির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। নির্বাচনী শিবির ২৩ শে। সদর 'এ' এবং 'বি'-র। পশ্চিম জেলা যোগায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে। ওই দিন সকাল ১০ টায় এন এস আর সি সি-র যোগা হলে সদর 'এ' এবং রামনগর ৭ এর যোগা স্টুডিও-তে হবে সদর 'বি'-র নির্বাচনী শিবির। ওই শিবির থেকে বাছাই করা খেলোয়াড়রা নির্বাচিত হবে পশ্চিম জেলা যোগা আসরে অংশগ্রহণের জন্য। ৩০ অক্টোবর সকাল ১০ টায় এন এস আর সি সি-র যোগা হলে হবে পশ্চিম জেলার আসর। ৫-৬ নভেম্বর এগিয়ে চলো সঙ্ঘে হবে রাজ্য আসর। পশ্চিম জেলা যোগা সংস্থার সচিব অমল ভট্টাচার্য এখবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, মোট ১২ বিভাগে হবে আসর।

সাব জুনিয়র দাবার প্রস্তুতি জোরকদমে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। ত্রিপুরা স্টেট সাব জুনিয়র ওপেন এবং গার্লস দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২২ অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২৩ অক্টোবর। একই দিনে দুটি বিভাগের ৫ রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। সকাল ন'টায় প্রথম রাউন্ডের খেলা শুরু করে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিকেল ৪টায় ৫ম তথা শেষ রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। এন এস আর সি সি-তে চেস কোচিং সেন্টারে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে। আয়োজক অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশন। ইতিমধ্যে অংশগ্রহণকারী দাবাড়ুরা যথারীতি অল ত্রিপুরা চেস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করে অফলাইনে অথবা অনলাইনে নাম নথিভুক্ত করে নিচ্ছে। এ পর্যন্ত মেয়েদের বিভাগে আকৃতি দেবনাথ, দেবর্পিতা ভৌমিক, একান্তিকা সরকার, রাধিকা মজুমদার এবং স্বস্তিরুপা শীল নাম নথিভুক্ত করেছে। ওপেন বিভাগে খেলার জন্য অভিজ্ঞান ঘোষ, দেবাংকুর ব্যানার্জি, অনুরাগ ভট্টাচার্য, অভিনব পাল, অরিত্র সাহা, দ্বীপ্তাংশু দেব, পৃথ্বীরাজ সাহা ও শুভ্রজিৎ সূত্রধর নাম জমা দিয়েছে। ২২ অক্টোবরের মধ্যে খেলার জন্য আরও বেশ কিছু নাম জমা পড়বে বলে অনুমেয়।

অনূর্ধ-১৭ মহিলা লিগ ফুটবল পিছিয়ে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। পিছিয়ে গেলো অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের লিগ ফুটবল। পূজোর পর অর্থাৎ অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ওই আসর শুরু করার প্রাথমিক পরিকল্পনা নিয়েছিলো রাজ্য ফুটবল সংস্থা। সেই অনুযায়ি ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির কল্যাণ চৌবের কাছে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন রাজ্য ফুটবল সংস্থার কর্তারা। ফেডারেশন থেকেও আসর পিছিয়ে করার সবুজ সঙ্কেত দেওয়া হয়েছিলো। ওই সঙ্কেত পেতেই নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে আসর করার পরিকল্পনা নিলো রাজ্য ফুটবল সংস্থা। এখবর জানালেন লিগ কমিটির সচিব পার্থ সারথি গুপ্ত। মুখে না বললেও টি এফ এ সূত্রে খবর, মাঠ সমস্যার জন্যও আসর পিছিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছে রাজ্য ফুটবল সংস্থা। মাঠ সমস্যায় দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবল এখনও শুরু করতে পারেনি রাজ্য সংস্থা। ১৭ এর পরিবর্তে ২৬ অক্টোবর দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবল শুরু হবে। মাঠ সমস্যায় প্রথম ধাপের প্রায় ১৫ টি ম্যাচ উদয়পুরের চন্দ্রপুর স্টেডিয়ামে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এদিকে আসরে অংশ নিয়েছে ৭ দল। অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের লিগ ফুটবলে। ফুটবল ফেডারেশনের সহযোগিতায় এবং রাজ্য ফুটবল সংস্থার উদ্যোগে। অনূর্ধ-১৭ বালিকাদের বিশ্বকাপ ফুটবলকে সামনে রেখেই সারাদেশে হবে ওই আসর। তা থেকে বাছাই করা হবে প্রতিভাবান ফুটবলারদের। যাদের আগামীদিনে ভারতীয় দলের নির্বাচনী শিবিরে ডাকা হবে। প্রতি ম্যাচের জন্য ১২ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের দুটি দল, বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার, ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল, চলমান সঙ্ঘ, তৈদু একাদশ এবং জম্পুইজলা প্লে সেন্টার আসরে অংশ নেওয়ার জন্য সম্মতি জানিয়েছে।

মুস্তাক আলি ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার মনিপুর বধে প্রত্যাশী ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আসরে তৃতীয় জয়ের লক্ষ্য নিয়ে আজ মাঠে নামবে ত্রিপুরা। প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত দুর্বল দল মনিপুরে। জয়পুরের সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে দিবা-রাত্রী ম্যাচে আজ মনিপুরের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা। সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-২০ ক্রিকেটে। আপাতত ৫ ম্যাচ খেলে ত্রিপুরার পয়েন্ট ৮ এবং মনিপুরের পয়েন্ট ৪। শক্তির বিচারে ত্রিপুরা এগিয়ে থাকলেও নবাগত মনিপুরের ক্রিকেটাররা যথেষ্ট বেগ দিতে তৈরী বলে জানা গেছে। দুদলই বুধবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। ব্যাটে রান না পেলেও শেষ ম্যাচে পুদুচেরীকে পরাজিত করে ঋদ্ধিমানদের মনোবল অনেকটাই বেড়ে গেছে। সেই মনোবলকে পুঁজি করেই আজ মনিপুর বধ করতে প্রস্তুত মণিশঙ্কর-রা। শেষ ম্যাচের মতো মনিপুরের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার দু-জন ক্রিকেটারকে 'ইমপেক্ট ক্রিকেটার' হিসাবে রাখা হতে পারে। ব্যাটিংয়ে শ্রীদাম পাল এবং বোলিংয়ে শঙ্কর পাল। মনিপুরের বিরুদ্ধে টসে জয়লাভ করলে ত্রিপুরা প্রথমে ব্যাটিং নেবে এমনই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য একটাই, মনিপুরের কাঁধে রানের বোঝা চাপানো। দলের হয়ে গোড়াপত্তন করবেন বিক্রম কুমার দাস এবং বিশাল ঘোষ। এরপর যথাক্রমে আসবে দলনায়ক ঋদ্ধিমান, সুদীপ চ্যাটার্জি, রজত দে, মণিশঙ্কর মুড়াসিং এবং দীপক ক্ষাত্রি। তবে মনিপুরের হারানোর কিছু নেই। ফলে পূর্বোত্তরের নবাগত ওই দলের ক্রিকেটাররা নিজেদের সর্বশ্র উজার করে দেওয়ার চেষ্টা করবে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে। ফলে ২২ গজের লড়াই যে জমবে তা বলা বাহুল্য।

সাব্রুমে দীনদয়াল ফুটবল, বৃহস্পতিবার থেকে কো:ফাইনাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। সাব্রুমে ফুটবল টুর্নামেন্ট এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। প্রাথমিক পর্যায়ের খেলা শেষে সেরা ৮ টি দলকে নিয়ে আগামীকাল থেকে শুরু হতে যাচ্ছে টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ। আগামীকাল প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে কালাডেপা প্লে সেন্টার খেলবে চালিতাছড়ি প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে।

২১ অক্টোবর দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচে ব্লাডমাউথ ক্লাব খেলবে বনকুল প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। ২২ অক্টোবর তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে লোডিং স্পোর্টস খেলবে ইউনাইটেড তীপ্রাসা প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। ২৩ অক্টোবর চতুর্থ তথা শেষ কোয়ার্টার ফাইনালে মনুঘাট প্লে সেন্টার ও চৌকিদার পাড়া ফুটবল ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। প্রতিটি খেলাই হবে ব্রজেন্দ্রনগর স্কুল মাঠে।

উল্লেখ্য, সাব্রুমের ৪০ মন্ডল যুব মোর্চার উদ্যোগে আয়োজিত পন্ডিত দীনদয়াল স্মৃতি প্রাইজমানি নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা ঘিরে সাব্রুমে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

শাহিনের বলে চোট, হাসপাতালে ভর্তি করাতে হল ব্যাটারকে, বিশ্বকাপের আগে চিন্তা আফগানদের

চোট সারিয়ে পাকিস্তানের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে ফিরেছেন শাহিন আফ্রিদি। তিনি যে কতটা ভয়ঙ্কর ছন্দে রয়েছেন, সেটা দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচেই বুঝিয়ে দিলেন পাকিস্তানের জোরে বোলার। শাহিনের বলে ঘায়েল হয়ে আফগানিস্তানের এক বোলারকে যেতে হল হাসপাতালে। বুধবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে প্রথমে ব্যাট করতে নেমেছিল আফগানিস্তান। পর পর দু'ওভারে দু'টি উইকেট তুলে নেন শাহিন। দুই আফগান ওপেনার রহমানুল্লাহ গুরবাজ এবং হজরতুল্লাহ জাজাইকে ফিরিয়ে দেন তিনি। তবে গুরবাজ আউট হওয়ার সময়েই সমস্যা দেখা দেয়। শাহিনের ইয়র্কার সজোরে আছড়ে পড়ে গুরবাজের বাঁ পায়ে। আম্পায়ার তাঁকে আউট দিলেও প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাতে থাকেন আফগান ওপেনার। বাঁ পা চেপে ধরে তিনি মাঠেই বসে পড়েন। চিকিৎসকরা ছুটে আসেন গুরবাজের আঘাত পরীক্ষা করতে। তিনি হাঁটতেই পারছিলেন না। সাপোর্ট স্টাফদের কাঁধে ভর দিয়ে তাঁকে মাঠ ছাড়তে হয়। পরে জানা যায়, হাসপাতালে স্ক্যান করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে গুরবাজকে। এই ওপেনারকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না আফগানিস্তান। তিনি ছিটকে গেলে তা আফগানদের কাছে বড় ধাক্কা হতে চলেছে। চোট পাওয়ার পর ফিল্ডিং করতে নামতে পারেননি গুরবাজ। ব্যাট করতে নেমে শাহিন এবং হ্যারিস রউফের দাপটে এক সময় বিপদে পড়ে যায় আফগানিস্তান। তবে মহম্মদ নবির অপরাজিত ৫১ রানের সৌজন্যে স্কোরবোর্ডে ১৫৪-৬ তোলে তারা। পাকিস্তানের রান বিনা উইকেটে ১৯, এমন সময় বৃষ্টির জন্যে খেলা বন্ধ হয়।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

আইটি সেক্টর আগামীদিনে আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আত্মনির্ভর ত্রিপুরা গঠনে আগামীদিনে রাজ্যের আইটি সেক্টরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। তাই ত্রিপুরা সরকার আইটি শিল্পের উন্নয়নে গত ৪ বছরে বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি রাজ্যেও আইটি/আইটিইএস স্টার্ট আপ ইন্ডাস্ট্রিজ বৃদ্ধির মাধ্যমে আইটি শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা আইটি/আইটিইএস স্টার্ট আপ স্কিম- ২০১৯ চালু করেছে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে ত্রিপুরা স্টার্ট আপ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় আইটি সেক্টর উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। বিশেষত ত্রিপুরারর শিক্ষার হার দেশের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় প্রশংসনীয় স্থানে রয়েছে। ত্রিপুরায় স্কুল, কলেজ, কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং আইটিআই সহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন কারিগরি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ফলে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা সেইসব প্রতিষ্ঠান থেকে নিজেদের আইটি সেক্টরে দক্ষ করে তুলছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, এছাড়াও আইটি সেক্টরে উন্নয়নের সম্ভাবনার ক্ষেত্র হিসেবে ত্রিপুরায় পর্যাপ্ত নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, দূষণ মুক্ত পরিবেশ, রেল সড়ক ও বিমানপথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ও বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। এই সমস্ত অনুকূল পরিবেশ কাজে লাগিয়েই রাজ্যে আইটি শিল্প স্থাপনের জন্য উদ্যোগপতিদের প্রতি আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী।

ত্রিপুরা স্টার্ট আপ সপ্তাহ উদযাপন উপলক্ষে অনুষ্ঠান মঞ্চে 'চিত্রিকা' ও 'ওমান' নামে দুটি স্টার্ট আপ প্রোডাক্ট এবং মেডিক অ্যাপ, ক্যারিয়ার বিচার এবং গ্লোসেল নামে তিনটি স্টার্ট আপ পরিষেবার উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা আইটি / আইটিইএস পলিসি-২০২২ এবং ত্রিপুরা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফান্ডের সূচনা করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৫০টি স্টার্ট আপ আইটি/আইটিইএস স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া পোর্টালে নথিবদ্ধ হয়েছে। এরমধ্যে ১৩টি স্টার্ট আপ ত্রিপুরা আইটি/আইটিইএস স্টার্ট আপ স্কিমে নথিবদ্ধ হয়েছে। তথ্য ও প্রযুক্তি (আইটি) দপ্তর থেকে তাদের আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্যও প্রদান করা হচ্ছে।

তাঁর দাবি, সমস্ত টেকনিক্যাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেমে একই ছাদের তলায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পে পরিকাঠামো উন্নয়নে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে এবং পরিচালনার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা দেওয়ার সংস্থান রয়েছে। এখন পর্যন্ত এনআইটি, টিআইটি, ইকফাই এবং টেকনো ইন্ডিয়া সহ মোট ৪টি টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানকে নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

তিনি বলেন, বর্তমান যুগ সম্পূর্ণভাবে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডিজিট্যাল ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই-পরিষেবা চালু করার ফলে সাধারণ মানুষের হয়রানিও কমেছে। অনুষ্ঠান মঞ্চে এছাড়াও নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্ক প্রকল্পে ২টি স্টার্ট আপকে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা এই দুটি স্টার্ট আপের কর্মকর্তার হাতে চেক তুলে দেন।

অম্পিতে বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। আজ সন্ধ্যায় আম্পি নগর ও গামাগুর গ্রামে দুষ্কৃতীরা বিজেপির পার্টি অফিসে হামলা চালিয়েছে। অম্পি ও গামাগুর গ্রামে দলীয় কার্যালয়, অফিসের মালামাল ও পতাকা ভাংচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। সূত্র জানায়, গামাগুর গ্রামে গাড়ির যাত্রীদের ওপর হামলা চালিয়েছে উগ্র যুবক দল। যাত্রীবাহী গাড়ি ভাঙচুর করেছে দুর্বৃত্তরা। অম্পি ব্লকের বিভিন্ন স্থানে উভয় পক্ষের ডেপুটেশন ঘিরে ঘটনা ঘটে। দুর্বৃত্তরা নির্ভয়ে পুলিশ কর্তৃপক্ষের সামনে ত্রাস সৃষ্টি করেছে। সূত্রের খবর, গামাগুর গ্রামে বিজেপি সমর্থকদের একটি আদিবাসী পরিবারকে দুষ্কৃতীরা মারধর করেছে। খবরে বলা হয়েছে, দুর্বৃত্তদের আকস্মিক হামলায় গামাগুর গ্রামে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। অম্পি সিএইচসি ইনচার্জের মতে, বিভিন্ন সংঘর্ষের ঘটনায় মোট ১০ জন আহত হয়েছে এবং একজন গুরুতর ব্যক্তিকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। অম্পি থানার পুলিশ এসব ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং অপরাধীদের শনাক্ত করার চেষ্টা করছে।

২৬/১১ জঙ্গি হামলায় নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা

মুম্বই, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতে এলেন রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সচিব আন্তোনিও গুতেরেস। বুধবার প্রথম দিন সকালে তিনি মুম্বইয়ের তাজমহল প্যালেস হোটেলে যান। সেখানে ২৬/১১ অর্থাৎ ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর পাকিস্তানি জঙ্গি হামলায় নিহতদের স্মৃতিতে শ্রদ্ধা জানান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্দে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। বছরের জানুয়ারিতে তিনি দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রসংঘের প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। এরপর ভারতে এটাই তাঁর প্রথম সফর। এর আগে প্রথমবার সচিব থাকাকালীন ২০১৮ সালের অক্টোবরে দেশে এসেছিলেন গুতেরেস। মঙ্গলবার মাঝরাতে আন্তোনিও গুতেরেস লন্ডন থেকে একটি বাণিজ্যিক বিমানে মুম্বইয়ে অবতরণ করেন। বিমানবন্দরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন মহারাষ্ট্র সরকারের আধিকারিকেরা। তিন দিনের সফরে এসে আজ সকালেই তিনি তাজ মহল প্যালেস হোটেলে যান। ২৬/১১-য় নিহতদের স্মৃতিসৌধে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। ২০০৮ সালে এই সন্ত্রাসবাদী হামলায় জঙ্গিদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মুম্বইয়ের বিখ্যাত তাজ হোটেল। ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বছরে ভারত-রাষ্ট্রসংঘের সম্পর্ক কেমন, তা নিয়ে তিনি বক্তৃতা দেবেন। মুম্বইয়ের আইআইটিতে ''ইন্ডিয়াগ৭৫: ইউএন-ইন্ডিয়া পার্টনারশিপ: স্ট্রেনদেনিং সাউথ-সাউথ কোঅপারেশন'' শীর্ষক বিষয়ে বলবেন গুতেরেস। এরপরে গুজরাতে যাবেন ব. া ৺ট্‌ স ং ে ঘ ব. মহাসচিব। আগামীকাল বৃহস্পতিবার আন্তোনিও গুতেরেস গুজরাতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ''মিশন লাইফ'' অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এছাড়া বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর রাষ্ট্রসংঘ প্রধানের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে।

দিশা বিমান ঘাঁটি দেশের নিরাপত্তার একটি কার্যকর কেন্দ্র হয়ে উঠবে: প্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : গুজরাটের বানাসকান্থা জেলায় তৈরি করা দিশা বিমান ঘাঁটি দেশের জন্য সুরক্ষার একটি কার্যকর কেন্দ্র হিসাবে প্রমাণিত হবে এবং এখান থেকে আমরা পশ্চিম সীমান্ত থেকে যে কোনও আক্রমণের কঠোর জবাব দিতে সক্ষম হবে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। .বুধবার মোদী ১২ তম প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীর সময় ১,০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত বানাসকান্থায় দিশা বিমান ঘাঁটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বলেন, "ক্ষমতায় আসার পর আমরা দিশায় একটি অপারেশনাল ঘাঁটি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এবং আমাদের বাহিনীর এই প্রত্যাশা আজ পূরণ হচ্ছে। এই এলাকা হয়ে উঠবে দেশের নিরাপত্তার একটি কার্যকর কেন্দ্র। এই ঘাঁটি ২০২৪ সালের মধ্যে প্রস্তুত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এখান থেকে সমস্ত অত্যাধুনিক বিমান পরিচালনা করা যেতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রতিরক্ষা প্রদর্শনীর এই আয়োজনে একটি ভারতের একটি দুর্দান্ত ছবি আঁকা হয়েছে, যার রেজুলেশন অমৃত আমলে নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "এতে তারুণ্যের স্বপ্ন এবং তারুণ্যের শক্তিও রয়েছে। একই সঙ্গে বিশ্ববাসীর আশা এবং বন্ধু প্রতীম দেশগুলোর জন্য সহযোগিতার সুযোগ রয়েছে। , তিনি বলেন, এই প্রদর্শনীর ফোকাস মেক ইন ইন্ডিয়া এবং এটিই প্রথম এই জাতীয় প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী যেখানে শুধুমাত্র ভারতীয় সংস্থাগুলি অংশগ্রহণ করছে। ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা রফতানির কথা উল্লেখ করে এবং প্রতিরক্ষা উতাদনের জন্য একটি হাব হওয়ার দিকে পদক্ষেপ নেওয়ার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'ভারতীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি আজ বিশ্বব্যাপী সরবরাহ চেইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠছে। আমরা বিশ্বমানের অত্যাধুনিক রফতানি করছি।

গোয়ালাবস্তিতে নেশা সামগ্রী উদ্ধার, আটক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। গোপন খবরের ভিত্তিতে রাজধানীর গোয়ালাবস্তি এলাকা থেকে কালা দেবী নামে এক মহিলার বাড়িতে তল্লাশি এলাকায় এন সিসি থানার পুলিশ। তার বিরুদ্ধে নেশা বানিজ্যের অভিযোগ ছিল বলে জানিয়েছেন এসডিপিও পারমিতা পান্ডে। এদিন ওই মহিলার বাড়ি থেকে ব্রাউন সুগার, গাঁজা, সিরিজ সহ ব্রাউন সুগারের খালি বোতল সহ নগদ ১৬ হাজার টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার বিরুদ্ধে এন ডি পি এস ধারায় মামলা নিয়ে হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে। এদিন তাকে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার ও আবেদন করা হবে বলে জানিয়েছেন এস ডি পি ও। তার থেকে নেশাবানিজ্যে জড়িত অন্যান্যদের বিষয়েও জানা যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

পরিকল্পনা দপ্তরের উদ্যোগে কর্মশালা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা এবং সমন্বয় দপ্তরের উদ্যোগে এবং নীতি আয়োগের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে প্রজ্ঞাভবনে শুরু হয়েছে তিন দিন ব্যাপী কর্মশালা। এই কর্মশালার বিষয় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন। বুধবার তিন দিন ব্যাপী চলা এই কর্মশালার সূচনা করেন উপ মুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা। উপস্থিত ছিলেন অর্থ দপ্তরের সচিব ব্রীজেশ পান্ডে, রাজ্য পরিকল্পনা কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ অশোক সিনহা সহ অন্যান্যরা। প্রত্যেকটি কাজের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। অন্যথায় সময় ও অর্থ নষ্ট হয়। সমস্যায় পড়েন সাধারণ মানুষ। এই ক্ষেত্রে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে এবং স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন বলে জানান উপ মুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা।

প্রয়াত ক্রিকেটার সমীরণ চক্রবর্তীর স্মরণে কর্মসূচি মাস্টার্স ক্রিকেটার্স এর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। ত্রিপুরা মাস্টার্স ক্রিকেটার্স —র উদ্যোগে ক্রিকেট সংগঠক প্রয়াত সমীরণ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে প্রথমবার সমীরণ চক্রবর্তী স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। এই বক্তৃতার বিষয় বস্তু ত্রিপুরা ক্রিকেটের অতীত এবং অগ্রগমন। ক্রিকেট সংগঠক প্রয়াত সমীরণ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে দীর্ঘ ১৮ বছর পর এই আয়োজন করা হচ্ছে। মূলত প্রাক্তন ক্রিকেটার, টি সি এ-র আজীবন সদস্য, ক্রিকেট সংগঠক এবং ক্রিকেট প্রেমীদের মধ্যে সমন্বয় তৈরি করতে এই ধরনের স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। আগামী ২২ অক্টোবর আগতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে এই স্মারক বক্তৃতা। বুধবার প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এই কথা জানান ত্রিপুরা মাস্টার্স ক্রিকেটার্স-র আহ্বায়ক হাবুল ভট্টাচার্য। এই স্মারক বক্তৃতায় অংশ নেবেন তিন জন বিশিষ্ট ক্রিকেট সংগঠক বিমল রায় চৌধুরী, বাদল চক্রবর্তী, অরিন্দম গাঙ্গুলী।

বগাফা কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় পূর্ব চরকবাই এলাকায় এক জমিতে তিনপ্রকারের ফসল চাষ করলো এক শিক্ষিত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ অক্টোবর।। রাজ্যসরকার চাইছে কৃষকদের আয় দ্বীগুন করতে। রাজ্যসরকারের এই উদ্দেশ্যকে সফল্যমন্ডীত করতে প্রতিনিয়ত কাজ করেযাচ্ছে বগাফা কৃষিদপ্তর। এরইমধ্যে বগাফা কৃষিদপ্তরের সহযোগিতায় শান্তির বাজার মহকুমার বাইখোড়া পূর্ব চরকবাই এলাকার বি এ পাশকরা যুবক মৃনাল দেবনাথ পরিক্ষামূলকভাবে একই জমিতে তিন প্রকারের কৃষিজ ফসলের চাষ করে। বগাফা কৃষিদপ্তরের সহযোগিতায় ও মৃনাল দেবনাথের অক্লান্ত পরিশ্রমে পরিক্ষামূলক চাষে ভালো ফসল অর্জন করেছে। বুধবার মৃনাল দেবনাথের কৃষিজ জমি পরিদর্শনে যান বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস, বাইখোড়া কৃষি দপ্তরের সেক্টর অফিসার দীপক দাস সহ কৃষি দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। এই কৃষিজফসল উৎপাদন সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সন্মুখিনহয়ে কৃষক মৃনাল দেবনাথ জানান তিনি বি এ পাস করার পর নিজের ভবিষ্যতের চিন্তাকরে সরকারি চাকুরির আশায় ১ বার ইন্টারভিউ দিয়েছেন। পরবর্তীসময় সরকারি চাকুরির আশায় বসেনাথেকে কৃষিকাজে যুক্তহয়। এতেকরে তিনি একজন চাকুরিজীবি থেকেও ভালো অর্থউপার্জন করছেন। বর্তমান সময়ে বগাফা কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় তিনি একই জমিতে তরমুজ, তিত করলা ও শশার চাষ করেছেন। যারমধ্যে তিতকরলা ও শশা বাজারজাত করেছেন। এগুলি বাজারজাত করেতিনি ভালোপরিমানে অর্থ উপার্জন করেছেন। বর্তমানে তরমুজের ফলন ভালো পরিমানে হয়েছে। তিনি আশাবাদী এই তরমুজ বাজারজাত করলে আরো ভালোপরিমানে অর্থ উপার্জন করতেপারবে। তাই মৃনাল দেবনাথ অন্যান্য বেকার যুবকদের প্রতি বার্তাদেন যাতেকরে সকলে সরকারি চাকুরির দিকে তাকিয়েনাথেকে এইধরনের কৃষিকাজে যোগদেন। এতেকরে ভালো পরিমানে অর্থ উপার্জন করাযাবে। অপরদিকে এইধরনের কৃষিজ ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষি দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। তিনি শিক্ষিত বেকার যুবসমাজের প্রতি বার্তাদিতেগিয়ে জানান বেকারযুবকরা ঘরেবসেনাথেকে কৃষি দপ্তরের পরামর্শনিয়ে যাতেকরে বিভিন্ন প্রকারের কৃষিজ ফসল উৎপাদনকরে নিজেদের আর্থিক দিকদিয়ে সাবলম্বী হিসাবে গরেতুলতে পারে। কৃষি দপ্তর সর্বদা কৃষকদের উন্নয়ন স্বার্থে সহযোগীতার হাত বারিয়ে দেবেন বলে জানান বগাফা কৃষি দপ্তরের তত্বাবধায়ক সুজিত কুমার দাস। মৃনাল দেবনাথ কৃষি দপ্তরের এইধরনের উদ্দ্যোগ গ্রহন করায় বগাফা কৃষি দপ্তরকে বিশেষ ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পশ্চিম কাঁঠালিয়া গ্রামপঞ্চায়েতে প্রসাশনিক শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৯ অক্টোবর।। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনকে কেন্দ্রকরে তিনমাসব্যাপী প্রতিঘর সুশাসনের কর্মসূচী হাতেনিয়েছে রাজ্যসরকার। রাজ্যসরকারের এই উদ্দেশ্যকে সাফল্য মন্ডীত করত প্রতিনিয়ত কাজ করেযাচ্ছে মৎস্য দপ্তর। বুধবার শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পশ্চিম কাঁঠালিয়ে গ্রামপঞ্চায়েতে বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির পি ডি এফ ফান্ডথেকে অর্থবরাদ্ধকরে বেনিফিসারী নির্ধারন করে বিভিন্ন সামগ্রী বিতরন করাহয়। প্রতিঘর সুশাসনকে কেন্দ্রকরে আজকে এক শিবিরের আয়োজন করাহয়। এই শিবিরে মৎস্য দপ্তর, এ আর ডি ডি, কৃষি দপ্তর ও মহকুমা শাসকের কার্যালয় থেকে একটি ষ্টল দেওয়াহয়। মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের ষ্টলে লোকজনদের প্রয়ীজনীয় কাগজপত্র করানোহয়। অপরদিকে কৃষি দপ্তরের উদ্দ্যোগে বেনিফিসারী নির্ধারনকরে স্প্রে মেশিন বিতরন করাহয়। এই শিবিরে সবচেয়ে সারা জাগানো হলো মৎস্য দপ্তরের উদ্দ্যোগে বেনিফিসারী নির্ধারন করে মাছ ধরার জাল বিতরন করাহয়। রাজ্যসরকার চাইছে লোকজনদের আর্থিক দিকদিয়ে সাবলম্বী করেগড়ে তুলতে। রাজ্য সরকারের এই উদ্দেশ্যকে সাফল্যমন্ডীত করতে প্রতিঘর সু শাসনের মাধ্যমে লোকজনদের মধ্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে বগাফা ব্লক। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও পঞ্চায়েত দপ্তরের ডারেক্টার দেবানন্দ রিয়াং, মৎস্য দপ্তরের দক্ষিন জেলার ডেপুটি ডারেক্টার সুখেশ চন্দ্র মজুমদার, মৎস্য দপ্তরের এসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ার অভিজিৎ বিশ্বাস, শান্তির বাজার মহকুমার মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক ওয়াটসন রিয়াং, বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দরা।

আজকের এই কর্মসূচি সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে কিছু তথ্য তুলেধরলেন বগাফা ব্লকের পঞ্চায়েত সিমিতর চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস। আজকের এই প্রসাশনিক শিবিরকে কেন্দ্রকরে এলাকার লোকজনদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনা লক্ষ্যকরাযায়।

আগুনে পুড়ে ছাই বসতঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। বুধবার দুপুর ৩টা নগদ পশ্চিম থানার অন্তর্গত রামসুন্দরনগর এলাকার বাসিন্দা শীতল বণিকের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। জানা যায় রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার থেকে হঠাৎ করেই আগুন লেগে যায় বাড়িটিতে। শীতল বনিকের পরিবারের লোকজনরা চিৎকার করলে ছুটে আসে এলাকাবাসী এবং দমকল কর্মীদের খবর দেন। দমকলের কর্মীরা দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে পুরো বাড়িটি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার ফলে এলাকাবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধ ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৯ অক্টোবর।। পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধে নামলো প্রমীলা বাহিনী। ঘটনা উত্তর জেলার ধর্মনগর মহকুমাধীন কৃষ্ণপুর এলাকায়। ঘটনায় বিবরণে জানা যায়, ৫৭ যুবরাজ নগর ব্লকের ঢুপিরবন্ধ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রুত পানিয় জলের সংকট দেখা দেয়। স্থানীয় শাসকদলের প্রধান মেম্বার বিধায়ক সহ নেতাদের বলেও কোন সমাধান হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ পরিশ্রুত পানীয় জলের দাবীতে পথ অবরোধের পথ বেছে নেয় এলাকার প্রমীলা বাহিনীরা। এদিন সকাল থেকে দীর্ঘ সময় ধরে ধর্মনগর তিলথৈ মূল সড়কের কৃষ্ণপুর বাজারে পথ অবরোধ করে রাখা হয়। খবর পেয়ে অবরোধ স্থলে পৌছায় ধর্মনগর থানার পুলিশ এবং ডি ডাবলিউ এস এর আধিকারিকগন। দীর্ঘ আলোচনার পর দুপুর একটা নাগাদ পানিয় জলের স্থায়ী সমাধানের আশ্বাস পেয়ে অবরোধকারী প্রমিলা বাহীনিরা তাদের পথ অবরোধ প্রত্যাহার করেন। অবশ্য টানা দুই ঘন্টা পথ অবরোধের পর জনদুর্ভোগে দেখা দেয় চরমে।

কল্যাণপুর ব্লকে তিপ্রা মথার ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৯ অক্টোবর।। কল্যাণপুরের রাস্তায় নামল তিপ্রা মথা দল। এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করতে হবে এই দাবিতে সোচ্চার হয়ে গোটা রাজ্যেই এদিন বিভিন্ন ব্লকে ডেপুটেশন প্রদান করে ত্রিপুরা মতাদল। তার সাথে সঙ্গতি রেখে আজ অর্থাৎ বুধবার কল্যাণপুর ব্লকেও ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ব্লক ডেপুটেশন কে কেন্দ্র করে কল্যাণপুর ব্লক চত্বরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয় পুলিশের তরফ থেকে। মোতায়েন করা হয় টি এস আর জওয়ান। রোদ তাপ মাথায় নিয়ে কল্যাণপুর মাখন চক্রবর্তী সেতুর উপর থেকে দলীয় মিছিল শুরু হয়। সবার সম্মিলিত মিছিল কল্যাণপুরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে শেষে কল্যাণপুর ব্লক অভিমুখে যায়। পুলিশ গতিরোধ করে মিছিলের। ব্লকের সদর দরজার সামনে পুলিশ আটকে দেয় মিছিল কে। এরপর সাত জনের একটি প্রতিনিধি দল যার নেতৃত্ব দেন তিপ্রা-মথা দলের নেত্রী মনিহার দেববর্মা। এই প্রতিনিধি দল কল্যাণপুর ব্লকের বিডিও তরুণ কান্তি সরকারের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করেন। ডেপুটেশনের দাবি একটাই এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করতে হবে। ব্লকের বাইরে চলে সভা। এখানে বক্তব্য রাখেন ইএম কমল কলই, ডি ডব্লিউ এফ রাজ্যের সভানেত্রী মনিহার দেববর্মা, জেলার যুবনেতা রাজেশ দেববর্মা সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা।

পরিসংখ্যান দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলায় আয়োজিত একটি কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা।

সোনামুড়ায় জনসংযোগে গুরুত্ব দিচ্ছে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও কংগ্রেস দল সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অঙ্গ হিসেবেই শ্রীমন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কংগ্রেসের জনসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীমন্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৩৮ নং বুথে কংগ্রেস নেতা মনির হোসেনের নেতৃত্বে গনদেবতাদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে জনসংযোগ বিস্তার করেন। মনির হোসেন সাংবাদিকদের সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন ডোর টু ডোর প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষের যে স্বতঃস্ফূর্ততা দেখা গেছে তাতে মানুষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে। তিনি বলেন বিজেপি সরকার সুশাসনের নামে সারা রাজ্যে দুঃশাসন কায়েম করেছে। তাই রাজ্যের মানুষের কাছে বিজেপিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে তিনি আহ্বান করেন এবং রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি এবং উন্নয়ন ঘটাতে কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত করার আর্জি জানান রাজ্যের গণদেবতার নিকট। যদিও নির্বাচন আরো প্রায় ৪ মাস বাকী তার আগেই কংগ্রেস দলের ঝান্ডা নিয়ে মনির হোসেনের নেতৃত্বে মানুষের দরজায় পৌছে গিয়ে নিবিড় সম্পর্ক তৈরী করতে ময়দানে ঝাপিয়ে পরছে কংগ্রেস।